www.BANGLAKITAB.com

দ্বিতীয় খন্ড

www.BANGLAKITAB.com

আল্লাহ পাকের সাক্ষ্যৎ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ : فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ . يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ وَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلَا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. اَوْكَمَا قَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন– হে মানুষ! নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা সত্য। সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রতারিত না করে এবং সেই প্রবঞ্চক যেন কিছুতেই আল্লাহ সম্পর্কে তোমাদেরকে প্রবঞ্চিত না করে। [ফাতির : ৫]

প্রিয় বোনেরা আমার,

এই সমগ্র সৃষ্টি জগত আল্লাহ তাআলারই অবদান। আমি মানুষ, আপনি মানুষ, আর এই যে আমাদের শক্তি ও সম্ভাবনা– এগুলো হাসিল করতে আমাদের কি কোন কিছু ব্যয় করতে হয়েছে? আমরা নারী ও পুরুষরা কি ইলেকশন করে আমাদের এই জীবন অর্জন করেছি? এই যে ময়লা-আবর্জনার ড্রেন রয়েছে, সেই ড্রেন দিয়ে পোকা-মাকড় সাঁতার কাটছে। আমি তো তার একটি পোকা-মাকড় হতে পারতাম। হতে পারতেন আপনিও। আবার আল্লাহ চাইলে এক মুহূর্তের মধ্যে সব কিছু ধ্বংস করে দিতে পারেন। তাঁর মধ্যে সকল ক্ষমতাই রয়েছে। তিনি ইরশাদ করেছেন–

وَنُنْشِئَكُمْ فِىْ مَالَا تَعْلَمُوْنَ

তোমাদেরকে এমন এক আকৃতিতে সৃষ্টি করতে পারি যা তোমরা জান না। [ওয়াকিয়া : ৬১]

www.BANGLAKITAB.com

এই আয়াতে মূলত আল্লাহ পাক আমাদেরকে সাবধান করেছেন। বলে দিয়েছেন, ইচ্ছে করলে তোমাদের এমন আকৃতিতে বদলে দিতে পারি, যা তোমরা কল্পনাও করতে পার না। তাফসীর বিশারদগণ লিখেছেন– এর অর্থ হলো আমি চাইলে তোমাদের আকৃতি বিকৃত করে বানর, কুকুর, সাপ-বিচ্ছুতেও পরিণত করতে পারি। তিনি যা খুশি তাই করতে পারেন। মহান বাদশাহ তিনি, সমগ্র সৃষ্টিই তাঁর। এই জগতে তিনি এমন একটি পাতা সৃষ্টি করেছেন যার সুবাসে পুরো ঘর সুবাসিত হয়ে ওঠে। আবার এমন বৃক্ষ সৃষ্টি করেছেন, যার নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় কাঁটার আচড়ে শরীর থেকে রক্ত ঝরে। আবার এমন বৃক্ষ সৃষ্টি করেছেন যার পাশ দিয়ে যাওয়ার ফলে ঝুড়ি পূর্ণ হয়ে ওঠে। বাবলা বৃক্ষকে কাঁটা দিয়ে, গোলাপকে সুন্দর রঙ ও সুবাস দিয়ে, চামেলিকে শুভ্র রঙের প্রস্ফুটিত পাপড়ি দিয়ে, আঙুর গাছকে থোকা থোকা ফল দিয়ে, পাহাড়কে সাদা বরফের চাদর দিয়ে, মাটিকে সবুজ ঘাসের কার্পেট দিয়ে তিনিই তো সাজিয়েছেন। তাঁর সে ক্ষমতা সৃষ্টি ও অবদানকে কি গণনা করা যায়?

আল্লাহ পাক বলেছেন–

كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِىْ شَأْنٍ-

তিনি প্রতিদিনই গুরুত্বপূর্ণ কাজে রত। [আর-রাহমান : ২৯]

তাঁর শানই বিস্ময়কর। যখন তাঁর সৃষ্টি ক্ষমতার দিকে আমরা লক্ষ্য করি তখন বিস্মিত না হয়ে পারি না। কত রঙ, কত ফুল, কত রূপ! তিনি তাঁর বিপুল শক্তির প্রকাশ ঘটিয়েছেন। আর আমরা এখানে এসেছি মাত্র চারদিনের জন্য। যেন মুসাফিরের যাত্রাপথে একটি স্টেশন মাত্র। স্টেশনে যেভাবে যাত্রাবিরতি করলে কেউ এদিকে এসে পড়ে, কেউ ওদিকে। তারপর যার যার গন্তব্যে চলে যায়। তিনিই তো এই চলার পথকে দু'দিনের পান্থশালাকে এই অস্থায়ী স্টেশনকে সৃষ্টি করেছেন। সাগরে দিয়েছেন স্বতন্ত্র সৌন্দর্য! সূর্য যখন সমুদ্র বক্ষে অস্তমিত হয় তখন তার সে কি অপরূপ সৌন্দর্য। আবার পাহাড়ের শৃঙ্গ বেয়ে সকালে যখন সূর্য তার মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় সে রূপ বৈচিত্র্য আরও ভিন্ন। মরু অঞ্চলে যখন সূর্য উদিত হয় তার সৌন্দর্য আলাদা। মাঠে অবুঝ জানোয়ারগুলো যে চরে

www.BANGLAKITAB.com

বেড়ায় তারও চিত্রও ভিন্ন। সন্ধ্যায় দল বেঁধে বন-বিহঙ্গরা যে আপন আলয়ে ছুটে যায় আবার নিজ নিজ বাসা ছেড়ে কিচির-মিচির রব তুলে সারিবদ্ধভাবে যে বেরিয়ে পড়ে তার আনন্দও সম্পূর্ণ আলাদা। কোকিলের মধুর কণ্ঠ, বুলবুলের অকৃত্রিম সুর, ময়ূরের চিরসুন্দর পেখম সবকিছুই ভিন্ন। ময়ূরের নাচন আলাদা। বনে নাচন তুলে যে হরিণের দল ছুটে চলে সে দৃশ্যও কম সুন্দর নয়। বাঘের হিংস্র পাঞ্জা, তার মজবুত দাঁত এবং ভয়ঙ্কর চিৎকার, সাপদের ফণা তুলে তেজস্বী উত্থান কি কম সুন্দর? মানুষ প্রকৃতির এ সব সৌন্দর্য দেখে বিস্মিত হয়, মুগ্ধ হয়। গাভীর স্তন থেকে নির্গত সাদা দুধ, মাঠে সবুজের ঢেউ খেলা দৃশ্য কার চোখ না জুড়ায়।

আল্লাহ পাক বলেছেন–

كَمَاءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ

যেমন আমি আসমান থেকে বারি বর্ষণ করি। যদ্বারা ভূমিজ উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উদগত হয়। [ইউনুস : ২৪]

আসমান থেকে বর্ষিত পানিতে সিঞ্চিত হয়ে শূন্য মাঠ সবুজের চাদরে আবৃত হয়ে ওঠার দৃশ্য, কোথাও বা পুষ্পের আকীর্ণ ফুল বাগিচা, কোথাও বা সারি সারি ফলবান বৃক্ষ সবই আমাদেরকে মোহিত করে। কখনও বা ফুলের সুবাসে আমাদের মনপ্রাণ মাতোয়ারা হয়ে ওঠে। হাজার হাজার কিলোমিটারব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে ফুলের সুবাস।

এই বরফ আচ্ছাদিত পর্বতশৃঙ্গ।

এই বর্ষণমুখর মেঘমালা।

আসমান থেকে বর্ষিত পানির ধারা।

এই প্রবাহিত নদী-নালা।

গড়িয়ে পড়া স্বচ্ছ পানির ঝরনা।

পানির কুলকুল ধ্বনি।

আছড়ে পড়া উত্তাল পানির উর্মির্মালা।

সন্তরণরত মাছের ঝাঁক।

অপরূপ বিচিত্র মৎস্যদল। যার সূক্ষ্ম রঙ, আকার ও আকৃতি দেখে মানুষ বিস্মিত হয়। আল্লাহ পাক কত সুন্দর করে এই জগত সৃষ্টি

www.BANGLAKITAB.com

করেছেন। কোথাও বা রাস্তা নিচের দিকে চলে গেছে। কোথাও বা চলে গেছে উপরের দিকে। কোথাও জানোয়ারগুলো উপরের দিকে উঠছে। আবার কোথাও নেমে যাচ্ছে নিচের দিকে। বিস্ময়ভরা এই সৃষ্টি লীলার যেন অন্ত নেই।

কোরআনে বর্ণিত আছে- قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ

বলো, তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর। [আনআম : ১১]

তোমরা এই বিশাল বিস্তীর্ণ অতিথিশালা ঘুরে দেখ। চারদিনের এই পান্থশালাকে তিনি তাঁর রূপ-সৌন্দর্য দিয়ে কত চমৎকার করে সৃষ্টি করেছেন! এ হলো দু'দিনের অস্থায়ী পান্থশালার রূপ। যে রূপ সকলকে মোহিত করে রেখেছে। তাহলে ভেবে দেখুন, সেই গৃহের রূপ কেমন হবে যে গৃহকে তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ কর্ম বলেছেন। যে ঘরকে প্রতিদিন পাঁচবার সজ্জিত করা হয়। আর এই বিশাল পান্থশালাকে সৃজন করেছেন মাত্র ছয় দিনে। কোনো ইট ব্যবহার করেননি। কোন পাথর জোড়া দেননি। পরবর্তীতে অন্য কোনো কিছু সংযোজনও করেননি। বরং এখানে প্রতিদিনই কিছু কিছু করে কমছে,হ্রাস পাচ্ছে।

বেহেশতের আবাস

আর সেই বেহেশত যেখানে আল্লাহ পাক তাঁর সৃষ্টিকারী গুণের পূর্ণ ক্ষমতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। যাকে তিনি নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন। সেখানে কোন পাথর স্থাপন করেননি। মাটি ব্যবহার করেননি। কীলক কাঁটা কিছুই ব্যবহার করেননি। সেখানে ময়লা-আবর্জনার কোন নর্দমা নেই। নেই দুর্গন্ধময় পানি। পুঁথিগন্ধময় কোন আবর্জনা নেই। বালুর স্তূপ নেই। শুষ্ক মরুভূমি নেই। সেখানে চিৎকার করে পরিবেশ দূষিত করার কোন হিংস্র জন্তু নেই; নেই দংশনকারী সাপ কিংবা ভক্ষক অজগর। সেখানে কোন খানা-খন্দক নেই; যেখানে কেউ পতিত হয়ে মারা যাবে। সেখানে কালো পাথর নেই। বিশ্রী আকৃতি নেই। নেই অসুন্দর কোন গড়ন। তাকে আল্লাহ তাআলা যেদিন সৃষ্টি করেছেন সেদিন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত প্রতিদিন পাঁচবার করে সাজাচ্ছেন। সেই স্রষ্টা যাঁর এক ক্ষুদ্র ইশারায় এই আসমান ও পৃথিবী মাত্র [illegible] দিনে অস্তিত্ব লাভ করেছে।

www.BANGLAKITAB.com

কোরআনে ইরশাদ হয়েছে–

قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِىْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِىْ يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُوْنَ لَهٗ اَنْدَادًا ذٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ۔

বলো, তোমরা কি তাঁকে অস্বীকার করবে যিনি জমীন সৃষ্টি করেছেন দুই দিনে এবং তোমরা কি তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করাচ্ছ? তিনি তো সমস্ত জগতের প্রতিপালক। [হা-মীম সিজদা : ৯]

অর্থাৎ তিনি দুই দিনে এই বিশাল মৃত্তিকা জগত বিছিয়েছেন। দুই দিনে তাঁর যাবতীয় শৃঙ্খলা বিধান করেছেন। তারপর দুই দিনে এর মধ্যে গচ্ছিত রেখেছেন সকল খাদ্যসামগ্রী।

কোরআনে বর্ণিত আছে–

وَقَدَّرَ فِيْهَا اَقْوَاتَهَا فِىْ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ سَوَآءً لِّلسَّائِلِيْنَ

চারদিনের মধ্যে এতে ব্যবস্থা করেছেন সমভাবে যাঞ্চনাকারীদের জন্যে। অতঃপর তিনি আসমানের দিকে মনোনিবেশ করেন। [হা-মীম সিজদা : ১০-১১]

আরো বর্ণিত আছে–

خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ طِبَاقًا

যিনি সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে সপ্তাকাশ। [মূলক : ৩]

এ সকল কিছু সৃষ্টি সমাপন করেছেন মাত্র ছ'দিনে। তাঁর 'কুন' নির্দেশে সৃষ্টি হয়েছে এ বিশাল জগত। তাঁর সৃষ্টিশীল অসীম ক্ষমতার প্রকৃত বিকাশ ঘটিয়েছেন বেহেশতে। জান্নাত নির্মিত হওয়ার পর থেকে প্রতিদিনই আল্লাহ্ তাআলা পাঁচবার এই ঘরকে সজ্জিত করেন। আল্লাহ্ পাক ঘর বানিয়েছেন নিজে। ফেরেশতাগণ বানায়নি। এ গৃহের মাটি পাথর চুনা ও সিমেন্ট দিয়ে বানাননি। এই ঘর বানাবার পূর্বে নিজে তার নকশা তৈরি করেছেন। তারপর সেই নকশা মাফিক নির্মাণ করেছেন এই ঘর। এই গৃহ নির্মাণ করেছেন সোনা-রূপার ইট, জমরুদ, ইয়াকুত পাথর দিয়ে। এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয় হলো এই গৃহের নকশাকারী ও নির্মাতা

www.BANGLAKITAB.com

স্বয়ং আল্লাহ। ইঞ্জিনিয়ার ঘরের একটি নকশা তৈরি করে। অতঃপর অভিজ্ঞ মিস্ত্রি সেই নকশা অনুযায়ী দালান নির্মাণ করে। তখন সে বিল্ডিং এক স্বতন্ত্র রূপ ও বৈশিষ্ট্য লাভ করে। চিন্তা করে দেখুন, এই বাড়ি তিনি নির্মাণ করেছেন এমন মাটিতে যার মেঝে স্বর্ণের। যার মশলা মেশকের ও জাফরানের। এই ঘরের ভেতর দিয়ে বয়ে চলেছে ঝরনা। সে ঝরনা মধু, পানি ও শরাবের। তার চারপাশে বিশাল বিস্তীর্ণ বাগান। যেখানে রয়েছে মেশকের পাহাড়। আম্বরের পর্বত।

আল্লাহ তাআলা নিজে এই ঘরের নকশা তৈরি করেছেন, ভিত্তি স্থাপন করেছেন, নির্মাণ করেছেন নিজ হাতে। এর ডিজাইন তৈরি হয়েছে তাঁর ইলমমাফিক। তিনি যেমন সুন্দর, এই বাড়িও নির্মাণ করেছেন তেমনি সুন্দর করে। এখানকার আসবাবপত্র সবকিছুই সাজিয়েছেন তিনিই। এমন তো হতে পারে না যে, এখানকার ফার্নিচারগুলো কারখানা থেকে এনেছেন। টেইলারদের তৈরি পর্দা ঝুলিয়েছেন। পর্দায় ব্যবহার করেছেন মিলের কাপড়। বরং এখানকার ফার্নিচার, পর্দা ও অন্যান্য উপকরণ সবই তাঁর নিজ কুদরতি হাতে তৈরি। পূর্ণ সুষমায় আল্লাহ সজ্জিত করেছেন যে বাড়ি তাতে কি কোন খুঁত থাকতে পারে? অতঃপর কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিদিনই তিনি এই বাড়িকে পাঁচবার সজ্জিত করছেন এবং করবেন।

কেবলই নূর আর নূরের আলোর

একবার ধ্যানের দৃষ্টিতে কল্পনা করে দেখুন, যে বাড়ি স্বয়ং আল্লাহ নির্মাণ করেছেন কেমন হতে পারে সে বাড়িটি?

কোরআনে বর্ণিত আছে

بَلٰى وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ -

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তিনি মহাস্রষ্টা সর্বজ্ঞ। [ইয়াসিন : ৮১]

কোন ছোটখাট স্রষ্টা নন। তিনি এক মহাস্রষ্টা। তাঁর সৃষ্টি সক্ষমতা এত বড়– দুর্গন্ধময় পানির দিকে যদি দৃষ্টি দেন তাহলে সে পানি থেকে কত সুন্দর অবয়বপূর্ণ সৃষ্টি জন্মলাভ করে। সেই স্রষ্টা যখন নূর থেকে আকৃতি গঠন করবেন সে আকৃতি কত যে সুন্দর হবে! তিনি যখন পাথরের প্রতি

www.BANGLAKITAB.com

স্বীয় তাজাল্লী ঢেলে দিয়েছেন তখন পাথর রূপ পেয়েছে মর্মরে। পাথর হয়েছে জমরুদ। কয়লায় দৃষ্টি দিয়েছেন কয়লা হয়েছে হীরা। পানিতে দৃষ্টি দিয়েছেন তো পানি হয়েছে মুক্তা মোতি। রেশম পোকার প্রতি দৃষ্টি দিয়েছেন সৃষ্টি হয়েছে রেশমি কাপড়। সেই প্রভুই যখন জান্নাতের তাজাল্লী দিবেন, তাছাড়া সেখানকার সকল সৃষ্টিই যখন নূর থেকে, নূরের তৈরি প্রাসাদ, নূরের তৈরি আকার, নূরের তৈরি রূপ, নূরের তৈরি যৌবন, নূরের তৈরি শক্তি, নূরের তৈরি বাহন, নূরের তৈরি আসবাব, নূরের তৈরি মাঠ, নূরের তৈরি বিছানা, নূরের তৈরি ঘাস, নূরের তৈরি ঝুলন্ত ফল, নূরের পরশে রোপিত বৃক্ষ, নূর থেকে উৎসারিত পানির ফোয়ারা, নূর ছোঁয়া পানি, নূরের তৈরি সমুদ্র, নূরের তৈরি নালা-প্রস্রবণ, নূর থেকে উৎসারিত শরাব, নূর থেকে সৃষ্ট জাম, পেয়ালা, নূর থেকে তৈরি বিছানা, কুরসী ও অন্য সব তৈজসপত্র। যেদিকেই নজর পড়বে কেবল নূরই নূর। দুনিয়ার এই তুচ্ছ পাহাড়কে যিনি এত সুন্দর করে সাজিয়েছেন তাঁর সাজানো জান্নাত কেমন হবে? তাছাড়া তিনি তো সাধারণ স্রষ্টা নন। বরং তিনি হলেন মহাস্রষ্টা।

আমি বলছিলাম, সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং আল্লাহ। আল্লাহ পাক যাকে খুশি সুন্দররূপে সৃষ্টি করেছেন, যাকে খুশি বানিয়েছেন শ্রীহীন। কাউকে উন্নত করে গড়েছেন, কাউকে করেছেন অতি নগণ্য। এই নির্বাচন কেবল আল্লাহর। তিনি এই উম্মতকে অন্য সকল উম্মতের চেয়ে অধিক মর্যাদা দিয়েছেন। তিনিই আমাদেরকে তাঁর নিকট সর্বাধিক প্রিয় উম্মত করেছেন।

হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তাআলাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন– হে আল্লাহ! আমার উম্মতের চেয়ে ভালো উত্তম কি আছে? মেঘ দিয়ে আপনি আমার উম্মতকে ছায়া দিয়েছেন। তাদেরকে মান্না-সালওয়া খাইয়েছেন। কাজেই আমার উম্মতই তো শ্রেষ্ঠ উম্মত। আল্লাহ তাআলা বলেছিলেন, মূসা! আমার মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মত অন্য সব উম্মতের চেয়ে এতটা উত্তম, আমি একটি তুচ্ছ মাখলুকের চেয়ে যতটা উত্তম। ভেবে দেখুন, কী বিস্ময়কর উপমা!

হযরত মূসা (আ.) ছিলেন আল্লাহ পাকের অতি প্রিয় একজন নবী। সেই প্রিয় নবীই যখন দীদার প্রত্যাশা করেছেন, তখন আল্লাহ পাক বলে দিয়েছেন– لَنْ تَرَانِىْ

www.BANGLAKITAB.com

তুমি আমাকে দেখতে পাবে না। [আ'রাফ : ১৪৩]

তারপরও হযরত মূসা (আ.) বারবার আবদার করেছেন- না, আমাকে দেখতেই হবে। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন- এটা হযরত মূসা (আ.)-এর পক্ষেই সম্ভব ছিল, আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আল্লাহ পাক কত স্পষ্ট করে বলেছেন, তুমি আমাকে কখনও দেখতে পাবে না। এ কথা বলেননি, তুমি আমাকে দেখবে না। বরং বলেছেন, তুমি আমাকে কখনো দেখতে পাবে না, কক্ষণো না। তারপরও হযরত মূসা (আ.) বলেছিলেন, আমাকে দেখতেই হবে। মূলত এ ছিল বাঁধনের দাবী। তিনি ছিলেন আল্লাহ পাকের অতি প্রিয়। প্রিয়তার এই অধিকার আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আ.) কেই দিয়েছিলেন।

সেই প্রিয় নবী আল্লাহ তাআলাকে বলছেন- হে আল্লাহ! এই শ্রেষ্ঠ উম্মত আমাকেই দিয়ে দাও না। আল্লাহ পাক বলেছেন- আপনাকে তো এই উম্মত দিতে পারছি না। কারণ, এই উম্মত হলো আমার প্রিয় মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মত। মূসা (আ.) বললেন- যদি নাই দাও, তাহলে অন্তত দেখাও। আল্লাহ পাক বললেন, দেখতেও পাবে না। কারণ, তুমি তো দুনিয়াতে চলে এসেছো, আর তাদের আগমনের এখনও কয়েক হাজার বছর বাকী আছে। মূসা (আ.) আবদার করলেন, তাহলে তাদের আওয়াজ শুনিয়ে দাও। তখন আল্লাহ পাক তূর পাহাড়ে এই উম্মতকে এই বলে আহ্বান করেন-

يَا أُمَّةَ হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মত! সাথে সাথে সমগ্র উম্মাহ বলে ওঠে-

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ

তখন হযরত মূসা (আ.) বলে ওঠেন- হে আল্লাহ! এই উম্মতের আওয়াজ কত সুন্দর! তাদের কণ্ঠ কত সুন্দর। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন- মূসা! এরা হলো সেই উম্মত যারা হাত তোলার আগেই আমি তাদের ডাক শুনবো। তাদের প্রতি কেউ বাঁকা দৃষ্টিতে তাকালে আমি তাদের দৃষ্টি উপড়ে ফেলবো। কেউ তাদের অবিচার করতে চাইলে আমি নিজেই তা প্রতিহত করবো। তবে এগুলো দুনিয়ার বিষয় নয়। তাই কারও মনে যেন এর সন্দেহ সৃষ্টি না হয়, মুসলমানরা মার খাচ্ছে আল্লাহ কোথায়

www.BANGLAKITAB.com

প্রতিহত করছেন? এই মুহূর্তে কোরআনে কারীমের একটি আয়াত আমার মনে পড়লো–

আল্লাহ পাক ইরশাদ করছেন–

إِنَّ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَضْحَكُوْنَ وَاِذَا مَرُّوْا بِهِمْ يَتَغَامَزُوْنَ ...... وَاِذَا انْقَلَبُوْا اِلٰى اَهْلِهِمُ انْقَلَبُوْا فَكِهِيْنَ.

যারা অপরাধী তারা তো মুমিনদেরকে উপহাস করতো এবং তারা যখন মুমিনদের পাশ দিয়ে যেত, তখন চোখ টিপে ইশারা করতো। আর যখন তাদের আপনজনদের পাশ দিয়ে ঘুরে আসত তখন তারা ঘুরে আসতো উৎফুল্লচিত্তে। [মুতাফফিফীন : ২৯-৩১]

আরো বর্ণিত আছে–

فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُوْنَ

আজ মুমিনগণ উপহাস করছে কাফিরদেরকে। [মুতাফফিফীন : ৩৪]

কোরআনে বর্ণিত আছে–

عَلَى الْاَرَائِكِ يَنْظُرُوْنَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَاكَانُوْا يَفْعَلُوْنَ

সুসজ্জিত আসন থেকে তাদেরকে অবলোকন করে কাফিররা তাদের কৃতকর্মের ফল পেল তো? [মুতাফফিফীন : ৩৫-৩৬]

সুতরাং আল্লাহ যে মুমিনদের পক্ষ হয়ে প্রতিশোধ নিবেন এ কেবল দুনিয়ার বিষয়ই নয়। আজ কাফির সম্প্রদায় মুমিনদের প্রতি বাঁকা দৃষ্টিতে দেখে, উপহাস করে। অহংকার করে বেড়ায়, আমরা এই করেছি, সেই করেছি। একটা দিন আসবে যেদিন কাফিরও মারা যাবে, ইন্তেকাল করবে মুমিনও। সেই দিনটাই হলো প্রকৃত দিন। সেদিন মুমিন বান্দাগণ সুসজ্জিত আসনে উপবিষ্ট থাকবেন আর তাদের কাছে দিয়ে তাদেরকে দেখে হেঁটে চলে যাবে কাফির সম্প্রদায়। এখন কাফিরদের হাসার দিন, আর সেদিন

www.BANGLAKITAB.com

হাসবে মুমিন বান্দাগণ। কাফিররা সেদিন শুধুই কাঁদবে। এ কথাই আল্লাহ পাক বলেছেন–আমি তাদের প্রতিশোধ নেব। মূলত এটাই হলো আয়াতের মর্ম।

উম্মতে মুহাম্মাদীর মর্যাদা

আল্লাহ তাআলা এই উম্মতকে সমস্ত উম্মতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তাদের কৃতকর্মের প্রতিদানকে করেছেন অন্যান্য উম্মতের তুলনায় বহুগুণ বেশি।

কোরআনে বর্ণিত আছে–

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا

কেউ কোন সৎকর্ম করলে সে তার দশগুণ প্রতিদান পাবে।[আনআম : ১৬০]

এই আয়াতটি যখন অবতীর্ণ হয় তখন আমাদের রাসূল হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরয করেন– এই প্রতিদান তো অপরাপর উম্মতের জন্যেও রয়েছে। সুতরাং হে আল্লাহ! তুমি আমার উম্মতের প্রতিদানকে আরও বাড়িয়ে দাও। তখন আল্লাহ পাক আরেকটি আয়াত নাযিল করেন। যে আয়াতে বলা হয়েছে কেউ যদি আল্লাহ তাআলাকে ঋণ দেয় আল্লাহ পাক তাকে তার প্রতিদান অনেক গুণ বৃদ্ধি করে দিবেন। কিন্তু সে অনেক গুণ কত? সে কথা উল্লেখ করা হয়নি। অতঃপর আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার দুআ করেন– হে আল্লাহ! আমার উম্মতের প্রতিদান আরও বাড়িয়ে দাও। তখন অবতীর্ণ হয়–

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِىْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

যারা নিজেদের ধনৈশ্বর্য আল্লাহর পথে ব্যয় করে তাদের দৃষ্টান্ত একটি শস্য বীজ। যা সাতটি শীষ উৎপাদন করে। প্রত্যেক শীষে রয়েছে একশত শস্য দানা। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে বহু গুণে বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।[বাকারা : ২৬১]

www.BANGLAKITAB.com

অতঃপর আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুনরায় আল্লাহ পাকের দরবারে মিনতি জানান- হে আল্লাহ! আমার উম্মতের প্রতিদান আরও বাড়িয়ে দাও। এবার আল্লাহ পাক হিসাব-কিতাবের গণ্ডি পরিহার করে ইরশাদ করেন-

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

ধৈর্যশীলদেরকে তো অপরিমিত প্রতিদান দেয়া হবে। [যুমার : ১০]

অর্থাৎ আপনার উম্মতের মধ্যে যারা ধৈর্যধারণ করবে আমি তাদেরকে বেহিসাব পুরস্কার প্রদানে ভূষিত করবো। তারা যা চাইবে তাদেরকে তাই দেব।

এক কথায়, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুআর বরকতে আল্লাহ পাক এই উম্মতের প্রতিদানকে বৃদ্ধি করে এমন মাত্রায় নিয়ে গিছেন যেখানে অন্য কোন উম্মত কোনদিন পৌঁছতে পারবে না। অধিকন্তু আল্লাহ পাক আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আমাদেরকে কাজ দিয়েছেন কম, প্রতিদান দিয়েছেন বেশি। আমাদের দায়িত্ব- কর্তব্য ও পরিশ্রমের সাধারণ সময়সীমা হলো পঞ্চাশ বছর, ষাট বছর, সত্তর বছর। কিন্তু ইতোপূর্বে অন্যান্য উম্মতের দায়িত্বসীমা ছিল একশ' বছর দুইশ' বছর থেকে আরম্ভ করে হাজার বছর। অথচ বনি ইসরাইলের একজন মুসলমান যে এই পৃথিবীতে পাঁচশ' বছর বেঁচেছিল। প্রতিদানের বিচারে দেখা যাবে সে এই উম্মতের পঞ্চাশ কি ষাট বছরের একব্যক্তির সাথে কুলিয়ে উঠতে পারবে না। এ হলো আমাদের ও অন্যান্য উম্মতের মাঝে পার্থক্য।

আমাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার আরেকটি অনুগ্রহ হলো তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন সবার শেষে। বনি ইসরাইলসহ অন্যান্য উম্মতের আগমন ঘটেছে আমাদের পূর্বে। এতে করে কিয়ামতের জন্যে আমাদের অপেক্ষার সময় তাদের চেয়ে অনেক কম। আপনি এখান থেকে লাহোর স্টেশনে গিয়ে যদি জানতে পারেন ট্রেন আসতে আরো আট ঘন্টা দেরি হবে তখন আপনার মেযাজ নির্ঘাৎ গরম হয়ে উঠবে। কিন্তু যদি দেখেন স্টেশনে যেতেই গাড়ি আসছে, তখন আর খুশির সীমা থাকে না। তখন সকলেই হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। যাক, আজকে স্টেশনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষার দুর্ভোগ পোহাতে হলো না। কিয়ামতের জন্যে অপেক্ষাটাও অনুরূপ যন্ত্রণার বিষয়। আল্লাহ পাক অনুগ্রহ করে আমাদেরকে সৃষ্টি

www.BANGLAKITAB.com

করেছেন কিয়ামতের তীরে যেন আমাদের অপেক্ষায় যন্ত্রণাদগ্ধ না হতে হয়। তাছাড়া সমস্ত উম্মতের শেষে আমাদেরকে সৃষ্টি করে আমাদের প্রতি আরেকটি অনুগ্রহ করেছেন। আমরা শেষে এসেছি বলে পূর্ববর্তী উম্মতের ইতিহাস জানতে পেরেছি।

তাদের উত্থান-পতনের ঘটনা জানতে পেরেছি। জানতে পেরেছি ফেরাউন কী করেছিল, হামান কী করেছিল, সাদ্দাদ কী করেছিল, আদ-সামুদ জাতি কী করেছিল।

অতঃপর যখন আমরা এলাম তখন আমাদের সমস্ত ব্যর্থতা অপরাধ ও পাপকে তিনি এমনভাবে পর্দাবৃত করে দিলেন যে, আমাদের পর আর কোন জাতি নেই। আমাদের পর এ পৃথিবীতে এমন কোন জাতি ও গোষ্ঠীর আগমন ঘটবে না যারা আমাদের পাপের ও পতনের ইতিহাস শুনবে। অথচ আমরা জানি, বনি ইসরাইল কী করেছিল। তাদের পরিণতির কথাও জানি। তারা যে বানর ও শূকরে পরিণত হয়েছিল সে ইতিহাস আমরা জেনেছি। আমরা আমাদের নবীর মাধ্যমে জেনেছি, হযরত লূত (আ.) ও হযরত শুয়াইব (আ.)-এর পাপ ও পতনের কাহিনী। সাবা সম্প্রদায় কী করেছিল? হযরত হুদ ও সালিহ্ (আ.)-এর সম্প্রদায় কী করেছিল, হযরত নূহ (আ.)-এর কাওম কী করেছিল, কী করেছিল জাত পাপী ফিরাউন -এ সবই আমরা জেনেছি। কিন্তু আমরা কী করেছি সে কথা আল্লাহ্ পাক কাউকে জানতে দেননি। এটা আমাদের প্রতি পরম করুণাময় আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহ।

তারপর যখন হিসাব-কিতাবের পর্ব আসবে তখন আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলবেন- হে আল্লাহ্! আমার উম্মতের হিসাব আমার দায়িত্বে অর্পণ কর। আল্লাহ্ পাক বলবেন, কেন? হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলবেন- আমি চাই না অন্য কেউ আমার উম্মতের হিসাব নিক, আর তাদের সামনে আমার উম্মত লজ্জা পাক। তখন আমাদের দয়াময় প্রভু বলবেন, প্রিয় রাসূল আমার! আপনি যদি তাদের হিসাব নিতে যান তাহলে তো তাদের পাপগুলো আপনার কাছে ধরা পড়বে। তখন তো তারা আপনার সামনে নিশ্চয়ই লজ্জিত হবে। অথচ আমি আপনার উম্মতকে আপনার সামনেও লজ্জিত করতে চাই না। আমিই তাদের হিসাব নেব গোপনে।

www.BANGLAKITAB.com

এই হলো এই উম্মাহর মর্যাদা। এই উম্মাহর শান ও বৈশিষ্ট্য একেবারে স্বতন্ত্র। বেহেশতে নেতৃত্ব লাভ করবে সে তো এই উম্মাহই। হযরত হাসান ও হযরত হুসাইন (রা.) জান্নাতের সরদার হবেন। বেহেশতি নারীদের সরদার হবেন হযরত ফাতিমা (রা.)। তাঁরা তো এই উম্মতেরই সদস্য। এই পৃথিবীতে এমন কোন নারী নেই যার বিয়ে আল্লাহ পাক আসমানে পড়িয়েছেন। কিন্তু হযরত যায়নাব বিনতে জাহাশ (রা.) এই উম্মাহর এমন এক গর্বিতা নারী যাঁর বিয়ে দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ পাক এবং আকাশে। পৃথিবীতে এমন কোন উম্মত আজও আগমন করেনি যারা দুই রাকাত নফল পড়লে একটি মাকবুল হজ্জের সাওয়াব পেতে পারে। অথচ এই উম্মাহর যেকোন পুরুষ কিংবা নারী যদি ফজর নামায পড়ে জায়নামাযে বসে থাকে, অতঃপর সূর্য উপরে ওঠার পর দুই রাকাত নামায পড়ে তাহলে সে এই দুই রাকাত নামাযের বিনিময়ে একটি হজ্জ ও উমরার সাওয়াব লাভ করে। আচ্ছা, মা-বাবাকে ভালোবাসার দৃষ্টিতে একবার দেখলে হজ্জের সওয়াব পাওয়া যায় এমন বৈশিষ্ট্য কী অন্য কোন উম্মতের আছে?

এর চেয়েও মজার আরেকটি বিষয় শুনুন, এই উম্মতের প্রতিটি পুরুষ ও নারী যতই বৃদ্ধ হতে থাকে আল্লাহ তাআলার দরবারে ততই প্রিয় হতে থাকে। যখন এই উম্মতের কোন ব্যক্তি সত্তর কিংবা আশি বছরে উত্তীর্ণ হয় তখন আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের মাঝে ঘোষণা করে দেন, একে আমি ভালোবাসি, তোমরাও ভালোবাস। কী বিস্ময়কর! কাজকর্মে দুর্বল হয়ে পড়েছে অথচ এর বিপরীতে আল্লাহর ভালোবাসা বৃদ্ধি পেয়েছে। যখন আশি বছরে উত্তীর্ণ হয় তখন আল্লাহ পাক ঘোষণা দেন– আমার সত্তার কসম! আমি আশি বছরের কোন মুসলমান পুরুষ কিংবা নারীকে আযাব দেব না। কী মজার ব্যাপার! এখন কোন বিশেষ দায়-দায়িত্ব নেই। আশি বছরে পা দিয়েছে, বেচারা কাজকাম করবেটাই কী? তার পক্ষে তো ফরয নামাযটাও যথাসময়ে আদায় করা কঠিন। কিন্তু আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ দেখুন! রিটায়ার্ডমেন্টে যাওয়ার পর শুধু পেনশনই নয় বরং বেতন ভাতা আরও বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। দুনিয়াতে তো পেনশনও পায় না সকলে। অথচ আল্লাহ পাকের বিচার দেখুন। তিনি শুধু বেতন-ভাতাই বাড়িয়ে দেননি বরং ঘোষণা দিয়েছেন- আমি কোন শাস্তিই দিব না। এটাই মুসলিম উম্মাহর বৈশিষ্ট্য।

www.BANGLAKITAB.com

পাকা চুলের মর্যাদা

ইয়াহইয়া ইবনে আকছাম (র.) ছিলেন একজন বড় মুহাদ্দিস। তিনি মারা গেলেন। বেঁচে থাকতে তিনি স্বভাবগতভাবে ছিলেন খুবই রসিক। হাস্যোজ্জলতা তাঁর মুখে লেগেই থাকতো। অথচ ছিলেন সমকালীন সবচেয়ে বড় মুহাদ্দিস। তিনি ইন্তেকাল করার পর জনৈক ব্যক্তি তাঁকে স্বপ্নে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলো-আল্লাহ পাক আপনার সাথে কী আচরণ করেছেন? বললেন, আল্লাহ পাক আমাকে তাঁর সামনে দাঁড় করালেন। বললেন, আরে পাপী বৃদ্ধ! তুমি এই করছো, সেই করছো। আমি বললাম, হে আল্লাহ! আমি তো আপনার সম্পর্কে এমনটি শুনিনি যেমনটি আপনি বলছেন।

তাঁর ইলমের অবস্থা দেখুন! আল্লাহ পাকের সাথে তর্ক জুড়ে দিয়েছেন। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে যেমনটি বলছেন, আপনার সম্পর্কে তো আমি তেমনটি জানতাম না! আল্লাহ পাক জিজ্ঞেস করলেন, তুমি আমার সম্পর্কে কী শুনেছো? তিনি বললেন–

حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الْمُعَمَّرِ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ زُبَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ جِبْرَائِيْلَ قَالَ، قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِنِّىْ اَسْتَحْيِىْ اَنْ اُعَذِّبَ شَيْبَةً فِى الْاِسْلَامِ . وَاَنِّىْ شَيْبَةٌ فِيْهِ الْاِسْلَامُ .

হে আল্লাহ! আমি আপনার সম্পর্কে যা শুনেছি তা পূর্ণ দলীলসহ আপনাকে শোনাচ্ছি। আমাকে আবদুর রাযযাক বলেছেন, তাঁকে বলেছেন মা'মার, তাঁকে বলেছেন যুহরী, তাঁকে বলেছেন ওরওয়া ইবনে যুবাইর আর তাঁকে বলেছেন তাঁর খালা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.), তাঁকে বলেছেন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁকে বলেছেন হযরত জিবরাইল (আ.)-যে আল্লাহ তাআলা নিজ মুখে বলেছেন– যখন কোন মুসলমান বুড়ো হয়ে মারা যায় তখন আমি তাকে শাস্তি দিতে লজ্জাবোধ

www.BANGLAKITAB.com

করি। হে আল্লাহ! তুমি তো দেখতেই পাচ্ছ আমি বুড়ো হয়েই তোমার কাছে এসেছি। তখন আল্লাহ তাআলা বললেন–

صَدَقَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَصَدَقَ مُعَمَّرُو صَدَقَ زُهْرِىُّ وَصَدَقَ عُرْوَةُ وَصَدَقَتْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا وَصَدَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَدَقَ جِبْرَائِيْلُ قَالَ، وَاَنَا اَصْدَقُ الْقَائِلِيْنَ ....

আবদুর রাযযাক সত্য বলেছে।
মা'মার সত্য বলেছে।
ওরওয়া সত্য বলেছে।
আয়েশা সত্য বলেছে।
আমার প্রিয় নবী সত্য বলেছেন।

জিবরাইল সত্য বলেছে। আর আমি তো সর্বশ্রেষ্ঠ সত্যবাদী। যাও গিয়ে ফূর্তি কর। জান্নাতে যাও, বেহেশত উপভোগ কর।

এটা এই উম্মতের বৈশিষ্ট্য। এই উম্মতের ভাগ্যে আল্লাহ তাআলা জান্নাতের মোহর অঙ্কিত করে রেখেছেন। এই উম্মতের জন্যে আল্লাহ তাআলা জান্নাত সহজ করে দিয়েছেন। সাহস করে সামান্য সাধনা করে নাও, দেখবে জান্নাত এসে তোমার পায়ে চুমু খাচ্ছে।

উম্মতে মুহাম্মাদীর আরেকটি গুণ

প্রশ্ন হতে পারে, এই সুযোগ শুধু আমাদের বেলায় কেন? বলবো, এর একটি বড় কারণ হলো আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর উম্মত এবং এটাই সবচেয়ে বড় কারণ। আল্লাহ পাক আমাদেরকে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মত বানিয়েছেন এটাই আমাদের প্রতি সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ। কেউ যদি কাউকে ভালোবাসে তখন তার সে ভালোবাসা শুধু তার মধ্যে সীমিত থাকে না। সে ভালোবাসা ছড়িয়ে পড়ে তার সন্তানদের মাঝেও। তাছাড়া আল্লাহ পাক এ উম্মতকে একটি বিশেষ কাজ দিয়েছেন। একটি বিশেষ দায়িত্ব নিয়েছেন। আর এটা এমন একটা দায়িত্ব যে সাধারণভাবে নবীদের উপরই আরোপিত হয়। নবীগণের পর এই দায়িত্ব

www.BANGLAKITAB.com

আমরা উম্মতে মুহাম্মাদীই পেয়েছি। এ কারণেই আল্লাহ পাক আমাদেরকে অন্য সকল উম্মতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন, ভূষিত করেছেন সর্বোচ্চ সম্মানে। ইরশাদ হয়েছে–

وَكَذَالِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا۔

এভাবেই আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে তোমরা মানবজাতির জন্য সাক্ষ্যস্বরূপ এবং রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষ্যস্বরূপ হতে পারেন। [বাক্বারা : ১৪৩]

আরও ইরশাদ করেছেন– كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ

তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত। [আলে-ইমরান : ১১০]

মহান আল্লাহ পাক আমাদেরকে মধ্যপন্থী উম্মত বানিয়েছেন। আমাদেরকে বানিয়েছেন মানবজাতির জন্য সাক্ষ্যস্বরূপ। আর আমাদের সাক্ষ্য হবেন মানবতার নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আমরা মধ্যপন্থী উম্মত হলাম কীভাবে? দেখুন, চাক্কির দুটি পার্ট থাকে। এই জগতটাই একটি চাক্কির মতোই। একটি পার্ট আসমান। আর দ্বিতীয় পার্ট হলো জমিন। আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, এই দুই পার্টের মধ্যখানে রয়েছে একটি লৌহদণ্ড। যাকে কেন্দ্র করে চাক্কি দুটি ঘুরে থাকে। চাই সেটা হাতে চালাবার চাক্কি হোক কিংবা গরু দিয়ে চালাবার হোক। হোক যন্ত্রচালিত চাক্কি। কিংবা হোক বিরাট বড় পাওয়ার প্ল্যান্ট জেনারেটর। আমাদের এই বিজ্ঞানের যুগেও মধ্যবিন্দুতে অবস্থিত এই লৌহদণ্ডটি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। প্রাচীন যুগে এটা মানুষকে যেভাবে উপকার করতো ঠিক এখনও সেভাবেই করছে। মাঝখানের এই পেরেকটি যতক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়ানো আছে ততক্ষণ পর্যন্তই জেনারেটর চলবে, নতুন চাক্কি ঘুরবে, পুরাতন চাক্কি ঘুরবে, হস্তচালিত চাক্কি ঘুরবে। মাঝখানের এই পেরেকটি যদি বেঁকে যায় কিংবা ভেঙ্গে যায় তখন আর চাক্কি ঘুরবে না। বরং তা বারবার ভুল পথে চালিত হবে। আল্লাহ পাক হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উদ্দেশ্য করে এই আয়াতে মূলত এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন– হে আমার রাসূল! আপনার উম্মত এবং আপনি

www.BANGLAKITAB.com

এই আসমান ও জমিনের মধ্যখানে হলেন সেই পেরেকের মতো। আপনি ও আপনার উম্মতের বরকতেই আকাশ ও পৃথিবীর চাক্কি ঘুরছে এবং যথাযথ পথে ঘুরছে। যেদিন তোমরা বাঁকা হয়ে যাবে। কিংবা থাকবে না সেদিন এই আকাশ ও পৃথিবী তার নিজ কক্ষপথে আর চলতে পারবে না। তখন যা ঘটবে তোমরা তা দেখতে পাবে। তোমরা দেখতে পাবে মানুষে মানুষে ঘৃণা, মানুষে মানুষে শত্রুতা, খুন, অন্যায়-অবিচার, ঘুষ, মদ্যপান, সুদ, ব্যভিচার, চুরি ও ডাকাতি রাহাজানির সয়লাব। মনে করবে, এ সবের মূল কারণ হলো তোমরা তোমাদের স্থান থেকে সরে পড়েছো। মনে রাখবে, যেদিন তোমরা তোমাদের স্থান থেকে সরে পড়বে, নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়বে, নাই হয়ে যাবে সেদিন চাক্কির পেরেক সরে যাওয়ার মতোই আসমান ও দুনিয়ার উভয় পার্ট একটি আরেকটির উপর ছিটকে পড়বে। এই তো কিয়ামত। ইরশাদ হয়েছে-

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ...... وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ......
وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ....... وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ....

সূর্যকে যখন নিষ্প্রভ করা হবে, যখন তারকারাজি খসে পড়বে, পর্বতসমূহকে যখন চলমান করা হবে, যখন পূর্ণগর্ভা স্ত্রী উপেক্ষিত হবে। [তাকভীর : ১-৪]

إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ .... وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ.

আসমান যখন বিদীর্ণ হবে যখন নক্ষত্ররাজি বিক্ষিপ্তভাবে ঝরে পড়বে। [ইনফিতার : ১-২]

وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ

সমুদ্র যখন স্ফীত করা হবে। [তাকভীর : ৬]

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا

পৃথিবী যখন আপন কম্পনে প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে। [যিলযাল : ১]

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ

যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে [ওয়াকিয়া : ১]

www.BANGLAKITAB.com

وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَّاهِيَةٌ

আসমান বিদীর্ণ হয়ে যাবে আর সেদিন তা বিশিষ্ট হয়ে পড়বে। [হাক্কা : ১৬]

يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ ... وَنُزِّلَ الْمَلٰئِكَةُ تَنْزِيْلًا

সেদিন আসমান মেঘমালাসহ বিদীর্ণ হবে এবং ফেরেশতাদেরকে নামিয়ে দেয়া হবে। [ফুরকান : ২৫]

إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا .... وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ...... وَجِيْئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ.

পৃথিবীকে যখন চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হবে এবং যখন তোমার প্রভু উপস্থিত হবেন ও সারিবদ্ধভাবে ফেরেশতাগণও। সেদিন জাহান্নামকে আনা হবে। [ফাজর: ১-২৩]

اَلْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا اَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ

মহাপ্রলয়। মহাপ্রলয় কী? মহাপ্রলয় সম্পর্কে তুমি কী জান? [কারিআ : ১-৩]

اَلْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ وَمَا اَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ

সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা! সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা কী? আর তুমি কি জান সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা? [হাক্কা : ১-৩]

وَمَا اَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ثُمَّ مَا اَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ

কর্মফল দিবস সম্পর্কে তুমি কী জান? আবার বলি, কর্মফল দিবস সম্পর্কে তুমি কী জান? [ইনফিতার : ১৭-১৮]

هَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ

তোমার কাছে কি কিয়ামতের সংবাদ এসেছে? [গাশিয়া : ১]

এ হলো কিয়ামতের ভয়ঙ্কর দৃশ্য। মাঝখানের পেরেকটি যখনই সরে যাবে তখন উপর ও নিচের দুটি পার্ট এসে একত্রে মিশে যাবে, এবং মাঝখানের সবকিছুকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে ফেলবে। সুতরাং হে আমার প্রিয়

www.BANGLAKITAB.com

নবীর প্রিয় উম্মত! তোমাদের অসিলাতেই এই আসমান ও জমীন যথাস্থানে বহাল রয়েছে। যেদিন তোমরা মৃত্যুবরণ করবে সেদিন কিয়ামতের ডামাডোল বেজে উঠবে।

হীনমন্যতার বিষয় নয়। স্মরণ রাখতে হবে, এটা আমাদের বৈশিষ্ট্য আমাদের বরকতেই সারা পৃথিবী আজ পানাহার করছে। আমেরিকা খাচ্ছে আমাদের বরকতেই। আমাদের বরকতেই অস্ট্রেলিয়া, ইউরোপ, এশিয়া খাচ্ছে। আমাদের উসিলাতেই দুনিয়ার সকল মানুষ খাচ্ছে। জীব-জানোয়ার খাচ্ছে। বন-বিহঙ্গরা খাচ্ছে। সাগরের মাছেরা খাচ্ছে। খাচ্ছে কীট-পতঙ্গ ও বন্য হায়েনারা। বিশাল দেহী হাতি আমাদের উসিলাতেই আহার করছে। সাপ খাবার পাচ্ছে আমাদের বরকতেই। মশা-মাছি, শূকর-বানর সকলেই আমাদের অসিলাতেই খাচ্ছে। কাফির, মুশরিক, মুনাফিক, হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃস্টান সবাই খাচ্ছে আমাদের অসিলাতেই। আমাদের অসিলাতেই চাঁদ তার জ্যোসনা পাচ্ছে, রাত পাচ্ছে তার কৃষ্ণ চাদর। দিবস আলোকিত হচ্ছে আমাদের অসিলাতেই। আমরা যখন এ দুনিয়া থেকে বিদায় নেব তখন এ বিশ্ব চরাচর চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। এ কারণেই পবিত্র কোরআনে আমাদেরকে বলা হয়েছে মধ্যপন্থী জাতি। যেন আমরা এই সৃষ্টি জগতের মাঝে দুই চাক্কির মধ্যবর্তী পেরেকের ন্যায়।

এ কারণেই আমি বলছি, মহা শক্তিধর আল্লাহ যাকে খুশি সাপ বানিয়েছেন, যাকে ইচ্ছে বুলবুলি বানিয়েছেন। দেখতে তো একই রকমের ডিম। কিন্তু তার কোনটি থেকে সাপ বের হয়ে আসছে, কোনটি থেকে কচ্ছপ, কোনটি থেকে ঘুঘু বেরুচ্ছে, কোনটি থেকে হাঁস। সবই আল্লাহর ইচ্ছার ফসল। সুতরাং এই যে আল্লাহ পাক আমাদেরকে মানুষ বানিয়েছেন এতে তো আমাদের শক্তির কোন কৃতিত্ব নেই। বরং এটা আল্লাহ পাকের ইচ্ছে হয়েছে বলেই হয়েছে। তিনি আমাদেরকে ইচ্ছে করেছেন তাই মধ্যপন্থী জাতি হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। তিনি অনুগ্রহ করে আমাদেরকে এই মহান সম্মানে ভূষিত করেছেন। কিন্তু আমাদেরকে জানতে হবে, কেন আমাদেরকে এই মধ্যপন্থায় এনে দাঁড় করানো হয়েছে। কী আমাদের দায়িত্ব কর্তব্য। আমাদেরকে সাক্ষ্য বানানো হয়েছে, কী এর মর্ম।

www.BANGLAKITAB.com

আল্লাহর পক্ষের উকিল এবং শয়তানের পক্ষের উকিল

মনে করুন, একটি জনাকীর্ণ আদালত প্রাঙ্গণ। অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি মামলা চলছে। উভয় পক্ষের উকিলদের হাতেই রয়েছে অত্যন্ত শক্তিশালী দলীল-প্রমাণ। সে আদালত প্রাঙ্গণ সুবিশাল, সুবিস্তীর্ণ। সাত মহাদেশের সকল মানুষ সেখানকার দর্শক শ্রোতা। সেখানকার শ্রোতা দুনিয়ার সকল আদম সন্তান। সেই দরবারে একদিকে রয়েছে আল্লাহ পাকের উকিল ও অন্যদিকে শয়তানের উকিল। আদম (আ.) থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত সকলেই হলেন আল্লাহ পাকের পক্ষের উকিল। তাঁদের বিপক্ষে শয়তান নিজেই নিজের উকিল। অবশ্য তার সাথে রয়েছে ছোট ছোট অসংখ্য শয়তান। তারা সকলেই শয়তান পক্ষের উকিল। আল্লাহ পাকের উকিলদের একমাত্র দাবী হলো, আল্লাহ এক অদ্বিতীয়। অপরপক্ষে শয়তানের উকিলদের দাবী হলো আল্লাহ বলতে কিছুই নেই।

وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ

যুগই আমাদেরকে ধ্বংস করে। তারা বলে, আল্লাহ বলতে কিছুই নেই। পক্ষান্তরে আল্লাহর পক্ষের উকিলগণের দাবী হলো অবশ্যই আল্লাহ আছেন। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। যখন এই মামলা কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ে তখন বলে আল্লাহ আছেন, তবে একা নন। তার সঙ্গে তার পুত্র আছে, তার কিছু কন্যা আছে। সঙ্গে আরও কিছু অংশীদার খোদা আছে।

কোরআনে বর্ণিত আছে–

أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ

সে কি বহু মাবুদকে এক মাবূদ বানিয়ে নিয়েছে? এ তো এক আশ্চর্য ব্যাপার! [সাদ : ৫]

শয়তানের উকিল যুক্তি দিয়ে বলবে– দুনিয়ার সকল কাজ এক আল্লাহ কীভাবে করবে? বৃষ্টি বর্ষণ করবে, পানি প্রবাহিত করবে, পানাহারের ব্যবস্থা করবে, মানুষ সৃষ্টি করবে, জিন পয়দা করবে, পশু-পাখি সৃষ্টি করবে, পানির প্রাণীসমূহ, স্থলের প্রাণীসমূহ এমনকি উর্ধ্বজগতের সকল ব্যবস্থাপনা একজন কীভাবে করবে?

www.BANGLAKITAB.com

পক্ষান্তরে আল্লাহ পাকের উকিলগণের দাবী হলো আল্লাহ আছেন। তিনি এক। তাঁর কোন শরিক নেই। এ এক ভয়ঙ্কর ও অমীমাংসিত মামলা। অমীমাংসীত বলছি বা কঠিন মামলা বলছি আমাদের হিসাবে এবং এর কারণে বলছি, এই সৃষ্টিজগতের এক বিশাল অংশ শয়তানের উকিলদের যুক্তি-প্রমাণ শুনে তাদের ফাঁদে পা দিচ্ছে এবং তাদের শিকার হচ্ছে। পক্ষান্তরে আল্লাহর পক্ষের উকিলদের সর্বদাই এক দাবী- আল্লাহ এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই।

দ্বিতীয় দাবী হলো, আল্লাহ তাআলার অনুগত হয়ে চললে, জীবন গড়ে জীবনে সফলতা আসে, সফলতা আসে আখিরাতে। আর শয়তানের উকিলের দাবী হলো- দুনিয়ার পেছনে চললেই জীবন গড়ে। কারণ, দুনিয়ার পেছনে ঘুরলেই অর্থ সম্পদ আসে। অর্থ সম্পদ আছে তো সবই আছে। অর্থ নেই তো কিছুই নেই। পক্ষান্তরে আল্লাহ পাকের উকিলগণ বলেন- তোমরা ওদের পেছনে নয়, আমাদের পেছনে চল। আমাদের অনুসরণ কর তাহলে সবই পাবে। আমাদের আনুগত্য যদি না কর তাহলে কিছুই পাবে না।

এই মোকদ্দমার তৃতীয় বিষয় হলো এই দুনিয়া হলো ক্ষণস্থায়ী। একদা এই পৃথিবী ধবংস হয়ে যাবে। পরকালটাই আসল। আখিরাতের জীবনই শাশ্বত জীবন। আর শয়তানের উকিল বলে- না না। এই পৃথিবী এভাবেই চলে আসছে এবং এভাবেই চলতে থাকবে।

বর্ণিত আছে-

إِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ

আমরা কি পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তিত হবো? [নাযিআত : ১০]

অর্থাৎ শয়তানের উকিল বলে, কবর থেকে উঠে কি এই পর্যন্ত কেউ ফিরে এসেছে? বিশ্বব্যাপী এই যে কোটি কোটি কবর, আজ পর্যন্ত এর ভেতর থেকে কেউ কি ওঠে এসেছে?

আল্লাহ পাক বলেছেন- إِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً

গলিত অস্থিতে পরিণত হওয়ার পরও? [নাযিআত : ১১]

www.BANGLAKITAB.com

অর্থাৎ মৃত্যুর পরও কি আবার কোন জীবন আছে? নেই। কোন হিসাব কিতাবও নেই। আল্লাহ নেই, বেহেশত নেই দোযখও নেই। পক্ষান্তরে আল্লাহর উকিলগণ বলেন- এর সবই আছে।

রাসূল (সা.) এর সাক্ষ্য

আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদালতে আসেন এবং দলীল-প্রমাণসহ আসেন। তিনি সাক্ষ্য পেশ করেন- হে আল্লাহ! আমি এই বিশাল জনতার মাঝে তোমাকে সাক্ষ্য রেখে ঘোষণা করছি-

إِنِّيْ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ الْمُلْكُ وَالْحَمْدُ وَأَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَأَشْهَدُ أَنَّ وَعْدَكَ حَقٌّ وَلِقَاءَكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ لَا رَيْبَ فِيْهَا وَأَنَّكَ تَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُوْرِ ....

তোমার আরশ বহনকারী ফেরেশতাদেরকে সাক্ষ্য রেখে বলছি, তুমি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। তুমি এক। তোমার কোন শরীক নেই। রাজত্ব ও প্রশংসার মালিক একমাত্র তুমিই। তুমি সর্ববিষয়ে শক্তিমান। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তোমার অঙ্গীকার সত্য। তোমার সাক্ষাত সত্য। জান্নাত-জাহান্নাম সত্য। কিয়ামত সত্য। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আর যারা কবরে চলে গেছে তুমি তাদেরকে পুনরায় উত্থিত করবে। আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমবেত গোটা সৃষ্টিজগতকে সামনে রেখে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা দিলেন–

إِنَّكَ أَنْتَ اللّٰهُ -তুমি আল্লাহ! তুমি এক। তোমার কোন শরীক নেই। তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তুমি এক, তোমার স্ত্রী নেই। তুমি এক, তোমার কোন পুত্র-কন্যা নেই। তুমি এক, তোমার কোন মন্ত্রী নেই। তুমি এক, তোমার কোন উপদেষ্টা নেই। তুমি এক, তুমি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। তুমি এক, তুমি ছাড়া আমাদের আর কোন রক্ষক নেই।

কোরআনে বর্ণিত আছে- قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ

www.BANGLAKITAB.com

বলো, তিনি আল্লাহ- এক অদ্বিতীয়। [ইখলাস : ১]

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ

তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাকেও জন্ম দেয়া হয়নি। [ইখলাস : ৩]

إِنَّكَ أَنْتَ اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ

তুমি মাবূদ, তুমি আল্লাহ। তুমি এক, তোমার কোন অংশীদার নেই।

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلّٰهِ

কর্তৃত্ব কেবল আল্লাহরই। [আনআম : ৫৭]

إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلّٰهِ

সকল বিষয় আল্লাহরই এখতিয়ারে। [আল-ইমরান : ১৫৪]

إِنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا

সকল শক্তি আল্লাহরই। [বাকারা : ১৬৫]

রাজত্ব তোমার।

শক্তি তোমার।

শাসন তোমার।

প্রভাবও তোমার।

তুমিই সকল প্রশংসার মালিক।

সৌন্দর্যের মালিক তুমি। লালিত্যের মালিক তুমি। সুন্দর সব গুণাবলীর মালিক একমাত্র তুমি। তুমি অনাদি ও অনন্ত। তোমার সত্তা ও গুণাবলী সবই অসীম। তোমার শক্তি অসীম। তোমার নামাবলী অসীম। তুমি কোন সীমায় সীমিত নও। তুমি কাল ও স্থানের সমস্ত বেষ্টনির উর্ধ্বে। আরশ কুরসী কোন কিছুরই তুমি ঠেকা নও। তুমি ঠেকা নও ফেরেশতাদেরও। তুমি সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী।

www.BANGLAKITAB.com

আল্লাহর নবী আদালতে দাঁড়িয়ে আল্লাহর পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছেন। যুক্তি-প্রমাণ পেশ করছেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় দাবী করছেন–

وَاَشْهَدُ اَنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, অবশ্যই তোমার অঙ্গীকার সত্য।

অর্থাৎ এতে কোন সন্দেহ নেই, এই পৃথিবী ভেঙ্গে খান খান হয়ে যাবে। তুমি সবাইকে মেরে ফেলবে। জীবিত থাকবে কেবল তুমি।

مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى

আমি মাটি থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, আবার মাটিতে তোমাদেরকে ফিরিয়ে দিব এবং মাটি থেকে পুনরায় তোমাদেরকে বের করবো। [ত্বহা : ৫৫]

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তোমার সকল গুণ সত্য। একদিন সবাইকেই তোমার সামনে দাঁড়াতে হবে। সকলকেই তার কৃতকর্মের পরিণামের মুখোমুখি হতে হবে। জান্নাত সত্য, জাহান্নামও সত্য। তুমি মৃতদেরকে জীবিত করবে। কবর থেকে আমাদেরকে আবার উত্থিত করবে।

আল্লাহ বলেছেন– اِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ

কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী। [হিজর : ৮৫]

আল্লাহ তাআলা আমাকে, আপনাকে, প্রতিটি জীবকে পুণর্বার জীবিত করবেন। মানুষ তো অনেক বড় এক সৃষ্টি। মশা-মাছির মতো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অসংখ্য অগণিত প্রাণীকেও আল্লাহ পাক পুনরায় জীবিত করবেন।

بَلٰى قٰدِرِيْنَ عَلٰى اَنْ نُّسَوِّيَ بَنَانَهٗ

বস্তুত আমি তার অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্যন্ত পুনর্বিন্যস্ত করতে সক্ষম। [কিয়ামা : ৪]

অর্থাৎ এখন তো তুমি তোমার অস্তিত্ব সম্পর্কে সংশয়ে পড়ে আছো। কিন্তু কিয়ামতের দিন তুমি দেখতে পাবে তোমার হাতের আঙ্গুলগুলোকে পর্যন্ত এমনভাবে সৃষ্টি করবেন যে হাতের রেখাগুলো পর্যন্ত তুমি

www.BANGLAKITAB.com

অপরিবর্তিত দেখতে পাবে। তুমি চাইলে মিলিয়ে দেখতে পারবে অন্য কারও সঙ্গে তোমার হাতের রেখা পর্যন্ত মিলবে না।

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ

মানুষ কি মনে করে যে, আমি তার অস্থিসমূহ একত্র করতে পারবো না। [কিয়ামা : ৩]

মানুষের এই ভাবনা ঠিক নয়। এই নিঃশেষিত দেহের প্রতিটি ক্ষুদ্র কণাকে পর্যন্ত আল্লাহ পাক পুনঃস্থাপিত করবেন। এতে কোন দ্বিধা সন্দেহ নেই।

بَلٰى قَادِرِيْنَ عَلٰى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ

বস্তুত আমি তার আঙ্গুলের অগ্রভাগ পর্যন্ত সুবিন্যস্ত করতে সক্ষম। [কিয়ামা : ৪]

بَلْ يُرِيْدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ

তবুও মানুষ তার ভবিষ্যতেও পাপাচার করতে চায়। [কিয়ামা : ৫]

অর্থাৎ এই সবকিছু জেনে শুনেই এই জালিম মানুষ আমার সামনেই আমার নাফরমানিতে ব্যস্ত। আমার সামনেই সে শরাব পান করে। আমার সামনেই সে পরনারীর প্রতি দৃষ্টি দেয়। আমার সামনেই সে যিনায় লিপ্ত হয়। সুদ খায়, মিথ্যা বলে, পর্দা লঙ্ঘন করে।

আমি মহান ধৈর্যশীল। আমার নির্দেশ হলো, বান্দা! ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও।

فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُوْلُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ كَلَّا لَا وَزَرَ إِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِنِ الْمُسْتَقَرُّ يُنَبَّؤُا الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلٰى نَفْسِهِ بَصِيْرَةٌ وَلَوْ أَلْقٰى مَعَاذِيْرَهُ

যখন চোখ স্থির হয়ে যাবে এবং চাঁদ হয়ে পড়বে জ্যোতিহীন, যখন সূর্য ও চন্দ্রকে একত্র করা হবে সেদিন মানুষ হতচকিত হয়ে বলবে, আজ পালাবার স্থান কোথায়? না, কোন আশ্রয়স্থল নেই। সেদিন শুধু ঠাঁই হবে তোমার প্রতিপালকেরই কাছে। সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে, সে কী অগ্রে পাঠিয়েছিল ও কী পশ্চাতে রেখে গেছে। বস্তুত মানুষ নিজের সম্পর্কে সম্যক অবহিত। যদিও সে নানা অজুহাতের অবতারণা করে। [কিয়ামা : ৭-১৫]

www.BANGLAKITAB.com

আল্লাহ তাআলার এই বাণী এক মহান শক্তিশালী অহংকারী বাদশাহরই বাণী। যে শক্তিশালী বাদশাহ পূর্ণ অহংকারের সাথে শাসকের আসনে বসে তার প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে। এই জাতীয় অহংকার ও অহংকারী ভাষণ শুধুমাত্র আল্লাহকেই মানায়, অন্য কাউকে নয়। তিনি মানুষকে বজ্রকণ্ঠে জানাচ্ছেন- আজ তোমরা আমার সামনে গর্ব করে ফিরছো, কখনও গান শুনছো, কখনও নাচ দেখছো, কখনও বা মেহেদী অনুষ্ঠানের নামে বেহায়াপনার আয়োজন করছো। মুসলমান হয়ে হিন্দুদের সভ্যতা-সংস্কৃতির লালন করছো।

আমি বলি, এটা আমাদের জন্যে খুবই লজ্জার বিষয়। আমাদের উচিত পানিতে ডুবে মরা। যারা আমাদের সন্তানদেরকে জীবিত আগুনে পুড়িয়ে মেরেছে আজ আমরা আমাদের গৃহে তাদেরই সংস্কৃতির চর্চা করছি। তাদেরই অনুসরণে কার্ড ছাপিয়ে বিভিন্ন রকমের উৎসব করছি। আমরা আমাদের আত্মমর্যাদাবোধ হারিয়ে ফেলেছি। যে অত্যাচারী গোষ্ঠী একদা আমাদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে, যারা আমাদের দুগ্ধপায়ী শিশুদেরকে পুড়িয়ে হত্যা করেছে আজ আমরা তাদের সভ্যতায় তাদের সংস্কৃতিতে গড়ে তুলছি আমাদের প্রিয় সন্তানদেরকে।

আল্লাহ তাআলা পূর্ণ প্রতাপের সাথে বলছেন, তোমরা লুকিয়ে চুকিয়ে নয় আমার সামনে জলসা করে নাচ-গান করছো। অনুষ্ঠান করে মদ পান করছো। পর্দা ভঙ্গ করছো। সীমালঙ্ঘন করছো। আমি কি এসব দেখতে পাচ্ছি না। আমি কি ঘুমিয়ে আছি? আমি কি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি? আচ্ছা, একটু ধৈর্যধারণ কর। যখন চোখ স্থির হয়ে যাবে, বিশ্বাস যখন ভেঙ্গে যাবে, সূর্য যখন আলোহীন হয়ে পড়বে, পৃথিবী যখন ভঙ্গ হয়ে খানখান হয়ে যাবে, যখন তোমরা আমার সামনে তোমাদের উপস্থিত হওয়ার সময় ঘনিয়ে আ[illegible]বে তখন আমি বলবো, বলো। তুমি বলবে, আমি পালিয়ে যাবো। তুমি বলবে, আমি লুকিয়ে থাকবো। আমি বলবো, না না। পালাতে পারবে না, লুকাতে পারবে না। আজ তোমাকে আমার সামনে দাঁড়াতেই হবে। তারপর আমি তোমার জীবনের প্রতিটি কর্মের কথা তোমাকে স্মরণ করিয়ে দেব। সেদিন কারও কোনরূপ ওজর আপত্তি গ্রহণ করা হবে না।

www.BANGLAKITAB.com

এ এমনই এক সত্য। এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর সকলেই এই সত্যের সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন। সকলেই এই সত্যের পক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করে গেছেন। এই মামলা চলবে আল্লাহর দরবারে। আল্লাহর পক্ষের উকিলগণের দাবী হবে তাওহীদ, তাঁদের দাবী হবে রিসালাত। অপরপক্ষে শয়তান পক্ষের উকিলরা অস্বীকার করবে তাওহীদ, অস্বীকার করবে রিসালাত। অস্বীকার করবে জান্নাত-জাহান্নাম সব।

আদালতে মামলা চূড়ান্ত রূপ ধারণ করেছে। উভয় পক্ষেই নিজ দাবী ও প্রমাণে তপ্ত। আপনি জানেন, আদালতে সর্বশেষ রায় হয় সাক্ষ্যদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে। সচক্ষে অবলোকনকারী তথা প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য ডাকা হয়। প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যর সাক্ষ্য যদি বাদীর পক্ষে যায় তাহলে রায় পায় বাদী। বিবাদীর পক্ষে হলে রায় পায় বিবাদী। তাই এ পর্যায়ে আল্লাহ্ পাক সাক্ষ্য ডাকবেন। বলবেন, আমি যে এক, জান্নাত-জাহান্নাম যে সত্য, আমার নবী-রাসূলগণ যে সত্য এর পক্ষে সাক্ষ্য আনো। কাদেরকে সাক্ষ্য হিসেবে পেশ করা হবে? সেদিন সাক্ষ্য হিসেবে উপস্থাপন করা হবে এই উম্মতে মুহাম্মাদীকে। شُهَدَاءُ عَلَى النَّاسِ

তোমরা সাক্ষ্যস্বরূপ মানব জাতির জন্যে। [হাজ্জ : ৭৮]

অর্থাৎ আল্লাহর আদালতে সাক্ষ্য দানের জন্যে এই উম্মতে মুহাম্মাদীকে ডাকা হবে।

এখানে কেবল একটি দিকই তুলে ধরা হয়েছে আর তাহলো আখিরাতে আমরা এই উম্মতে মুহাম্মাদীরাই সাক্ষ্য দিব। আর এ কথাই আমরা এ দুনিয়াতে আলোচনা করছি। আখিরাত তো হলো সর্বশেষ বিষয়। সেটা তো হলো ফয়সালার দিন। আর আমাদেরকে এই দুনিয়াতেই আহবান করা হয়েছে। এখানে এসে সাক্ষ্য দেয়ার জন্যে। আমরা কী সাক্ষ্য দেব? আমরা দুনিয়ার সমস্ত মানুষের সামনে এ কথা বলবো– আল্লাহ এক। আর আমাদের এ কথার ভিত্তিতেই ফয়সালা হবে। সুতরাং আমাদের কাজ হলো গোটা পৃথিবীকে এ কথা জানিয়ে দেয়া– হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল। কারণ, আমাদের এ কথার উপরই ফয়সালা হবে। আমাদের দায়িত্ব কর্তব্য হলো, সারা পৃথিবীকে এ কথা জানিয়ে দেয়া জান্নাত আছে, জাহান্নামও আছে। শয়তানের শিক্ষা অলীক।

www.BANGLAKITAB.com

আল্লাহর শিক্ষা সত্য। আমাদেরকে এই সাক্ষ্য দেয়ার জন্যেই উম্মতে মুহাম্মাদী হিসেবে ডাকা হয়েছে। এখানে আমি আমার কল্পনা থেকেই আদালতের এই নকশা এঁকেছি। কাজেই কেউ যেন এ থেকে এ কথা মনে না করে- আচ্ছা, আমরা আমাদের আদালত প্রাঙ্গণে গিয়ে সাক্ষ্য দিই, আল্লাহ এক।

এ কারণেই আমি বলেছি, সে আদালত হবে ছয় মহাদেশের বিশাল প্রাঙ্গণব্যাপী। ছয় মহাদেশের সবাইকেই এই সাক্ষ্য দিতে হবে। এক লাখ চব্বিশ হাজার পয়গাম্বরের দাবীর পক্ষে এই সাক্ষ্য। তাঁরা এই পৃথিবীতে এ কথাগুলো বলার জন্যেই আগমন করেছিলেন। আমি বলতে চাই, এই সাক্ষ্য আমরা কীভাবে দেব? আমরা যদি তাকাই তাহলে দেখব ধর্মহীনতায় সারা পৃথিবী ছেয়ে গেছে। নবী-রাসূলগণের এই দাবীর পক্ষে কে সাক্ষ্য দিবে? এজন্য আমাদের কর্তব্য হলো মানুষের ঘরে ঘরে গিয়ে দরজায় কড়া নাড়া এবং তাদেরকে জানিয়ে দেয়া, আল্লাহ এক। এবং তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া, ঘরে বসে থাকলে হবে না, তোমরা বেরিয়ে এসো। তোমাদেরকে তো সোয়া লক্ষ নবী রসূলের দাবীর সপক্ষে সাক্ষ্য দেতে হবে। দুনিয়ার সকল মানুষের সামনে আমরা কিভাবে সাক্ষ্য দিব? দুনিয়ার সমস্ত মানুষ তো আর এক জায়গায় সমবেত নয়। তাই আমাদেরকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়তে হবে। গ্রামে গ্রামে যেতে হবে। অলিতে গলিতে যেতে হবে। ঘরে ঘরে যেতে হবে এবং ঘরে ঘরে গিয়ে সাক্ষ্য দিতে হবে- হে লোক সকল! তোমরা মেনে নাও, আল্লাহ এক। আসমান জমিনের তিনিই একমাত্র মালিক। পূর্ব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণ থেকে আরশে আযীম পর্যন্ত সবকিছুরই মালিক একমাত্র তিনি। তিনি ফেরেশতার মালিক, বাতাসের মালিক, বহমান সাগরের মালিক, সমুদ্রস্থিত মাছ, মণি-মুক্তা সবকিছুরই মালিক তিনি। স্থলভাগে বিক্ষিপ্ত জীব-জানোয়ার ফলমূল ক্ষেত শস্য সবকিছুই তাঁর।

আল্লাহপাক- اُنْظُرُوْا اِلٰى ثَمَرِهٖۤ اِذَاۤ اَثْمَرَ وَيَنْعِهٖ

লক্ষ্য কর, তার ফলের প্রতি যখন তা ফলবান হয় এবং তার পরিপক্কতা প্রাপ্তির প্রতি। [আনআম : ৯৯]

www.BANGLAKITAB.com

এখানে মূলত আল্লাহ পাক মানব জাতিকে এ কথাই বুঝাতে চেয়েছেন, এই ফল, তাতে পরিপক্কতা দান, তার রঙ, স্বাদ সবই আল্লাহর দেয়া।

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হলো, এ এমন এক আদালত যে আদালতের প্রধান হলেন স্বয়ং আল্লাহ পাক। আর আদালত প্রধান যখন বলেন- আমার সাক্ষ্য অমুক ব্যক্তি। তখন সে ব্যক্তির কি আর আনন্দের কোন সীমা থাকে? আমরা উম্মতে মুহাম্মাদী কত যে ভাগ্যবান! আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাঁর পক্ষে সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তিনিই আমাদেরকে আহব্বান করেছেন- হে উম্মতে মুহাম্মাদী! তোমরা আমার তাওহীদের পক্ষে সাক্ষ্য দিও। সুতরাং তাওহীদের সাক্ষ্য দেয়া, নবুওয়্যতের সাক্ষ্য দেয়া, জান্নাত জাহান্নামের সাক্ষ্য, দেয়া এ আমাদের গৌরবময় কর্তব্য। যতক্ষণ পর্যন্ত ছয়টি মহাদেশের প্রতিটি গৃহে আমরা আমাদের এই সাক্ষ্যদান পৌঁছে দিতে না পারবো ততদিন পর্যন্ত আমরা স্বস্তি পাবো না। আমরা সাক্ষ্য দেব আমাদের রাসূলের পক্ষে। তিনি সত্য রাসূল ছিলেন। তাঁর পক্ষে আরও যারা সাক্ষ্য দেয়ার তারা সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন। প্রাণহীন তথা জড় পদার্থ পর্যন্ত তাঁর রিসালাতের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছে। তিনি পাথরের পাশে বসে আছেন। তাঁর দর্শন পেয়ে পাথর পর্যন্ত বলে উঠেছে- 'আসসালামু আলাইকুম ইয়া রাসূলুল্লাহ'! এই সাক্ষ্যদান সম্পর্কে পাথর, গাছ-গাছালির অনেক গল্পই প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। আমি এখানে আপনাদেরকে একটি মাত্র গল্প বলছি।

গাছের সাক্ষ্য

একবার হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে এক বদ্দু উপস্থিত। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, তুমি কি আমাকে নবী বলে স্বীকার করো? সে বলল, না। ইরশাদ করলেন- এই যে তোমার সামনে খেজুর গাছটি দেখছো যাতে ঝুলে আছে বেশ কিছু শাখা। আমি যদি একে ডাকি এবং সে যদি এসে নবুওয়্যত ও রিসালাতের সাক্ষ্য দেয় তাহলে কি তুমি আমাকে নবী বলে মানবে? বললো, হ্যাঁ, অবশ্যই মানবো। তখন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই খেজুর গাছটিকে ডাকেননি বরং গাছের শাখাকে ইশারা করেছেন, সাথে সাথে সেই খেজুর গাছের ডালটি গাছ থেকে ছিন্ন হয়ে

www.BANGLAKITAB.com

মানুষের মতোই নেমে আসে এবং হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে এসে দাঁড়ায়। তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রশ্ন করেন-

বলো তো আমি কে? مَنْ اَنَا

উত্তরে গাছের শাখাটি বলল

اَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ-

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি আল্লাহর রাসূল। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে এই প্রশ্নটি তিনবার করেন। সে তিনবার একই জবাব প্রদান করে। বলুন, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো আল্লাহর রাসূল। তাঁর ও তাঁর রিসালাতের সাথে এই ছিন্ন বৃক্ষ শাখার কী সম্পর্ক রয়েছে? তবুও সে নেমে এসে সাক্ষ্য দিয়েছে। অতঃপর হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বলেছেন- যাও, ফিরে যাও। তখন সে তার নিজ জায়গায় ফিরে যায় এবং তার ছিন্ন অঙ্গের সাথে এমনভাবে গিয়ে মিলিত হয় যেন তা কখনও বিচ্ছিন্ন হয়নি।

গুই সাপের দেয়া সাক্ষ্য

মরা গুই সাপের গোশত এক সময় আরবরা খুব মজা করে খেতো। একবার এমনি একটি মৃত গুই সাপকে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে ছুঁড়ে মারা হয় এবং প্রতিপক্ষ মুশরিকরা দাবী করে বসে- একে বলো যেন তোমাকে রাসূল বলে স্বীকৃতি দেয়। এ যদি তোমাকে রাসূল হিসেবে মানে তাহলে আমরাও মানবো। আর এ যদি না মানে তাহলে আমরাও মানবো না। তারা মনে মনে ভেবেছিল, এতো মৃত। তাছাড়া গুই সাপ হলো একটি বোবা প্রাণী। সুতরাং একে তো মরা, তার উপর বোবা- সে কী করে সাক্ষ্য দিবে? কিন্তু হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার শুধু তার দিকে চোখ তুলে তাকিয়েছেন। আহা! যাঁর দৃষ্টি মৃত জানোয়ারের মাঝে প্রাণ সঞ্চারিত করেছে আজ আমরা তাঁর জীবনাদর্শকেই ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলেছি। যার হৃদয়ে বিন্দু ভালোবাসা

www.BANGLAKITAB.com

আছে সে কখনও তার অনুগ্রহকারীকে ভুলে না। বিশ্বস্ত কুকুর কখনও তার মনিবকে ভুলে না। সামান্য রুটি খেয়ে বিশ্বস্তের মতো পুরো জীবনটা এক মালিকের কাছে কাটিয়ে দেয়। আমরা যদি আমাদের নবীর জীবনের দিকে তাকাই তাহলে দেখব তিনি আমাদের জন্যে কত কেঁদেছেন। তায়েফের পাহাড়- পর্বতকে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন, সেখানে তিনি কীভাবে রক্ত বিসর্জন দিয়েছেন। সেদিনকার তাঁর দুর্দশা দেখে তায়েফের পাহাড় চিৎকার করে উঠেছিল। চিৎকার করে উঠেছিল সপ্তাকাশের ফেরেশতাগণ। সপ্ত আসমানের ফেরেশতাগণ কেঁদে উঠেছিল। আল্লাহ পাক হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই এখতিয়ার দিয়েছিলেন। আপনি অনুমতি দিলে এই অঞ্চলের সবাইকে ধ্বংস করে দিব। কিন্তু হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা মেনে নেননি। বরং তিনি উল্টো এ কথা বলেছেন- যদি আমি আক্রান্ত হওয়ার দ্বারা তুমি খুশি হয়ে থাকো তাহলে আমিও খুশি আছি। এ হলো আমাদের নবীর বৈশিষ্ট্য। তাঁর তো এখতিয়ার ছিল- তিনি চাইলে তায়েফবাসীকে নিমিষেই ধ্বংস করে দিতে পারতেন। আমাদের এখতিয়ার নেই। তথাপি আমরা ক্ষমা করতে পারি না। আজ আমাদের কাজ হলো তাঁর রিসালাতের সাক্ষ্য দেয়া। যে সাক্ষ্য দিয়েছিলো মৃত গুই সাপ। আমাদের কর্তব্য হলো- দুনিয়ার সকল মানুষের কাছে এ কথা পৌছে দেয়া, আমাদের নবী এক পরিপূর্ণ পথ প্রদর্শক। পরিপূর্ণ আদর্শ। তাঁকে অনুসরণ করলেই জীবনের পথ পাওয়া যাবে। এ বিধান নারী-পুরুষ সকলের জন্যেই সমান। এবং এটা শুধু তাবলীগ জামাতের বিষয় নয়। তাওহীদ ও রিসালাতের সম্পর্কে সাক্ষ্য দান করা প্রতিটি ঈমানদার নর-নারীর কর্তব্য। চিন্তার বিষয় হলো, আমরা কেমন সাক্ষ্য? আমরা তো তাঁর জীবনাদর্শকে আমাদের জীবন থেকে তুলে নিয়ে বাইরে ফেলে দিয়েছি। এক টুকরো রুটি খেয়ে একটি কুকুর তার মালিকের দরজা ভুলে না। এমনকি রুটি না দিলেও দরজা ছাড়ে না। অথচ আমাদের মানবতার নবী আমাদের জন্যে তেইশ বছর কেঁদেছেন। তাঁর চোখের পানি বন্ধ হয়নি। তিনি আমাদের জন্যে রাতের পর রাত সিজদায় বিনিদ্র কাটিয়েছেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) তাঁর ক্রন্দন দেখে

www.BANGLAKITAB.com

পেছনে বসে কাঁদতেন। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দীর্ঘ সিজদা দেখে কখনো বা বলতেন, আমার ভয় হয় আবার ইন্তেকাল করলেন কি না। আমাদেরকে ছেড়ে তিনি চলে গেলেন কি না।

মনে রাখতে হবে, এই পৃথিবীতে আমাদের আগমনের লক্ষ্য ছিল তাঁর আদর্শকে পূর্ণ বাস্তবায়ন করা। দুর্ভাগ্যবশত আজ আমরা তাঁর জ্বালানো প্রদীপকে নেভাতে বসেছি। আমরা নিজ হাতে তাঁর রচিত জীবনাদর্শের একেকটি ইট তুলে এনে ছুড়ে ফেলছি। অথচ তাঁর পক্ষে একদা মৃত জানোয়ার সাক্ষ্য দিয়েছে। মৃত জানোয়ারের প্রতি চোখ তুলে যখন তিনি মনে মনে 'ইয়া দব' বলেছেন তখন সাথে সাথে মৃত গুই সাপ মাথা তুলে তাকিয়েছে।

বলেছে - لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا مَنْ زَيَّنَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

আমি উপস্থিত ইয়া রাসূলুল্লাহ! হে কিয়ামতকে সুশোভিতকারী।

তার শব্দ ও বাচনভঙ্গি দেখুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে প্রশ্ন করলেন–مَنْ تَعْبُدُ

তোমার রব কে?

مَنْ فِى السَّمَاءِ عَرْشُهٗ وَفِى الْاَرْضِ سُلْطَانُهٗ وَفِى الْبَحْرِ سَبِيْلُهٗ وَفِى الْجَنَّةِ رَحْمَتُهٗ وَفِى النَّارِ عِقَابُهٗ

সে বললো, আমার রব তিনি–

যাঁর আরশ আসমানে।

যাঁর রাজত্ব পৃথিবীতে।

সমুদ্রে যাঁর পথসমূহ।

বেহেশত যাঁর রহমাত।

জাহান্নাম যাঁর শাস্তি।

হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার প্রশ্ন করলেন- مَنْ اَنَا? বলো তো আমি কে?

www.BANGLAKITAB.com

তখন মৃত ওই সাপটি বলে উঠলো-

أَنْتَ رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَخَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ

আপনি বিশ্ব জাহানের প্রতিপালকের রাসূল এবং সর্বশেষ নবী।

এই সাক্ষ্যদানই আমাদের বৈশিষ্ট্য। এ সাক্ষ্য আমাদেরকে দিতেই হবে। মুসলমানদের কলবে আল্লাহ ও হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভালোবাসা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। মালির কাজ হলো শস্য বীজ ছড়িয়ে দেয়া। সে বৃক্ষ উদ্গাত করতে পারে না। তবে বীজ ছড়িয়ে দেয়া ও তাতে যত্ন নেয়ার ক্ষেত্রে সে কোনরূপ ত্রুটি করে না। বাগান পরিচর্যায় যখন ঘামের সাথে তার রক্তও ঝরে পড়ে তখনই বাগান সবুজ শ্যামল হয়ে ওঠে। তখন মাটিতে ছিটানো ক্ষুদ্র দানা থেকে সৃষ্টি হয় সুন্দর গাছ। ফুলে ফলে ভরে ওঠে বাগান। বাগান তৈরিতে মালি যখন ঘাম ঝরায় তখন তার একটি চারার মৃত্যু একটি ফুলের পতনও তাকে দুঃখিত করে। সে কোনভাবেই তার বাগানের একটি বৃক্ষের পতনকে সহজে মেনে নিতে পারে না। অথচ আজ দুনিয়ার যেদিকেই তাকাই দেখি আমাদের বাগান উজাড়। কিন্তু মালিদের মনে কোন বেদনা নেই। আমরা কেমন মালি? আমাদের বাগান উজাড় হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তাতে আমাদের হৃদয়ে কোন ক্ষত সৃষ্টি হচ্ছে না। কোন দুঃখ সৃষ্টি হচ্ছে না। মালি নিজেই যদি অনুভূতিহীন হয়ে যায় তখন বাগান আবাদ হবে কীভাবে? মালি নিজেই যদি ঝিমিয়ে পড়ে তাহলে সাক্ষ্য দিবে কে? সুতরাং আমরা যারা এই মুহাম্মাদী বাগানের মালি তাদের তো ঘুমুবার অবকাশ নেই। তাদের কাজ হলো দুনিয়ার প্রতিটি নারী ও পুরুষের সামনে আল্লাহ পাকের একত্ববাদ ও হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের সাক্ষ্য দেয়া। এই তো তাবলীগ।

সাক্ষ্যদান উম্মাহ হিসেবে আমাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। সুতরাং আমাদেরকে সাক্ষ্য দিতেই হবে। মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে বোঝাতে হবে, এই দুনিয়া নশ্বর। অবিনশ্বর হলো আখিরাত। এটা হলো ধোঁকার জায়গা। এ ঘর খুব শীঘ্রই ধ্বংস হয়ে যাবে। স্থায়ী ঘর হলো আখিরাতের ঘর। আখিরাতের ঘরই উত্থানের ঘর। দুনিয়ার ঘর হলো পতনের ঘর। এখানে

www.BANGLAKITAB.com

তো শুধুই পরস্পর ঘৃণা। আখিরাত হলো পরস্পর ভালোবাসার স্থান। এখানে কেবলই যুদ্ধ-লড়াই। আখিরাত হলো নিরাপত্তার জায়গা। দুনিয়া কেবলই অসুস্থতার ঘর। সুস্থতার ঠিকানা আখিরাত। দুনিয়া বার্ধক্যের জায়গা। পরকাল হলো চির যৌবনের ঠিকানা। দুনিয়া ক্ষুধা-তৃষ্ণার ঘর। আখিরাত হলো সম্পদ রাজত্ব ও ভোগ-উপভোগের জায়গা। এটা তো মাটির তৈরি ঠিকানা। আখিরাত হলো সোনা-রূপার তৈরি ঠিকানা। এই দুনিয়ার জীবন ধ্বংস হবার জন্যই। এখানকার ঘরবাড়ি সবই ধ্বংস হয়ে যাবে। চিরস্থায়ী তো একমাত্র আল্লাহ ও আল্লাহর ঘর। এখানকার মাহফিল প্রধান আমাদেরই মতো রাজা-বাদশাহ, আমাদের মতো সভাপতি, আমাদের মতো মন্ত্রী, আমাদেরই মা-বোন। আর আখিরাতের সভা প্রধান হবেন স্বয়ং আল্লাহ। আখিরাত এমন একটি মাহফিল, এমন একটি আলয়, এমন একটি জলসা, এমন একটি পার্লামেন্ট, এমন একটি জগত যেখানে উপবিষ্ট থাকবেন স্বয়ং আল্লাহ পাক। ডানে বামে সমবেত থাকবে তাঁর বন্দা-বান্দীগণ। আখিরাত এমনই একটি জগত যেখানে সান্নিধ্য পাওয়া যায় নবীগণের। যেখানে মা খাদিজা, মা আয়েশা , মা জুয়াইরিয়া, মা উম্মে সালমার সাথে সাক্ষাত হওয়ার সুযোগ রয়েছে। আখিরাতই এমন ঠিকানা যেখানে মা হাজেরার সান্নিধ্য লাভে ধন্য হওয়া যায়। মা হাজেরা উম্মতের প্রতি অশেষ অনুগ্রহ করে গেছেন। যৌবনে যৌবনকে বিসর্জন দিয়েছেন। স্বামীর বিচ্ছেদ বিরহ সয়েছেন। যৌবনকাল অতিক্রান্ত করেছেন পাথরের সাথে বসবাস করে। স্বামী যেমনই হোক তার বিয়োগ বেদনা দুঃসহ। আর সে স্বামী যখন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মতো স্বামী তখন তাঁকে ছেড়ে ফিলিস্তিনের মতো শহর ত্যাগ করে মক্কার কৃষ্ণ পাহাড়ে হেলান দিয়ে যৌবন কাটিয়ে দেয়া সহজ কথা নয়। আখিরাতই এমন জায়গা, যেখানে মা হাজেরার দীদার পাওয়া যায়। এখানে দীদার পাওয়া যায় নবীগণের। আখিরাতই এমন এক জগত যেখানে দীদার হয় স্বয়ং আল্লাহ পাকের। তিনি সকল পর্দা থেকে বেরিয়ে এসে বান্দাকে দীদার দানে ধন্য করেন। সুতরাং আখিরাতই হবে আমাদের জীবনের টার্গেট। দুনিয়া হলো শুধু ধোঁকা। দুনিয়া হলো মশা-মাছির ডানা। দুনিয়া হলো মাকড়সার জাল। এখানে কেউ কোনদিন থাকেনি। কেউ কোনদিন থাকবেও না। এখান থেকে সবাইকেই বিদায় গ্রহণ করতে হবে। তবে ইরশাদ হয়েছে-

www.BANGLAKITAB.com

وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

তোমরা আত্মসমর্পণ না করে পরিপূর্ণ মুসলমান না হয়ে কোন অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করো না। [আল-ইমরান : ১০২]

এটাই হলো সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য। তাওহীদের পক্ষে সাক্ষ্য। রিসালাতের পক্ষে সাক্ষ্য। জান্নাতের পক্ষে সাক্ষ্য। এটাই আমাদের জীবনের প্রধান কাজ। এ কাজ পেয়েছি আমরা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে। আমাদের নবীর পক্ষ থেকে। আমাদের কর্তব্য হলো সাক্ষ্যদানের এই আহবান নিয়ে আমরা পৃথিবীময় ঘুরে বেড়াবো। আমরা আমাদের সন্তানদেরকে গড়ে তুলবো এই আদর্শের উপর।

সাক্ষ্যকে সত্যবাদী হতে হবে

এখানে আরেকটি লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো সাক্ষ্যকে অবশ্যই সত্যবাদী হতে হবে। নইলে মামলা দুর্বল হয়ে পড়বে। যদি প্রমাণিত হয় সাক্ষ্য মিথ্যাবাদী তাহলে মামলা শেষ হয়ে যায়। সুতরাং এখন দেখার বিষয় হলো, সাক্ষ্যদাতারা যে সত্যবাদী, এই উম্মত যে সত্যবাদী- এ কথার সাক্ষ্য দিবে কে? এটা আরেকটি বিষয়। উম্মতের শান দেখুন! এই উম্মাহকে যখন এই বিশাল আদালতে প্রাঙ্গণে সাক্ষ্য দেয়ার জন্যে উপস্থিত করা হবে তখন সকল বাতিল এক সাথে চিৎকার করে উঠবে। শয়তান চিৎকার করে উঠবে, শোরগোল করে উঠবে শয়তানের উকিলরা। তারা বলে উঠবে, এই সাক্ষ্যদাতারা সত্য কি মিথ্যা আমরা কীভাবে বুঝবো? মামলায় সৃষ্টি হবে জটিলতা। কবে প্রমাণিত হবে কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী? তখন আল্লাহ পাক বলবেন, হে আমার হাবীব! হে আমার মুহাম্মাদ! হে আমার আহমাদ! হে আমার ফাতিহ! হে আমার খাতাম! হে আমার আবুল কাসিম! হে আমার ত্বহা! হে আমার ইয়াসিন! হে আমার বাশীর! হে আমার নাযীর! হে আমার সিরাজাম মুনীর! হে আমার মুদদাসসির, হে আমার রাহমাতাল্লিল আলামীন! হে সারা জাহানের রাসূল! আপনি আসুন। আপনিই বলুন, এই সাক্ষ্যদাতাগণ সত্যবাদী না মিথ্যাবাদী? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলবেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি এরা সত্যবাদী। আল্লাহ পাক বলবেন, ব্যাস! আরশ ও কুরসিতে, লাওহ কলামে, জমিন ও আসমানে পূর্বে-পশ্চিমে আপনার চেয়ে সত্যবাদী তো আর কেউ নেই। সুতরাং আপনি যখন সাক্ষ্য দিচ্ছেন তখন আমিও তাদেরকে সত্যবাদী বলে ঘোষণা করছি। এবং এখানেই আদালত

www.BANGLAKITAB.com

মূলতবী ঘোষণা করছি। রায় আগামীকাল শোনানো হবে। ফয়সালা শোনানো হবে দ্বিতীয় তারিখে। ফয়সালা শোনানো হবে কিয়ামতের ময়দানে।

কোরআনে বর্ণিত আছে–

اِتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ

তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। প্রত্যেকেই ভেবে দেখুক আগামীকালের জন্য সে কী অগ্রিম পাঠিয়েছে। [হাশর : ১]

আল্লাহ তাআলা আদালত মূলতবী করে দিবেন। নবীগণ যার যার সমাধিতে চলে যাবেন। আমরাও আমাদের কবরে চলে যাবো। কাফির মুশরিকরাও স্ব-স্ব কবরে চলে যাবে। অতঃপর সিঙায় ফুঁক দেয়া হবে। এবার পুনরায় আদালত বসবে। সত্য প্রতিষ্ঠিত হবে। সত্য এখন পরিপূর্ণ উদ্ভাসিত। আল্লাহ পাক তাঁর আরশসহ সমুপস্থিত।

جَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا

তোমার প্রভু সারিবদ্ধ ফেরেশতাগণসহ উপস্থিত হবেন।

জাহান্নামও উপস্থিত। প্রস্তুত জান্নাতও। প্রস্তুত পুলসিরাত। নবী উপস্থিত। উপস্থিত তাঁর উম্মতও। আমাদের রাসূল উপস্থিত। তাঁর সাথে উপস্থিত আমরা উম্মতরাও। মোকদ্দমা উঠবে। নূহ (আ.)-এর উম্মতকে ডাকা হবে। আল্লাহ পাক জিজ্ঞেস করবেন– হে নূহ! তুমি কি আমার পয়গাম পৌঁছে দিয়েছিলে? তিনি বলবেন, হ্যাঁ, আমি পৌঁছে দিয়েছি। উম্মতকে প্রশ্ন করবেন, নূহ কি তোমাদের কাছে আমার পয়গাম পৌঁছে দিয়েছিল? তারা অস্বীকার করবে। বলবে না। আল্লাহ পাক বলবেন, হে নূহ! এরা তো অস্বীকার করছে। তোমার কাছে কি কোন সাক্ষ্য প্রমাণ আছে? হযরত নূহ (আ.) বলবেন, আমার এই তিন ছেলে সাম, হাম ও ইয়াসিফ আমার সাক্ষ্য। হে আল্লাহ! আর এই নারী ও পুরুষগণ যারা আমার কালিমা বিশ্বাস করেছিল তাদেরকেও আমি সাক্ষ্য হিসেবে পেশ করছি। কারণ, তারা পরস্পরে মিলেমিশে আমাদের সাথে জীবনযাপন করেছে। কাজেই তারা সবকিছুরই প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য। আমি যে সাড়ে নয়শ' বছর তোমাকে ডেকেছি, তোমার প্রতি তাদেরকে আহ্বান করেছি এ কথা এরা জানে।

www.BANGLAKITAB.com

আল্লাহপাক কোরআনে বলেছেন-

إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا . فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا
فِرَارًا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ
فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا
اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ
وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا . فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ
غَفَّارًا . يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ....

আমি তো আমার কওমকে দিবা-নিশি আহবান করেছি। কিন্তু আমার আহবান তাদের পলায়ন প্রবণতাই বৃদ্ধি করেছে। আমি যখনই তাদেরকে দাওয়াত করি যাতে তুমি তাদের মাফ করে দাও তারা কানে আঙুল দেয়, বস্ত্রাবৃত করেনিজেদেরকে ও জিদ করতে থাকে। এবং অতিশয় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে। তারপর আমি তাদেরকে আহবান করেছি প্রকাশ্যে। পরে আমি উচ্চৈঃস্বরে প্রচার করেছি ও উপদেশ দিয়েছি গোপনে। বলেছি, তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনি তো মহাক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের জন্যে প্রচুর বারি বর্ষণ করবেন। [নূহ : ৫-১১]

হে আল্লাহ! আমার এই তিন পুত্র আমার সাক্ষ্য। তারপর আমাদেরকে আহ্বান করা হবে সাক্ষ্য দেয়ার জন্যে। হযরত নূহ (আ.) বলবেন, হে আল্লাহ! আমি যে আমার সম্প্রদায়ের কাছে তোমার পয়গাম পৌঁছে দিয়েছি সে জন্যে তোমার শেষ নবীর উম্মতকে ডাক, তারা যেন আমার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। আমরা উপস্থিত হবো সাক্ষ্য দেয়ার জন্যে। এই উম্মতের নারী-পুরুষ, আলিম-জাহেল, বাদশাহ-ফকীর সবাই সাক্ষ্য দেয়ার জন্যে এগিয়ে আসবে। আজ এ পৃথিবীতে যারা খুবই সাধারণ মানুষ, ফুটপাথে জুতা সেলাই করে যারা জীবিকা নির্বাহ করে তারাও সেদিন সাক্ষ্য দেয়ার জন্যে আসবে। এই হলো উম্মতে মুহাম্মাদীর মর্যাদা। তখন আমরা সবাই মিলে সাক্ষ্য দেব- হে আল্লাহ! আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি হযরত নূহ (আ.) তোমার পয়গাম তাঁর কওমের কাছে পৌঁছে দিয়েছিল। এ কথা শোনার পর তাঁর সম্প্রদায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে। তারা বলবে, এরা কোত্থেকে এসেছে? আমাদের সময় তো এরা পৃথিবীতেই আগমন করেনি। আমাদের জীবনধারা তারা প্রত্যক্ষ করেনি। সুতরাং তারা কীভাবে সাক্ষ্য দিবে? তখন

www.BANGLAKITAB.com

আল্লাহ পাক আমাদেরকে লক্ষ্য করে বলবেন, হে আমার প্রিয় নবীর উম্মতগণ! এরা বলছে তোমরা এঁদের যুগে উপস্থিত ছিলে না। তাহলে তোমরা কীভাবে সাক্ষ্য দিতে এলে, তোমরাই বলো। আমরা বলবো, আমাদের কাছে একজন সত্যবাদী রাসূল এসেছিলেন। তাঁর প্রতি আপনার সত্য কিতাব অবতীর্ণ করেছিলেন। আপনার রাসূল এসে আমাদেরকে এই ঘটনা শুনিয়েছিলেন। এ হলো সাহাবা কিরামের উত্তর। তাবিঈগণ বলবেন, তোমার নবীর সাহাবীগণ আমাদের এই কাহিনী শুনিয়েছিলেন। এভাবে প্রত্যেকেই তার পূর্ববর্তীদের রেফারেন্সে আত্মপক্ষ সমর্থন করবে। একেবারে সর্বশেষ আগত মুসলমানও বলবে, হে আল্লাহ! এ কথা আমি তোমার নবীর মাধ্যমে জেনেছি। তাছাড়া তোমার কিতাবে যখন আছে তখন আমরা অবশ্যই সাক্ষ্য দিচ্ছি, হযরত নূহ (আ.) তাঁর কওমের কাছে তোমার সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। আল্লাহ তাআলা এর জবাবে বলবেন, আমি তোমাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করছি। এখানেই আমাদের দায়িত্ব শেষ। তারপর আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিবেন- যাও জান্নাতে। জান্নাতে গিয়ে স্বামী-স্ত্রী ফূর্তি করো। সন্তানদের সাথে সাক্ষাত করো, মা-বাবা ও প্রিয়জনদের সাথে মিলিত হও। এখন আর তোমাদের কোন কাজ নেই। বিদ্যালয়ে শেষ ঘণ্টা বাজার পর যেভাবে শিক্ষার্থীরা উল্লাস করে উঠে আমাদের অবস্থাও হবে অনুরূপ। এতদিন আমরা পার্থিব জগতের বাঁধনে আটকা ছিলাম। এই ঘোষণার পর মনে হবে, আমরা মুক্ত। আমরাও সেদিন উল্লাস করতে করতে জান্নাতের দিকে ছুটবো। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করবেন-

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓـًٔا بِمَآ اَسْلَفْتُمْ فِى الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ

তাদেরকে বলা হবে, পানাহার কর তৃপ্তির সাথে। তোমারা অতীত দিনে যা কিছু করেছিলে তার বিনিময়ে।

يَتَنَازَعُوْنَ فِيْهَا كَاْسًا

সেখানে তারা নিজেদের মধ্যে আদান-প্রদান করতে থাকবে পানপাত্র যা থেকে পান করলে কেউ অসার কথা বলবে না এবং পাপকাজেও লিপ্ত হবে না। [তুর : ২৩]

وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُوْنَ ....

www.BANGLAKITAB.com

তাদের বাঞ্ছিত ফলমূলের প্রাচুর্যের মধ্যে। [মুরছালাত : ৪২]

وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ

আর তাদের ঈপ্সিত পাখির গোশত নিয়ে। [ওয়াকিয়া ২১]

এ হলো জান্নাতের পাখির গোশতে আহার করার চিত্র।

كَاَمْثَلِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُوْنِ

তারা যেন সুরক্ষিত মুক্তাসদৃশ। [ওয়াকিয়া : ২৩]

مُتَّكِئِيْنَ عَلَى الْاَرَائِكِ ....

সেখানে তারা সমাসীন হবে সুসজ্জিত আসনে। [দাহর : ১৩]

بَطَائِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ ....

সেখানে তারা হেলান দিয়ে বসবে পুরো রেশমের আস্তর বিশিষ্ট ফরাশে। [আর-রাহমান : ৫৪]

عَلٰى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَّ عَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ

(তারা হেলান দিয়ে বসবে) সবুজ তাকিয়ায় ও সুন্দর গালিচার উপর। [আর-রাহমান :৭৬]

وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ -

দুই উদ্যানের ফল হবে নিকটবর্তী। [আর-রাহমান : ৫৪]

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِاٰنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَّاَكْوَابٍ كَانَتْ
قَوَارِيْرَا . قَوَارِيْرَا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا ....

তাদেরকে পরিবেশন করা হবে রূপার পাত্রে এবং ফটিকের মতো স্বচ্ছ পানপাত্রে-রজতশুভ্র ফটিক পানপাত্রে পরিবেশনকারীরা যথাযথ পরিমাণে তা পূর্ণ পান করবে। [দাহর : ১৫-১৬]

.... وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا

www.BANGLAKITAB.com

তাদের প্রতিপালক তাদেরকে পান করাবেন বিশুদ্ধ পানীয়- [দাহর : ২১]

সত্যিকার অর্থে এই তো জীবনের সফলতা। আল্লাহ যখন নিজে বান্দাকে পবিত্র পানীয় পান করাবেন। সেখানকার পরিবেশই হবে সম্পূর্ণ আলাদা। স্ত্রী স্বামীকে করাবে, স্বামী স্ত্রীকে। সেবক স্বামীকে পান করাবে, হুর পান করাবে স্ত্রীকে। মূলত এই মর্যাদা অর্জন্য করার পথই হলো- আমাদের উপর যে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি মানুষকে আহ্বান করার দায়িত্ব কর্তব্য রয়েছে সে দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা। এ পথে চলতে গিয়ে হয়তো নিজেদের আবেগকে বিসর্জন দিতে হবে। জিলাঞ্জলী দিতে হবে চোখের সামনে দেখা অনেক স্বার্থকে। তবেই পরকালে পাবো আমরা এর যথাযথ পুরস্কার।

আল্লাহ পাক কোরআনে বলেছেন-

جَنّٰتُ عَدْنٍ يَدْخُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَائِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَالْمَلٰئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ.

স্থায়ী জান্নাত। তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের পিতা-মাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে তারাও। এবং ফেরেশতাগণ তাদের কাছে উপস্থিত হবে প্রতিটি দরজা দিয়ে। [রা'দ : ২৩]

এই তো জীবনের প্রকৃত সফলতা। শ্রেষ্ঠ উম্মাহ হিসেবে এই তো হওয়া উচিত আমাদের জীবনের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য। আল্লাহ আমাদের সকলকে কবুল করুন। আমীন।

আল্লাহর দুনিয়া পরীক্ষা কেন্দ্র

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا

www.BANGLAKITAB.com

شَرِيْكَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلٰى كَافَّةِ النَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا . اَمَّا بَعْدُ!

সফলতর মাপকাঠি

প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

আল্লাহ তাআলার দরবারে মানব জাতির সফলতার মাপকাঠি বংশ আভিজাত্য বা রূপ-সৌন্দর্য নয়। আল্লাহ্ পাকের দরবারে সফলতার মাপকাঠি হলো মানুষের আমল। চোখ দেখে, কান শোনে, জিহ্বা বলে, হাত-পা সঞ্চালিত হয়, মস্তিষ্ক ভাবে, হৃদয় নানা রকমের আবেগ পোষণ করে- এ সবই তার আমল। মানুষ চব্বিশ ঘণ্টাই কোন না কোন আমলে কোন না কোন কর্মে ব্যাপৃত থাকে। এখন দেখার বিষয় হলো তার এই আমলের লক্ষ্য কি? যদি এর লক্ষ্য হয় আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ও পরকালীন সফলতা তাহলেই তার জীবন সফল। সফল তার সব আমল ও কর্ম। হযরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلٰى صُوَرِكُمْ وَاَمْوَالِكُمْ ....

আল্লাহ পাক তোমাদের বাহ্যিক রূপ ও ধন-সম্পদের দিকে তাকান না।

وَلٰكِنْ يَّنْظُرُ اِلٰى قُلُوْبِهِمْ وَاَعْمَالِكُمْ

তিনি দেখেন তোমাদের অন্তর ও আমল।

আসমান থেকে আল্লাহ তাআলা আম্বিয়ায়ে কিরামের মাধ্যমে মানব জাতিকে যে জ্ঞান দান করেছেন সে জ্ঞান সব রকমের সংশয় সন্দেহ ও বিচ্যুতির উর্ধ্বে। এর বিপরীতে মানুষের জ্ঞান পদে পদে ভুল করে, পদে পদে বিচ্যুতির শিকার হয় এবং ক্ষণে ক্ষণে বদলায়। কিন্তু আল্লাহ পাক প্রদত্ত ইলমে কোনরূপ পরিবর্তনের সুযোগ নেই।

لَاتَبْدِيْلَ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ

আল্লাহর বাণীর কোন পরিবর্তন নেই। [ইউনুস : ৬৪]

www.BANGLAKITAB.com

আমাদের জ্ঞানের ভিত্তি হলো অভিজ্ঞতা। আর অভিজ্ঞতা অর্জন করি আমরা দেখে শুনে। তাই আমাদের জ্ঞানের পরিধিও একেবারে সীমিত। তাছাড়া আমাদের বিবেক-বুদ্ধিও অসম্পূর্ণ। আমাদের বিবেক দৃষ্টি শ্রবণক্ষমতা কোনটিই পূর্ণাঙ্গ নয়। ইরশাদ হয়েছে–

خُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে দুর্বলরূপে। [নিসা : ২০৮]

আয়াতটি ছোট হলেও এর মর্ম অনেক গভীর ও ব্যাপক। এ আয়াতে স্পষ্ট করেই বলে দেয়া হয়েছে, আমাদের দৃষ্টি শক্তি দুর্বল, আমাদের শ্রবণক্ষমতা দুর্বল, আমাদের বলার ক্ষমতা দুর্বল। এক কথায় যেসব মাধ্যমে আমরা জ্ঞান অর্জন করে থাকি তার সবগুলোই দুর্বল। এর কোনটিই স্থিতিশীল ও সংশয়মুক্ত নয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ পাক যে জ্ঞান আমাদেরকে দান করেছেন তা সব রকমের ত্রুটি সন্দেহ ও দুর্বলতার উর্ধ্বে। তিনি কোরআনে কারীমের সূচনাই করেছেন এভাবে–

الم ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ

আলিফ লাম মীম .... এটা সেই কিতাব– এতে কোন সন্দেহ নেই। সব রকমের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও সন্দেহ থেকে পবিত্র এ জ্ঞানভাণ্ডার। সুতরাং এই পাক গ্রন্থে যা কিছু নিহিত আছে সব শুদ্ধ আর এর বাইরে যা কিছু আছে সবই সন্দেহযুক্ত। কারণ, এই গ্রন্থ এসেছে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে।

ইরশাদ হয়েছে–

مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمٰوٰتِ الْعُلٰى.

যিনি পৃথিবী ও সমুচ্চ আসমানমণ্ডলী সৃষ্টি করেছেন (এই গ্রন্থ) তাঁরই পক্ষ থেকে। [ত্বহা : ৪]

আল্লাহর রাজত্বের বিশাল পরিধি

আল্লাহর রাজত্ব ও দৃশ্যত কতটুকু ?

ইরশাদ হয়েছে–

لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى.

www.BANGLAKITAB.com

যা আছে আকাশমণ্ডলীতে, পৃথিবীতে এ দুয়ের মধ্যবর্তী স্থানে ও ভূগর্ভে তা তাঁরই। [ত্বহা : ৬]

اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ، خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ

দয়াময় আল্লাহ, তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন কোরআন। তিনিই সৃষ্টি করেছেন মানুষ। তিনিই তাঁকে শিখিয়েছেন ভাব প্রকাশ করতে। [রাহমান : ১-৪]

অর্থাৎ আকাশ পৃথিবী ও তার অন্তর্বর্তী স্থানে যা কিছু আছে সবকিছুর নিরংকুশ মালিকানা তাঁরই। তিনিই মানুষকে কোরআন দান করেছেন। তিনিই মানুষ সৃষ্টি করেছেন। ক্ষমতা দিয়েছেন অন্তরের ভাব প্রকাশের।

তাঁর ক্ষমতা কত যে ব্যাপক ও গভীর তা কি আমরা বলে শেষ করতে পারবো? তাঁরই দয়ায় আমাদের কল্পনায় ভাবের উদয় হয়। আমরা আবেগ অনুভূতি লাভ করি তাঁরই ক্ষমতায়। অবশেষে সে আবেগ ও অনুভূতিকে ব্যক্ত করার ভাষাও দিয়েছেন তিনিই। এই ভাব ও শব্দ তাঁরই অনুগ্রহ। আমরা যেহেতু সব সময় ভাবি ও তা ব্যক্ত করি তাই আমাদের কাছে মনেই হয় না, এটা কত বড় শক্তির বিকাশ। আমার অন্তরে কত রকমের ভাব ও চিন্তার উদয় হয়। অতঃপর আমি আমার ক্ষুদ্র জিহ্বাটি সঞ্চালিত করতেই আমার অন্তরের ভাবনাগুলো শব্দের মোড়কে কত সহজে অন্যের হৃদয়ে পৌঁছে যাচ্ছে। এ যে কত বড় শক্তির প্রকাশ তা কি আমরা কখনও ভেবে দেখেছি? আল্লাহ পাক সূরা-আর রাহমানে সেই ক্ষমতা ও অনুগ্রহের কথাই উল্লেখ করেছেন। আরও ইরশাদ করেছেন–

تَنْزِيْلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْاَرْضَ وَالسَّمٰوٰتِ الْعُلٰى . اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى . لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى . وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهٗ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفٰى

তিনি পৃথিবী সমুচ্চ আকাশমণ্ডলী সৃষ্টি করেছেন। তাঁর পক্ষ থেকেই এই কোরআন অবতীর্ণ। দয়াময় আরশে সমাসীন। যা আছে আকাশমণ্ডলীতে, পৃথিবীতে, এ দুইয়ের অন্তবর্তী স্থানে ও ভূগর্ভে তা তাঁরই। যদি তুমি উচ্চকণ্ঠে কথা বলো তবে তিনি তো যা গুপ্ত ও অব্যক্ত সকলই জানেন। [ত্বহা:৪-৭]

www.BANGLAKITAB.com

এ হলো আল্লাহ পাকের জ্ঞানের পরিধি। এই জ্ঞান ও অনুগ্রহে তাঁর কোন শরীক নেই। কেউ যদি উচ্চকণ্ঠে তাঁকে ডাকে তিনি তা শোনেন যেমনটি শোনেন অন্তরের অব্যক্ত আকাঙ্ক্ষাও। তাঁর অনেকগুলো সুন্দরতম নাম রয়েছে। তাছাড়া এই পৃথিবীতে যত সুন্দর নাম আমরা কল্পনা করতে পারি তা সবই তাঁর। তবে এক জায়গায় হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ পাকের নিরানব্বইটি নাম আছে বলে উল্লেখ করেছেন। পাক কোরআনে ইরশাদ করেছেন–

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى ....

আল্লাহ! তিনি ব্যতীত কোন মাবূদ নেই। তাঁর রয়েছে অনেকগুলো সুন্দরতম নাম। [ত্বহা : ৮]

মহান আল্লাহ পাকের গুণাবলী

যাঁর নাম আওয়াল– প্রথম, যাঁর নাম আখির– শেষ। যিনি আদি থেকে পাক, পাক অন্ত থেকে। তাঁর গুণাবলীতেও তিনি অনুরূপ। তাঁর গুণাবলীরও কোন আদি-অন্ত নেই। তাঁর সত্তা ও গুণাবলী সবই সব ধরনের সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে। একটি হাদীসে আছে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ পাকের দরবারে এই ভাষায় দুআ করেছেন–

اَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِىْ سَمَّيْتَهٗ نَفْسَكَ وَاَنْزَلْتَهٗ فِىْ كِتَابِكَ اَوْ عَلَّمْتَهٗ اَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ ....

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তোমার সেই নাম নিয়ে ডাকছি যে নাম তুমি গোপন করে রেখেছ। আমি তোমাকে তোমার সেই নামে প্রার্থনা করছি যে নাম তুমি তোমার কিতাবে নাযিল করেছো।

অথবা যে নাম তুমি তোমার কোন মাখলুককে শিখিয়েছো।

অর্থাৎ যে নাম তুমি তোমার কিতাবে উল্লেখ করেছো, অথবা তুমি তোমার কোন সৃষ্টিকে শিখিয়েছ কিংবা আজও পর্যন্ত গোপন করেই রেখেছ– আমি সেই নামের উসিলা দিয়ে তোমাকে ডাকছি। এমনিতে আল্লাহ তাআলার বিশেষ্য নাম 'আল্লাহ'। তবে তাঁর বিশেষণ নাম রয়েছে

www.BANGLAKITAB.com

অসংখ্য। তাঁর সব চাইতে বড় বিশেষণ হলো তিনি লা-শরীক। তাঁর কোন অংশীদার নেই। সঙ্গী নেই। সাহায্যকারী নেই। সন্তান নেই। স্ত্রী নেই। মন্ত্রী নেই। পরামর্শক নেই। সেবক নেই। তিনি কারও সেবা গ্রহণ থেকেও পবিত্র। তাঁকে কখনও ক্লান্তি পায় না। ঘুম পায় না। তন্দ্রা পায় না। তাঁর কখনও বিশ্রামের প্রয়োজন পড়ে না। তিনি পানাহার করেন না। তিনি কারও কাছ থেকে কোন কিছু গ্রহণ করেন না। তবে দুনিয়ার সকলেই তাঁর অনুগ্রহের মুহতাজ। তিনি কখনও তাঁর কোন কর্ম ও সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন না। তবে আমরা জিজ্ঞাসিত হবোই।

আল্লাহ পাক কোরআনে বলেছেন–

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

কান চোখ হৃদয় এদের প্রত্যেকটি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে।
[বনি ইসরাইল : ৩৬]

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তাআলার দরবারে আল্লাহ পাকের গুণাবলির কথা ব্যক্ত করেছেন এইভাবে–

أَنْتَ أَوَّلُ لَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَّأَنْتَ اٰخِرُ لَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ ظَاهِرُ لَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، لَاتَخْطُطَهُ الظُّنُونَ لَا يَسْبِقُهِ السَّاقُوْنَ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ، لَا تَرَاهُ الْعُيُونُ

এক কথায়, দুনিয়ার কেউ তাঁর যথাযথ প্রশংসা করতেও অক্ষম। আল্লাহ পাক নিজেই ইরশাদ করেছেন–

وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ

দুনিয়ার সকল বৃক্ষ যদি কলম হয় ......। [লুকমান : ২৭]

এই পৃথিবীতে কী পরিমাণে বন-জঙ্গল রয়েছে, কি পরিমাণে গাছ-গাছালি আছে তা কী আমরা বলতে পারি? কিন্তু আল্লাহ পাক বলছেন– যদি দুনিয়ার সমুদয় গাছ কেটে কলম বানানো হয় অতঃপর–

لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا۔

www.BANGLAKITAB.com

সকল সমুদ্রের সকল পানি যদি হয় কালি .... ।

অতঃপর আমরা সবাই যদি এই কলম ও কালি নিয়ে লিখতে শুরু করি এবং আমাদের সাথে যদি গত অনাগত সমস্ত মানুষও অংশগ্রহণ করে অংশগ্রহণ করে সকল জিন ও ফেরেশতা তবুও আমরা আল্লাহ পাকের প্রশংসা করে শেষ করতে পারবো না। কারণ, আমাদের জ্ঞানের পরিধি খুবই সংকীর্ণ। তাই নবী-রাসূলগণ এমনকি ফেরেশতাগণ যুগ যুগ ধরে যদি প্রশংসা বাণী লিখতে থাকেন তবুও তা লিখে শেষ করতে পারবেন না।

কোরআনে বর্ণিত আছে–

لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّىْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا ....

তবে আমার প্রতিপালকের কথা শেষ হওয়ার পূর্বেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে, আমি এর সাহায্যার্থে এর অনুরূপ আরও সমুদ্র আনলেও। [কাহাফ : ১০৯]

অর্থাৎ বর্তমান সকল বৃক্ষকে যদি আমরা কলম বানিয়ে নিই আর সকল সমুদ্রের সমস্ত পানি যদি কালি বানিয়ে তাঁর প্রশংসা বাণী লিখতে শুরু করি অতঃপর এই কলম ও কালি ফুরিয়ে যাওয়ার পর যদি অনুরূপ আরও কলম ও কালি আনয়ন করি তথাপি তাঁর প্রশংসা শেষ হবে না।

কিন্তু আমাদের ব্যর্থতা ও দুর্বলতা এত ভয়াবহ যে আমরা তো পাঁচ মিনিটও আমাদের প্রতিপালকের প্রশংসা করতে পারি না। অথচ আমরা যদি একজন অবলা নারীকেও জিজ্ঞেস করি, তোমার ছেলেটি কেমন? তাহলে সে ঘন্টার পর ঘন্টা ছেলের প্রশংসা করে যাবে, গুণকীর্তন ফুরাবে না। অথচ তাকেই যদি জিজ্ঞেস করা হয়, বোন তোমার আল্লাহ কেমন?

তাহলে সে হয়তো বলবে, আমার আল্লাহ এক। তারপর চুপ। অথচ ব্যাপারটা তো এমন ছিল– প্রতিটি মুসলমান নারী-পুরুষের কর্তব্য ছিল দুনিয়ার সামনে মহান আল্লাহকে তুলে ধরা। অথচ আমরা নিজেরাই জানি না আমাদের আল্লাহ কেমন। আচ্ছা, এই আসমান ও পৃথিবীতে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কে আছে– সত্যিকার অর্থেই যাঁর প্রশংসা করা যায়? পবিত্র কোরআন খুলে দেখুন, তার সূচনাই হয়েছে 'আলহামদুলিল্লাহ' দিয়ে। যারা আরবী ভাষার ব্যাকরণ অবগত আছেন তারা জানেন ক্ষুদ্র

www.BANGLAKITAB.com

হলেও এই বাক্যটির ভাব ও মর্ম কত গভীর। আমরা সাধারণত এর অনুবাদ করি- 'সকল প্রশংসা আল্লাহর'। এজন্য করি যে, আমাদের ভাষায় এর চেয়ে ব্যাপক কোন শব্দ নেই। অথচ এই 'আলহামদু' শব্দের মধ্যে আল্লাহ পাক চার আসমানী কিতাব এবং দুনিয়ার সকল ভাণ্ডার প্রবিষ্ট করে রেখেছেন। আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার সকল মুসলমান পুরুষ ও নারীকে জানিয়ে দিয়েছেন তোমাদের আজীবন কাজ একটাই- সে হলো আমার প্রশংসা করা।

মহান আল্লাহ পাকের একটি বিশিষ্ট গুণ

তিনি 'রাব্বুল আলামীন'। সারা জাহানের প্রতিপালক। রব শব্দের মধ্যেই ভালোবাসার অর্থ আছে। এ জন্যে মাকেও রব বলা হয়। রূপক অর্থে হলেও মা যেহেতু ভালোবাসা দিয়ে সন্তানকে লালন-পালন করে এজন্য তাকেও রব বলা হয়। কোরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে-

رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِي صَغِيرًا ....

হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া কর যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে প্রতিপালন করেছেন। [বনি ইসরাইল : ২৪]

প্রকৃত পালনকর্তা তো আল্লাহ। তথাপি রূপক অর্থে মা-বাবাকেও পালনকারী বলা হয়েছে। যেহেতু তারা আমাদের লালন-পালনের মাধ্যম হন। মূলত এই রব ও পালনকারী গুণটি আল্লাহ পাকের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গুণ। এই গুণটি সবিশেষ বান্দাকে টানে। বান্দা পালনকারী কথাটির মধ্যে বিশেষ একটা আকর্ষণ অনুভব করে। এ কারণেই দেখা যায়, শিশুরা যে কোন কষ্টেই মা মা বলে ডেকে ওঠে। তারপর ডাকে বাবাকে। কারণ, তার লালন-পালনে মা সর্বদা তার সঙ্গে ছায়ার মতো থাকে।

আল্লাহ তাআলা হলেন সারা জাহানের প্রতিপালক। এই বিশ্ব জগতের প্রতিটি অণু-পরমাণুর প্রতিপালক। আমরা একটু চিন্তা করলেই দেখব, শুধু মানুষ কেন, তুচ্ছ সাপ-বিচ্ছু শিয়াল-শূকরকেও তিনি রিযিক দান করেন কুকুরের শরীরে হাত লাগালে হাত নাপাক হয় না। অথচ তার উচ্ছিষ্ট নাপাক। এই কুকুরকেও আল্লাহ রিযিক দেন। রিযিক দেন চির নাপাক শূকরকেও। অথচ শূকরের শরীরে হাত লাগলে হাত পর্যন্ত নাপাক হয়ে যায়।

www.BANGLAKITAB.com

আল্লাহর প্রশংসা আমাদের জীবনের লক্ষ্য

মানুষের কর্তব্য হলো, এ সমগ্র সৃষ্টি জগতে তাঁর প্রশংসা করা। তাঁর গুণকীর্তন গাওয়া। সৃষ্টি জগতের কাছে আল্লাহ তাআলার পয়গাম পৌঁছে দেয়া। নিজের জীবনে তাঁর অনুশাসন মেনে চলা ও অন্য সকলকে আল্লাহর অনুশাসনের প্রতি আহ্বান করা মানুষের অলঙ্ঘনীয় দায়িত্ব-কর্তব্য।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ،

সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর।

আল্লাহই হলেন রব। তিনিই আমাদের পানাহারের ব্যবস্থা করেন। আমাদের একমাত্র প্রতিপালক তিনিই।

اِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى

আল্লাহই শস্য-বীজ ও আঁটি অংকুরিত করেন। [আনআম : ৯৫]

মাটির নিচ থেকে আঁটির শরীর দীর্ণ করে তিনি অংকুর উদ্গত করেন। তিনিই মাটির রন্ধ্রে রন্ধ্রে মানুষের জীবিকা পৌঁছে দেন। বৃক্ষরাজির শেকড়ে শেকড়ে তিনিই শক্তি সঞ্চার করেন। শাখা-পত্র-পল্লবে বৃক্ষরাজিকে তিনিই পূর্ণতা দান করেন। গাছের শেকড় অনায়াসে মাটির গভীরে পৌঁছে যায়। সেই শেকড়ের মাধ্যমে বৃক্ষ খাদ্য সংগ্রহ করে। তাছাড়া এই গাছের শেকড়ের মধ্যেও আল্লাহ তাআলা এমন জাল বিছিয়ে রেখেছেন যার ফলে কেবল আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় অংশটুকুই সে শুষে নেয়, আর অপ্রয়োজনীয়গুলো মাটিতেই রেখে দেয়। আমাদের জন্য এ সকল কাজ আল্লাহ পাকই আঞ্জাম দিচ্ছেন। তিনিই রাব্বুল আলামীন। অতঃপর আল্লাহর নির্দেশেই গাছের ডালপালাগুলো মোটা হয়ে ওঠে। তাতেও আরও শাখা-প্রশাখা ছড়ায়। অবশেষে তাতে পত্র-পল্লবের সৃষ্টি হয়। আল্লাহ নির্দেশ দেন, সেই শাখা-প্রশাখা ভেদ করে বেরিয়ে আসে ফুল। বেরিয়ে আসে খোসা আবার খোসার ভেতর জন্ম নেয় সুস্বাদু ফল।

وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِّنْ اَكْمَامِهَا.

তাঁর অজ্ঞাতসারে কোন ফল আবরণ থেকে বের হয় না।

[হা-মীম সিজদা : ৪৭]

www.BANGLAKITAB.com

অর্থাৎ তাঁরই নির্দেশে মাটির নিচ থেকে বৃক্ষরাজি উৎপন্ন হয়, তাঁরই নির্দেশে তাতে শাখা-প্রশাখা, ফুল-ফলের সৃষ্টি হয়। কারণ, তিনি তো রাব্বুল আলামীন। অতঃপর তিনিই ফলের মধ্যে মিষ্টতা প্রবিষ্ট করেন, দান করেন তাতে হৃদয়কাড়া খুশবো। আমরা তো কেউ মাটির ভেতর চিনি ঢেলে দেইনি। তারপরও মাটি থেকে উৎপাদিত আখের মধ্যে মিষ্টতা এলো কোথেকে? তাছাড়া আম গাছের তলায়ও তো আমরা চিনি গুড় ছড়িয়ে রাখিনি। আমাদের সে চিনির রস শুষে আম মিষ্টি হয়নি। কি আশ্চর্য! ফিকে মাটি, ফিকে পানি আর সেখানে উৎপন্ন আমের ভেতর সুমিষ্ট রস। এই যে বাতাস অবারিতভাবে দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত ছুটে চলেছে। অবিরাম সূর্য তার আলো বিকিরণ করছে। চাঁদ বিলিয়ে যাচ্ছে জ্যোসনা। এ তো আল্লাহ পাকেরই নির্দেশে। আমরা মাটির নিচে আমের আঁটি ছুঁড়ে মেরেছি। আর সে আঁটি থেকে আস্ত একটি গাছ। অতঃপর গাছ ভর্তি সুমিষ্ট আমের আয়োজন তো তিনিই করেছেন। এই সুন্দর আম, সুন্দর পেয়ারা ও সুন্দর ডালিম কে সৃষ্টি করেছেন? এই নয়নকাড়া রঙ এবং অন্তরকাড়া সুঘ্রাণ কোথেকে এলো? আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকেই তো!

আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি তোমাদের প্রতিপালক। আমি তোমাদের জন্যে মাটির নিচ থেকে খাদ্য শস্য উৎপাদন করি। একমাত্র আমিই তোমাদের জন্যে ফল-ফুলের আয়োজন করি। আমিই ফলকে পরিপক্ক করি। এর মধ্যে রস-গন্ধ আমিই ঢেলে দেই। বাঙির বীচিগুলো দিয়েছি মধ্যখানে আর তরমুজের বীচিগুলো দিয়েছি ছড়িয়ে। একটার রঙ করেছি সাদা, আরেকটার রঙ করেছি লাল। একই মাটিতে উৎপন্ন একটি মিষ্টি আরেকটি পানসে। একই মাটিতে উৎপাদিত একটির রঙ সাদা, আরেকটির রঙ লাল। আবার এই তরমুজের দিকে তাকিয়ে দেখুন, বাইরে থেকে সবুজ কিন্তু ভেতরের রঙ লাল। বিভিন্ন ফলের বিভিন্ন স্বাদ। বিভিন্ন রঙ ও গন্ধ। এই আয়োজন কে করছেন? তিনিই করছেন যিনি আমাদের প্রতিপালক।

আল্লাহ পাক যদি গাভীকে পূর্ণ বিবেক-বুদ্ধি দিতেন তাহলে সে কি আমাদেরকে তার স্তন থেকে দুধ দোহন করতে দিত? তার তো মাথায় আত্মরক্ষার জন্য বড় বড় শিং রয়েছে। দুধ নিতে গেলে সে যদি তার শিং দিয়ে হামলা করতো তাহলে কি আমরা দুধ দোহন করতে পারতাম? কিন্তু

www.BANGLAKITAB.com

আল্লাহ তাআলার ফয়সালা হলো আমরণ এই গাভী আমাদের সেবা করবে। আমরা যদি তাঁকে মানি তবুও সেবা করবে, যদি না মানি তবুও করবে।

إِنَّ لَكُمْ فِى الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً.

অবশ্যই গবাদি পশুর মধ্যেও তোমাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে। [নাহল : ৬৬]

আমরা চাইলে এই নির্বোধ পশুগুলো দেখেও শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। আল্লাহর আনুগত্যের পথে উঠে আসতে পারি।

এই দুধ কোত্থেকে আসে

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করছেন–

نُسْقِيْكُمْ مِمَّا فِىْ بُطُوْنِهٖ مِنْۢ بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ .

তাদের উদরস্থিত গোবর ও রক্তের মধ্য হতে তোমাদেরকে পান করাই। [নাহল : ৬৬]

আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখব, আমাদের চোখের সামনে এই গাভীগুলো সবুজ ঘাস খাচ্ছে। আর সেই ঘাস তার শরীরে গিয়ে রক্ত সৃষ্টি করছে লাল রঙের। আবার তাতে গোবর সৃষ্টি হচ্ছে পিঙ্গল বর্ণের। গোবর এবং রক্ত উভয়টিই নাপাক। একদিকে রক্তের নালা, অন্যদিকে গোবরের স্তূপ।

কোরআনে বর্ণিত আছে– لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ

বিশুদ্ধ দুধ যা পানকারীদের জন্যে সুস্বাদু। [নাহল : ৬৬]

অর্থাৎ আমাদের প্রতিপালকই তো গোবর ও রক্তের মাঝখান থেকে আমাদের জন্যে খাঁটি দুধ সৃষ্টি করেছেন। দুই নাপাকীর মধ্যখানে প্রবাহিত করেছেন পবিত্র দুধের ধারা। আমরা গাঁয়ের মানুষ। ছোটকাল থেকেই নিজ হাতে দুধ দোহন করেছি। কখনও কখনও গাভীর স্তনে হাত দিয়ে দেখেছি, চাপ দিতেই তা থেকে দুধ বেরিয়ে আসে। অথচ এই গাভীটিকে জবাই করার পর খোঁজ করে তার শরীরের কোথাও এক ফোঁটা দুধের সন্ধান পাই নি। প্রশ্ন হলো, এই দুধের ট্যাঙ্কি কোথায় থাকে? মূলত এ সবই হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাণ্ড। আল্লাহ পাক এই গাভী, গাভীর গোশত ও দুধ সবকিছুই সৃষ্টি করেছেন আমাদের জন্যে।

www.BANGLAKITAB.com

আরো বর্ণিত আছে–

لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُوْنَ ....

তোমাদের জন্যে তাতে শীত নিবারক উপকরণ ও বহু কল্যাণ রয়েছে এবং তা থেকে তোমরা আহার করে থাক। [নাহল : ৫]

কুদরতের বিস্ময়কর বিকাশ

আল্লাহ তাআলা সূর্যকে তাপিত করেন। অতঃপর সূর্যের অগ্নিকে নিক্ষেপ করেন সমুদ্রে। তারপর তাঁরই নির্দেশে সমুদ্রের পানি বাষ্প হয়ে উপরে ওঠে যায়। সেখানে গিয়ে রূপান্তরিত হয় মেঘে।

কোরআনে বর্ণিত আছে–

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُزْجِىْ سَحَابًا

তুমি কি দেখ না, আল্লাহ সঞ্চালিত করেন মেঘমালাকে। [নূর : ৪৩]

আরো বর্ণিত আছে– ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهٗ ثُمَّ يَجْعَلُهٗ رُكَامًا

তারপর তাদেরকে একত্রিত করেন এবং পরে পুঞ্জীভূত করেন। [নূর : ৪৩]

সূর্য থেকে অগ্নি বর্ষিত হয়েছে। সেই অগ্নি সমুদ্রের পানিকে বাষ্প করে তুলে দিয়েছে শূন্যে। সৃষ্টি হয়েছে মেঘমালার। অতঃপর আল্লাহর নির্দেশে সেই মেঘ বৃষ্টির ফোঁটা হয়ে ঝরে পড়ছে ঝিনুকের মুখে। সৃষ্টি হচ্ছে মূল্যবান মোতি মুক্তা। সেই মেঘ থেকেই বৃষ্টি হচ্ছে আমাদের ক্ষেত-খামারে। সবুজ সতেজ হয়ে উঠছে মাঠের পর মাঠ। আমগাছ মুখ খুলে গ্রহণ করেছে বৃষ্টি। মধুর মতো মিষ্টি হয়েছে আম। করলা ক্ষেত গ্রহণ করেছে বৃষ্টি। তিক্ত হয়েছে করলার স্বাদ। মানুষ যখন এই বৃষ্টির পানি পান করে তখন তার মধ্যে ফিরে আসে প্রাণ। এই পানিই যখন সাপ পান করে তখন তা থেকে সৃষ্টি হয় বিষ। হরিণ পান করলে সৃষ্টি হয় মেশক। এই পানি ছাগল পান করে। তাতে তার স্তনে সৃষ্টি হয় দুধ। আবার এই পানিই যখন প্রয়োজনের সীমা অতিক্রম করে ফেলে তখন এই পানিই হয়ে ওঠে মানুষের মরণ। আবার এই পানি যখন প্রয়োজন সীমার নিচে নেমে যায় তখন দেখা দেয় আকাল। তাই তিনি এক সুসঙ্গত পরিমাণে প্রবাহিত

www.BANGLAKITAB.com

করছেন পানি। পর্বতের উপর বরফ বানিয়ে আপতিত করেন পানিকে। সেখান থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরনা হয়ে নেমে আসে আমাদের জীবন পানি। আল্লাহ পাক যদি আকাশের মেঘমালা থেকে মুক্ত মুখে পানি ছেড়ে দিতেন তখন আমাদের কী দশা হতো? আমাদের ঘর বাড়ি ধসে গিয়ে ধ্বংসের মুখোমুখি হতাম। বৃষ্টির প্রতিটি ফোঁটার সাথে একজন ফেরেশতা আসে। সে ফেরেশতা বৃষ্টির ফোঁটাটিকে আদিষ্ট স্থানে পৌঁছে দেয়। একবার একটি ফোঁটা নিয়ে যে ফেরেশতার আগমন হয় সে দ্বিতীয়বার আর কখনও বৃষ্টির ফোঁটা নিয়ে আসে না। আমাদের বর্ষা মৌসুমে মাঠে প্রান্তরে অবিরাম বৃষ্টি ঝরছে। এর প্রতিটি ফোঁটার সাথেই রয়েছে একজন ফেরেশতা। পাহাড় পর্বতের উপর যখন বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন তখন তাকে বরফ বানিয়ে বর্ষণ করেছেন। তাছাড়া সাগর থেকে তুলে নিয়েছেন নোনা পানি। অতঃপর সে পানিকে কিভাবে ফিল্টার করলেন যে, পুরো পানিটাই ফটিকের মতো স্বচ্ছ হয়ে বর্ষিত হচ্ছে।

পানির কুদরতী গোডাউন

অতঃপর আল্লাহ পাক পানিকে বরফ বানিয়ে পাহাড়ের উপর বিছিয়ে রেখেছেন। এগুলো হলো পানির কুদরতী স্টোর। এক গিলসিয়ার পানির শতকরা পঁচাশি ভাগ দুনিয়ার সবক'টি সমুদ্রের মধ্যে পড়ে আছে। অবশিষ্ট পনের ভাগ বরফ বানিয়ে বিছিয়ে রাখা হয়েছে পাহাড় পর্বতের উপর। যদি এই পাহাড়ের উপর বরফ করে রাখা পানিকে আল্লাহ পাক গলে যাওয়ার নির্দেশ দেন তাহলে সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রগুলোর পানি সত্তর ফুট উপর দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকবে। আর সমুদ্রের যে দুই ডিগ্রী তাপমাত্রা তা সাথে সাথে নিচে নেমে যাবে। অথচ সমুদ্রের তাপমাত্রার এক ডিগ্রির হাজার ভাগের এক ভাগ টেম্পারেচার নিচে নেমে আসলে স্থলভাগের পুরো এক ডিগ্রি টেম্পারেচার নিচে নেমে যায়। সুতরাং যদি সমুদ্রের পূর্ণ হাজার ভাগ টেম্পারেচারই নিচে নেমে যায় তাহলে স্থলভাগ হয়ে যাবে সম্পূর্ণ টেম্পারেচার শূন্য। আর পূর্ণ দুই ডিগ্রি তাপমাত্রাই যদি নিচে নেমে যায় তাহলে স্থলভাগের তাপমাত্রা গিয়ে দাঁড়াবে মাইনাস দুই হাজার ডিগ্রিতে। বলুন, তখন কি এই পৃথিবীতে কোন প্রাণী বেঁচে থাকতে পারবে?

www.BANGLAKITAB.com

কিন্তু আল্লাহ পাক তা করেননি। তিনি পাহাড়কে নির্দেশ দিয়েছেন রাস্তা করে দাও। অতঃপর পাহাড় পানি প্রবাহের জন্যে রাস্তা করে দেয়। সৃষ্টি হয় ঝরনা, ঝরনা থেকে নদী। সে পথে বরফ পানি হয়ে নেমে যায় সমুদ্রে। সাথে টেনে নিয়ে আসে মাটির লবণাক্ততাকে। আর এভাবেই অবশিষ্ট পানি মানুষের পান করার উপযোগী হয়ে ওঠে।

আল্লাহ পাক যদি মানুষের মাঝে পিপাসার সৃষ্টি না করতেন তাহলে তার হার্ট অকেজো হয়ে পড়তো। কিন্তু আল্লাহ পাকই মানুষের মধ্যে পানির চাহিদা সৃষ্টি করেছেন। ফলে কুদরতীভাবেই জিহ্বা ও ঠোঁট শুষ্ক হয়ে ওঠে। সৃষ্টি হয় পানির প্রার্থনা। আল্লাহ পাক যদি এই পিপাসার কানেকশন ছিন্ন করে দেন তাহলে একজন মানুষ টেরই পাবে না যে কখন তার হার্ট অকেজো হয়ে পেড়েছে। তাই আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহপূর্বক মানুষকে শুধুমাত্র পানি পান করার কর্তব্যটুকু দিয়েছেন। আর সেই পানিও সৃষ্টি করেছেন তিনি নিজেই। যদি আমাদেরকে তৈরি করতে হতো তাহলেই আমরা টের পেতাম পানি কত গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। এজন্যেই আমাদেরকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে 'আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন'। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি সমগ্র জাহানের প্রতিপালক।

মানব জীবনের লক্ষ্য

প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

এই পৃথিবীতে আমরা এসেছি আল্লাহ পাকের ইবাদত করতে। কিন্তু আমাদের জানা নেই, এই পৃথিবীতে আমরা কত মূর্তি তৈরি করেছি এবং দিবানিশি কত ভগবানের পূজা করছি। অথচ আমাদের জীবনের মূল লক্ষ্য ছিল একমাত্র আল্লাহ তাআলাকেই মানবো। তাঁর নির্দেশনামাফিকই জীবনযাপন করবো এবং বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেব তাঁর দেয়া জীবনাদর্শ। কারণ, এই উদ্দেশ্যেই পৃথিবীতে আমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এই পৃথিবী খুব শীঘ্রই ধ্বংস হয়ে যাবে। আমাদের সবাইকেই উপস্থিত হতে হবে আল্লাহর দরবারে-

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ। [মুদ্দাছির : ৩৮]

www.BANGLAKITAB.com

كُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ

প্রত্যেক মানুষের কর্ম আমি তাঁর গ্রীবালগ্ন করে দিয়েছি। [বনি ইসরাইল : ১৩]

أٰتِيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا

এবং কিয়ামতের দিন তাদের সকলেই তাঁর কাছে আসবে একাকী অবস্থায়। [মারিয়াম : ৯৫]

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَّلَا يَتَسَاءَلُوْنَ.

এবং যেদিন সিঙায় ফুঁক দেয়া হবে সেদিন পরস্পরের মাঝে আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না এবং একে অপরের খোঁজ-খবর নিবে না। [মু'মিনূন :১০১]

لَقَدْ أَحْصٰهُمْ

তিনি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। [মারিয়াম : ৯৪]

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা আমাদের কৃতকর্মকে গণনা করে রেখেছেন। আল্লাহ পাক কখনও ভুলেন না। আমরা অবশ্য আমাদের গণনা করা বিষয়কেও ভুলে যাই। পকেটে রাখা বস্তুর কথাও অনেক সময় ভুলে যাই। কিন্তু তিনি তো সব রকমের ভুল বিস্মৃতির উর্ধ্বে।

وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا.

এবং তোমার প্রতিপালক ভুলবার নন। [মারিয়াম : ৬৪]

إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ إِلَّآ اٰتِي الرَّحْمٰنِ عَبْدًا

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যে দয়াময়ের কাছে বান্দারূপে উপস্থিত হবে না। [মারিয়াম :৯৩]

অর্থাৎ এই দুনিয়ার সকলকেই একদিন স্বীয় প্রভুর সামনে বিনীত লাঞ্ছিত দাস হয়ে উপস্থিত হতে হবে। দুনিয়ার কোন সৃষ্টিরই এক চুল এদিক সেদিক করার সুযোগ নেই।

www.BANGLAKITAB.com

তিনি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন।

وَعَدَّهُمْ لَقَدْ اَحْصَاهُمْ

তাদেরকে বিশেষভাবে গণনা করে রেখেছেন। [মারিয়াম : ৯৪]

এই দুনিয়ার প্রতিটি পর্বত, পর্বতশৃঙ্গ, লোকচক্ষুর অন্তরালে চলমান কীট-পতঙ্গ, ক্ষুদ্র অণু-পরমাণু এমনকি বৃষ্টির প্রতিটি ফোঁটা পর্যন্ত তিনি গণনা করে রেখেছেন। অদৃশ্য ফেরেশতা জগতের একজন সদস্য পর্যন্ত তাঁর গণনার বাইরে নয়।

কিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্য অবলোকন

তোমাদের প্রত্যেককেই আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে। তোমাদের এই জগতের সকল শৃঙ্খল ভেঙ্গে দিয়ে আমার সামনে উপস্থিত করে জিজ্ঞেস করবো- বলো, তোমরা দুনিয়াতে কী করে এসেছো? সেদিন বড়ই ভয়ানক অবস্থা হবে। কোরআনে বর্ণিত আছে-

يَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا

সেদিন কিশোরকে পরিণত করবে বৃদ্ধে। [মুযযাম্মিল : ১৭]

كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا اَرْضَعَتْ

প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী বিস্মৃত হবে তার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে। [হাজ্জ : ২]

মায়ের কাছে এই পৃথিবীতে সবচাইতে প্রিয় সম্পদ হচ্ছে স্বীয় সন্তান। আর সে সন্তান যদি দুগ্ধপোষ্য হয় তাহলে তো কথাই নেই। কিন্তু সে দিনের ভয়াবহতা হবে এমন, যে মা স্বীয় দুগ্ধপোষ্য শিশুকে তুলে ছুঁড়ে মারবে। বলবে, সন্তান চাই না। আমাকে রক্ষা কর! এই সেই দিন যেদিন দুনিয়ার প্রতিটি নারী ও পুরুষ নিজের মুক্তির ভাবনায় এতটা নিমগ্ন থাকবে, দুনিয়ার সকল বন্ধনের কথা কোনভাবেই সে স্মরণ করতে পারবে না। আমরা মূলত এই পৃথিবীতে ঘুরে ঘুরে মানুষকে সেই দিনের ভয়াবহতার কথাই স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। আমরা দুনিয়ার প্রতিটি নারী ও পুরুষকে এই কথাই মনে করিয়ে দিতে চাই, আমাদেরকে একজন অনেক বড় বাদশাহর দরবারে উপস্থিত হতে হবে। সেখানে কড়ায়-গণ্ডায় আমাদের কৃতকর্মের হিসাব দিতে হবে। সেই সাথে আমাদের প্রতি তাঁর বেশুমার অনুগ্রহের কথাও স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। তিনি তো আমাদের জন্যেই

www.BANGLAKITAB.com

এই মাটির পৃথিবীতে সবুজ-শ্যামল গাছ-পালা উৎপন্ন করেন। ঝরনার পানি প্রবাহিত হয় তাঁরই নির্দেশে। আমাদের জন্যে এই পানি, আমাদের জন্যেই তিনি সৃষ্টি করেন নানা রঙের, নানা স্বাদের ফল ফলাদি। আমরা ঘরে বসে তা আহার করি। একদিনে কী পরিমাণে প্রাণী জবাই করা হয়? কী পরিমাণে মাছ প্রতিদিন ধরা পড়ে? অবশেষে তা কুদরতের ইশারা ও তত্ত্বাবধানে পৌঁছে যায় বাজার হয়ে আমাদের ঘরে। কত হাজার হাজার মুরগী প্রতিদিন জবাই হচ্ছে। সব তো আমাদের জন্যেই। বিনিময়ে তিনি চান, আমরা যেন তাঁর গোলামী করি।

মাঝে মধ্যে আমার অনুগ্রহের কথাও ভাব

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

يَا ابْنَ اٰدَمَ خَلَقْتُ الْاَشْيَاءَ لِاَجْلِكَ وَخَلَقْتُكَ لِاَجْلِىْ

বান্দা! দুনিয়ার সকল বস্তু আমি সৃষ্টি করেছি তোমার জন্য। আর তোমাকে সৃষ্টি করেছি আমার জন্য।

তুমি আমার হয়ে দেখো। মা-বাবা কেন কষ্ট পান? তারা কত কষ্ট করে সন্তানকে লালন-পালন করেন আর সে সন্তান যখন বিগড়ে যায় তখন মা-বাবা নিভৃতে কাঁদে। মায়ের অস্থিরতার সীমা থাকে না। আর যে মালিক এক ফোঁটা নাপাক পানি থেকে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, মানুষের প্রতি তাঁর দয়া অনুগ্রহ কি মা-বাবার চেয়ে বেশি নয়? মা-বাবা তো অনেক সময় সন্তানকে ঘর থেকেও বের করে দেন। কিন্তু মহান আল্লাহ কি কখনও তাঁর কোন বান্দাকে তাঁর ঘর থেকে বের করে দেন? অমুকের রুটি ছিনিয়ে এনেছো, অমুকের চোখ উপড়ে ফেলেছো, ফিল্ম দেখেছো, গান শুনেছো। সুতরাং তোমার চোখ উপড়ে ফেলবো, তোমার কানের পর্দা ফাটিয়ে দেব- আল্লাহ কি কখনও এমনটি করেছেন? করেননি।

তিনি বরং বান্দার অপেক্ষায় বসে আছেন। অপেক্ষায় বসে আছেন, বান্দা! তুমি এটা কর, এভাবে কর তাহলে আমি তোমাকে মাফ করে দিব।

আল্লাহ পাক বলেছেন-

مَنْ تَقَرَّبَ اِلَىَّ شِبْرًا قَرَّبْتُ اِلَيْهِ ذِرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ اِلَىَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ بَاعًا

www.BANGLAKITAB.com

কেউ যদি আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয় আমি তার প্রতি এক হাত এগিয়ে যাই। কেউ যদি আমার প্রতি এক হাত এগিয়ে আসে আমি তার প্রতি এক গজ অগ্রসর হই। এমন তো নয় যে, আল্লাহ পাক আমাদের ইবাদতের মুহতাজ। কত অসংখ্য ফেরেশতা সদা তাঁর ইবাদত করছে। সুতরাং আমাদের ইবাদতের প্রতি তাঁর কি ঠেকা রয়েছে? বরং দুনিয়ার সমস্ত মানুষ যদি এক সাথে কাফির হয়ে যায় তাহলে এতে তাঁর কী ক্ষতি হবে? যদি দুনিয়ার সকল মানুষ এক সাথে তাঁর অনুগত হয়ে যায় তাহলে এতেই বা তাঁর কী লাভ আছে? কিন্তু অমুখাপেক্ষিতার এই চূড়ান্ত ধাপে অধিষ্ঠিত হওয়ার পরও তিনি বলেছেন– বান্দা, তুমি যদি আমার প্রতি হেঁটে আসো তাহলে আমি তোমার প্রতি দৌড়ে আসবো। সুতরাং আমাদের কর্তব্য হলো, অতীতে কৃত সকল পাপের জন্যে তাওবা করে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করা এবং তাঁর দেয়া পথে চলার জন্যে আমল শেখা। শেখা ছাড়া তো লোহার গাড়ি চালানো যায় না। তাহলে আল্লাহ পাকের আনুগত্যের গাড়ি আমরা শেখা ছাড়া কিভাবে চালাবো? আমাদেরকে ঈমান শিখতে হবে, আমল জানতে হবে, আখলাক শিখতে হবে। আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য এ সবকিছু শিখতে হবে ও তার অনুশীলন করতে হবে। অতঃপর এই পয়গাম নিয়ে পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়তে হবে।

উম্মতে মুহাম্মাদীর দায়িত্ব কর্তব্য

যেহেতু আমাদের নবী সর্বশেষ নবী, তাঁরপর এ পৃথিবীতে আর কোন নবীর আবির্ভাব ঘটবে না তাই তাঁর উম্মত হিসেবে তাঁর পয়গামকে দুনিয়ার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌছে দেয়া আমাদের অপরিহার্য কর্তব্য।

আল্লাহ পাক কোরআনে বলেছেন–

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ....

তোমরাই তো শ্রেষ্ঠ উম্মত। মানব জাতির কল্যাণের জন্যেই তোমাদের সৃষ্টি। তোমরা সৎকর্মের নির্দেশ করবে, অসৎকর্মে বাধা দান করবে। আর ঈমান আনবে আল্লাহ পাকের প্রতি। [আলে-ইমরান : ১১০]

www.BANGLAKITAB.com

মূসা (আ.)-এর সম্প্রদায় গো-বাছুরের ইবাদতে মগ্ন হয়ে পড়েছিল। তাদের তাওবার পথ ছিল রুদ্ধ এবং তাওবার ধরনও ছিল খুব কঠিন। এ মর্মে তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল।

فَاقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ -

তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করে ফেল। [বাকারা : ৫৪]

কিন্তু তারা কিভাবে পালন করবে এ নির্দেশ? বাছুরের ইবাদতে যারা মগ্ন হয়েছিল তারা তো কেউ বা কারও মাতা, কেউ বা কারও ভগ্নি, কেউ বা কারও ভাই, কেউ বা কারও চাচা। অবশেষে হযরত মূসা (আ.) সচেষ্ট হলেন–

কোরআনে বর্ণিত আছে–

وَاخْتَارَ مُوْسٰى قَوْمَهٗ سَبْعِيْنَ رَجُلًا

মূসা স্বীয় সম্প্রদায়ের সত্তরজনকে নির্বাচিত স্থানে সমবেত হওয়ার জন্য মনোনীত করলেন। [আ'রাফ : ১৫৫]

হযরত মূসা (আ.) তাঁর সম্প্রদায়ের সত্তরজনকে সঙ্গে করে তূর পাহাড়ে গেলেন। আল্লাহ পাকের দরবারে প্রার্থনা জানালেন– হে আল্লাহ! এরা তাওবা করছে, এদেরকে তুমি ক্ষমা করে দাও। আল্লাহ পাক জানিয়ে দিলেন, এদের তাওবা তো একটাই, হত্যা। আপনার পর এমন একটি উম্মতের আগমন ঘটবে, আপনার পর এমন এক নবীর আবির্ভাব ঘটবে যারা যত বড় গুনাহই করবে তাওবার বিনিময়ে আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দেব। হযরত মূসা (আ.) বললেন, হে আল্লাহ! আমি তো প্রার্থনা করেছিলাম আমার উম্মতের জন্য। আপনি শোনাচ্ছেন এমন এক উম্মতের কথা যারা এখনও আসেনি। তাই যদি হতো তাহলে তুমি আমাকে পরেই সৃষ্টি কর... মূসা (আ.) ছিলেন আল্লাহ পাকের এক অতি প্রিয় পয়গাম্বর। আল্লাহ তাআলার সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল গভীর। তাই তিনি সাহস করে এমন অনেক কথাই বলতেন, যা অন্যদের পক্ষে সম্ভব হতো না। একবার হযরত মূসা (আ.) আবদার করে বললেন, হে আল্লাহ! আমি তোমাকে দেখতে চাই। আল্লাহ পাক বলে দিলেন– 'লান তারানী'। মূসা! তুমি কখনও আমাকে দেখতে পারবে না। মূসা (আ.) আবার আবেদন

www.BANGLAKITAB.com

জানালেন, অন্তত একবার দেখা দাও। আল্লাহ পাক বললেন, দেখ তাহলে। যখন দেখলেন চল্লিশ দিন বেহুশ হয়ে পড়ে রইলেন। একবার তাজাল্লী পড়েছে আর চল্লিশ দিন পড়ে রইলেন বেহুশ হয়ে। কিন্তু দেখার আবদার ছাড়েননি। যে কথা বলছিলাম, হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ পাকের দরবারে প্রার্থনা জানালেন, হে আল্লাহ! আমি তো মাফ চেয়েছিলাম আমার উম্মতের তরে। আর তুমি শুনিয়ে দিলে অন্য উম্মতের ক্ষমার কথা। আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন–

إِنِّى اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسٰلٰتِىْ وَبِكَلَامِىْ

আমি তোমাকে আমার রিসালাত ও বাক্যালাপ দ্বারা মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠতা দান করেছি। [আ'রাফ : ১৪৪]

অথচ এই উম্মতের মর্যাদা দেখুন? হযরত মূসা (আ.) তাঁর উম্মতের জন্যে তাওবার বিনিময়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেও পাননি। আর আমরা পেয়েছি প্রার্থনা ছাড়াই। কারণ, আমরা সর্বশেষ নবীর সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত। আমাদের এই শ্রেষ্ঠত্বের কারণ এটাই আমরা হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পয়গামকে কেবলমাত্র নিজেদের জীবনে অনুশীলন করেই ক্ষান্ত হই না, আমরা এই পয়গামকে পৌঁছে দেই অন্যদের কাছেও। সুতরাং যতদিন পর্যন্ত আমরা এই দায়িত্ব কর্তব্য পালনে সচেষ্ট থাকবো ততদিনই আমরা ভূষিত হবো শ্রেষ্ঠত্বের অভিধায়। আল্লাহ পাক আমাদেরকে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মাহ হিসাবে আখিরাতে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হওয়ার তাওফীক দিন। আমীন।

উপমাময় বিবাহ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ . وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ اَمَّا بَعْدُ :

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা,

আল্লাহ তাআলা মানব জাতিকে এই পৃথিবীতে স্বাধীনভাবে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু সমস্যা হলো, এই মানব জাতি অবগত নয় যে, তাদের এ স্বাধীনতাকে তারা কোন পথে ব্যবহার করবে? এই স্বাধীনতাকে কীভাবে প্রয়োগ করলে তারা তাদের নিজেদের সুখ-শান্তি অনুভব করবে। তাছাড়া

www.BANGLAKITAB.com

তাদের দ্বারা অন্যদের সুখ-শান্তি ব্যঘাত ঘটবে না। মানুষ ব্যতীত এই পৃথিবীতে আর যত প্রাণী আছে তাদের ক্ষেত্রে অবশ্য এই সমস্যা নেই। কারণ, তারা জন্মগতভাবেই জীবন চলার পথ সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল। ইরশাদ হয়েছে–

رَبُّنَا الَّذِىٓ أَعْطٰى كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهُۥ ثُمَّ هَدٰى

আমাদের প্রতিপালক তিনি যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার আকৃতি দান করেছেন। অতঃপর পথনির্দেশ করেছেন। [ত্বহা : ৫০]

অর্থাৎ দুনিয়ার প্রতিটি সৃষ্টিই তার প্রয়োজনীয় ইলম নিয়েই এ পৃথিবীতে আসে। জীবনের পদে পদে যে প্রয়োজনের মুখোমুখি তারা হয় সে প্রয়োজন পুরণের জ্ঞান ও নির্দেশনা তারা জন্মগতভাবেই অর্জন করে। আমরা লক্ষ্য করলে দেখব, একটি মুরগির ডিম থেকে একুশ দিন তা পাওয়ার পর যখন একটি বাচ্চা বেরিয়ে আসে, তখন সে সাথে সাথেই নিজ উদ্যোগে পানাহার করতে শুরু করে। খাবার খাওয়া তাকে শিখিয়ে দিতে হয় না। অথচ আমাদের সন্তানরা একুশ মাস পরও নিজ হাতে খাবার খেতে পারে না, খাইয়ে দিতে হয়। অথচ মুরগির বাচ্চা জন্মগ্রহণের পাঁচ দশ মিনিট পরই খেতে শুরু করে। সে তার মাকে এই আবদার করে না, আমাকে খাইয়ে দিতে হবে। এও জিজ্ঞেস করে না, কীভাবে খেতে হবে দেখিয়ে দাও। লক্ষ্য করুন আবার উপকারী, কোনটা উপকারী নয় তাও তবে দেখিয়ে দিতে হয় না। অতঃপর শরীরে সামান্য শক্তি সঞ্চয় হতেই ডানা ঝাপটে উড়তে চেষ্টা করে। একটি মহিষের দিকে একটু দেখুন, মহিষের বাচ্চা জন্মগ্রহণ করার সামান্য পর নিজ থেকেই মায়ের স্তনের দিকে এগিয়ে যায়। তাকে তুলে ধরে স্তনের কাছে নিতে হয় না। অথচ একজন মানব শিশুকে কতটা জোর করে মায়ের দুধ চোষাতে হয় সে কথা একজন মা-ই ভালো জানে। অথচ বুদ্ধিহীনতার ক্ষেত্রে যে মহিষকে আমরা উপমা হিসেবে ব্যবহার করি সে মহিষের বাচ্চাকে জোর করে তো নয়ই এমনকি হাত দিয়ে ধরেও তার মায়ের স্তন দেখিয়ে দিতে হয় না। আমি মূলত এই উপমার মাধ্যমে আপনাদের সামনে এ কথাটাই বোঝাতে চাচ্ছি- দুনিয়ার প্রতিটি প্রাণীই জীবন ধারণের যাবতীয় জ্ঞান ও নির্দেশনা নিয়েই এই পৃথিবীতে আগমন করে। পক্ষান্তরে মানুষ যখন জন্মগ্রহণ করে তখন সে বলতে পারে না, তাকে কী করতে হবে। সবকিছুই তাকে এখানে

www.BANGLAKITAB.com

শিখাতে হয়। জীবন চলার এই যে নির্দেশনা এটাকে বলা হয় ওহী। এটাকেই বলা হয় কোরআন। এটাকেই বলা হয় জীবনবিধান। নির্দেশিত এ পথে চলেই একজন মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতে কামিয়াব হতে পারে। আর এ পথকেই আল্লাহ পাক নাম দিয়েছেন ইসলাম।

মুরগির বাচ্চা ঘর থেকে বেরিয়েই যখন সামনে একটি বিড়াল দেখতে পায় সে দৌড়ে পালায়। নিরাপদে গিয়ে আশ্রয় নেয়। অথচ বিড়াল যে তার শত্রু এ কথা তাকে তার মাও বলেনি, তার বাবাও বলেনি। তাহলে সে এটা জানলো কীভাবে?

মাকড়সা জাল বুনে। মাকড়সা সোয়েটার বানায়। সে এক পরিপূর্ণ টেক্সটাইল মিল। শিল্পনৈপুণ্যতার বিচারে তাকে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারও বলা যায়। টেক্সটাইল কর্মকর্তাদের বাইরে থেকে সুতো কিনে আনতে হয়, তুলা কিনতে হয়। তারপর অনেক দক্ষ ও অভিজ্ঞ শ্রমিকের খাটুনির পর সেই তুলা থেকে তৈরি হয় সুতা। অথচ মাকড়সাকে কোন কৃষকের বাড়ি গিয়ে তুলা কিনতে হয় না, সুতা তৈরি করতে হয় না। তার ভেতর থেকেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে বেরিয়ে আসে প্রয়োজন মাফিক। অন্ধকারে বসে বসে সে তার জাল বুনে। অথচ মিলে বসে শ্রমিকরা সোয়েটার বানাতে হলে সেখানে লাইট মেশিন আরও কত কিছুরই না প্রয়োজন হয়। তারপর দেখা যায়, সুতা ছিঁড়ে যাচ্ছে। নষ্ট হচ্ছে। এর বিপরীতে মাকড়সার দিকে লক্ষ্য করুণ, রাতের গভীর অন্ধকারে আমাদের ঘরের টয়লেটের কোণে বসে সে নিরিবিলি একাকী জাল বোনে। সোয়েটারের মতো এক নিপুণ হাতে জাল তৈরি করছে যা সত্যিই বিস্ময়কর। মাকড়সা তার জাল বুনতে গিয়ে যে তার টানে সেই তারের সমপরিমাণ মোটা যদি লোহার সুতা তৈরি করা হয় তাহলে দেখা যাবে এই লোহার সুতার চাইতে মাকড়সার তৈরি সুতা এক হাজারগুণ বেশি শক্ত। দশগুণ বা শতগুণ নয়, পাক্কা এক হাজারগুণ।

আল্লাহ পাক কোরআনে বলেছেন–

رَبُّنَا الَّذِىْٓ اَعْطٰى كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى.

আমাদের প্রতিপালক তিনি যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার আকৃতি দান করেছেন। অতঃপর পথনির্দেশ করেছেন। [ত্বহা : ৫০]

প্রতিপালক তো তিনিই যিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেন এবং প্রতিটি সৃষ্টিকে তার জীবন চলার পথ শিখিয়ে দেন। কিন্তু মানুষকে শিখিয়ে দেন

www.BANGLAKITAB.com

না। বরং মানুষকে শিখতে হয়। পক্ষান্তরে এই মানুষ আবার নিজেই নিজের দায়িত্বশীল নয়। যেভাবে অন্যান্য সৃষ্টির সবাই নিজেই নিজের দায়িত্বশীল। আমাদের কারও হাতে যদি পয়সা হয় তখন আমরা বলি, এখন সে নিজেই দায়িত্বশীল। আসলে কি সে নিজেই নিজের ঘর তৈরি করেছে? তার গায়ের জামাটি কি সে নিজেই সেলাই করেছে? বিষয়টি তো মূলত তা নয়। বরং আমি আমার গায়ের এই জামাটি তৈরি করার পূর্বে একজনের কাছ থেকে কাপড় কিনেছি, সেলাই করেছি অন্যকে দিয়ে। যার কাছ থেকে কাপড় কিনেছি সেও হয়তো কিনেছে অন্য আরেকজনের কাছ থেকে। সুতরাং কোন মানুষই তার নিজের সবকিছুর দায়দায়িত্ব নিজে পালন করতে পারে না। খুব বেশি হলে সে স্বচ্ছল হতে পারে। তার কাছে পয়সা আছে। এখন সে ঘর বানাতে চাইলে মিস্ত্রি ডেকে ঘর বানাতে পারে। দরজিকে দিয়ে ডেকে কাপড় সেলাই করাতে পারে। বাবুর্চি ডেকে রান্নাবান্না করাতে পারে। কিন্তু নিজের সব কাজ নিজে করা অসম্ভব। তাই এই পৃথিবীতে অন্যের প্রতি সর্বাধিক মুহতাজ বা মুখাপেক্ষী হলো মানুষ। মানুষ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। নিজে নিজের সমস্ত দায়ভার বহন করতে পারে না। অথচ একটি ক্ষুদ্র বিড়াল, একটি গাধা, একটি মশা, একটি মাছি এরা সকলেই স্বয়ংসম্পূর্ণ। এদের সমস্ত দায়ভার এরা নিজেরাই বহন করে বেড়ায়। জীবনযাপনের ক্ষেত্রে এদেরকে কখনও বাতির মুখাপেক্ষী হতে হয় না। এদের ভেতরে জেনারেটর লাগানো আছে। দিনের বেলা নিভে যায় আবার রাতের বেলা নিজে নিজেই জ্বলে ওঠে। অথচ আমাদেরকে রাতের বেলা বাতি জ্বালাতে হয়, আবার দিনের বেলা নিজ উদ্যোগে বাতি নেভাতে হয়।

আল্লার দ্বীনের উপর চলতে শেখো

মানব জাতির জন্য জীবন চলার দুটি পথ রয়েছে। তার জীবনে যত প্রয়োজন আছে এ প্রয়োজনগুলোকে সে দুটি পন্থার যে কোন একটি পন্থায় পূরণ করতে পারে। একটি হলো তার আকল ও বিবেক নির্ভর, আরেকটি হলো আল্লাহ পাক কর্তৃক নির্দেশিত। আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্দেশিত জীবন পথের নামই হলো ইসলাম।

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ

www.BANGLAKITAB.com

নিঃসন্দেহে ইসলামই আল্লাহর কাছে একমাত্র মনোনীত দ্বীন।

[আল- ইমরান : ১৯]

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার কাছে গ্রহণযোগ্য জীবন ব্যবস্থা একমাত্র ইসলাম। এবং এটাই পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা।

আল্লাহ পাক বলেছেন–

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জীবন বিধান হিসেবে মনোনীত করলাম। [মায়িদা : ৩]

অর্থাৎ পবিত্র কুরআনের দ্বারা আসমানী কিতাবের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। ইসলামের দ্বারা পরিসমাপ্তি ঘটেছে দ্বীনের। আর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শরীয়াতের দ্বারা পরিসমাপ্তি ঘটেছে সকল শরীয়াতের। তাই আমাদের জীবনের সকল প্রয়োজন পূরণের পূর্ণাঙ্গ নির্দেশনা হলো ইসলাম। আল্লাহ পাক প্রদত্ত এই নির্দেশনাই মূলত কুরআনের আকৃতিতে নাযিল হয়েছে এবং তা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সীরাতের আকৃতিতে আজও পর্যন্ত আমাদের মাঝে সংরক্ষিত রয়েছে। এই জীবনব্যবস্থার মূল কথা হলো, নিজস্ব আকল ও বিবেক বুদ্ধিকে অনুসরণ না করে ওহীর অনুসরণে জীবনযাপন করা। এই জীবনব্যবস্থায় আমাদের দৈনন্দিন যাবতীয় কাজকর্ম আচার আচরণ বিয়ে-শাদী সবই রয়েছে।

আধুনিক ফ্যাশন থেকে সতর্ক থাকতে হবে

শরীয়াত আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছে– তোমরা দৈহিক চাহিদা পূরণ করার জন্যে বিয়ে কর। সেই সাথে এও বলেছে–

لَاتَقْرَبُوا الزِّنَا. اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيْلًا.

ব্যভিচারের কাছেও যেও না। কারণ, এটা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ। [বনি ইসরাইল : ৩২]

www.BANGLAKITAB.com

যে দেশে, যে শহরে, গ্রামে গান-বাজনা ছড়িয়ে পড়ে, যিনা ব্যভিচার সেখানে আর ডেকে আনতে হয় না। বরং তা আপনা আপনি ছড়িয়ে পড়ে। সূর্য ও তার আলোর সম্পর্ক যেমন পরস্পর অঙ্গাঙ্গী, গান-বাজনার প্রচলন হলে সেখানে যিনা-ব্যভিচারের প্রচলন এমনিতেই এসে যায়। এজন্য আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন- وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ

তোমরা অশ্লীল কাজের কাছেও যেও না। [আনআম : ১৫১]

لَا تَقْرَبُوا الزِّنَا

তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেও না। কারণ, ব্যভিচার হলো অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ। [বনি ইসরাইল : ৩২]

এখানে আমাদেরকে অশ্লীলতার কাছেও যেতে বারণ করা হয়েছে। কিন্তু অশ্লীলতা বলতে কী বুঝায়? যে কাজ ও আচরণ মানুষকে ব্যভিচারের দিকে টানে তাকেই অশ্লীলতা বলে। পর্দাহীনতা মানুষকে ব্যভিচারের দিকে আকৃষ্ট করে। ব্যভিচারের দিকে আকৃষ্ট করে, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা। গান-বাজনাও মানুষকে ব্যভিচারের দিকে প্রবলভাবে ধাবিত করে। তাছাড়া হারাম খাদ্য মানুষের ভেতরে ক্লেদাক্ত ও অপবিত্র আবেগ সৃষ্টি করে। সৃষ্টি করেনির্লজ্জতার আকর্ষণ।

এক কথায়, যে সকল কর্ম ও আচরণ মানুষকে যিনা ব্যভিচারের প্রতি আকৃষ্ট করে উৎসাহিত করে তাকেই অশ্লীলতা বলে। পর্দাহীনতা গান-বাজনা নাচের অনুষ্ঠান টিভি-ভিসিআর, ডিশ-ক্যাবল যেখানেই এগুলো থাকবে সেখানে যিনা ব্যভিচার ঘটবেই। আল্লাহ পাক আমাদেরকে যিনা-ব্যভিচার থেকে দূরে থাকতে বলেছেন এবং তার শাস্তি রেখেছেন 'সঙ্গেসার' তথা প্রস্তর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ড। অথচ ইসলাম হলো রহমতের ধর্ম। তথাপিও নির্দেশ দেয়া হয়েছে বিবাহিত নারী পুরুষের কেউ যদি ব্যভিচার করে তাহলে তাকে পাথর মেরে শেষ করে দেয়া। যদি অবিবাহিত হয় তাহলে তাকে একশ'টি দোররা মার। কাউকে যেন এ অপরাধের পথে পা বাড়াতে না হয় সেজন্য পূর্বেই নির্দেশ দেয়া হয়েছে বিয়ে কর। ব্যভিচার করো না। ব্যভিচারের দ্বারা মানব বংশ কলংকিত হয় ধ্বংস হয়ে যায়

www.BANGLAKITAB.com

নির্মল পরিবেশ। ধ্বংস হয়ে যায় জীবন, ভেঙ্গে পড়ে পারিবারিক বন্ধন। জীবনের শৃঙ্খলাবোধ বিক্ষিপ্ততায় হারিয়ে যায়।

বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতা : ধ্বংসের পথ

যেমনটি আমরা লক্ষ্য করলে দেখব, ইউরোপে পারিবারিক জীবন ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে পড়েছে। ১৭৯২ সালে ইংল্যান্ডে এক মহিলা ছিল। তার নাম ছিল মেরি ভ্যাসস্টোন ক্রাফট। সে একটি বই লিখেছিল নারী স্বাধীনতা নামে। ওই বইয়ে সে নারী স্বাধীনতা দাবী করে যুক্তি দিয়েছিল– মেয়েরা গৃহে বন্দী হয়ে থাকবে কেন? তারাও বাইরে আসবে। পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করবে। কাজেই বন্দী নয়, নারীদেরকে স্বাধীনতা দাও। তার এই বই প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে খোদ ইউরোপেও মেয়েরা পর্দার বাইরে খোলামেলা জীবনযাপন করবে এমন ধারণা ছিল না। সেখানকার সভ্যতায়ও লজ্জার আবরণ ছিল। কিন্তু পেছন থেকে শয়তান তাদেরকে সুড়সুড়ি দিয়েছে। এদিকে ইংরেজদের তখন ছিল পৃথিবীময় রাজত্ব। বলা হতো তাদের রাজ্যে কখনও সূর্য অস্ত যায় না। একদিকে শয়তানের শক্তি, অন্যদিকে রাজত্বের শক্তি। তার সাথে রয়েছে কাম-রিপু ও প্রবৃত্তির তাড়না। অবশেষে নারী তথাকথিত স্বাধীনতা পেল। পুরুষরাও পেল চাহিদা পূরণের অবিশ্বাস্য সুযোগ। নারীরাও পেল কামনা পূরণের অবারিত পথ। এবং সেই আগুন জ্বললো যার ক্রমবর্ধমান শিখায় ইউরোপের সমাজব্যবস্থা পুড়ে এতদিনে ছাই হয়ে গেছে।

গত ইংরেজি ২০০০ সালে একটি জরিপ হয়েছে। সেই জরিপে দেখা গেছে, ১৭৭২ সালে যখন নারী-স্বাধীনতার এই আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। তখন সেখানকার নারীদের জিজ্ঞেস করা হয়েছিল– তোমরা কী ঘরে থাকতে চাও না ঘরের বাইরে কাজ করতে চাও? তখন তাদের শতকরা আটানব্বইজন বলেছিল, আমরা গৃহে ফিরে যেতে চাই। কিন্তু সমস্যা হলো, ফিরে যাওয়ার জন্য পেছনে আমাদের স্বামী নেই, মা-বাবা নেই। অর্থাৎ এই স্বাধীনতার ফল দাঁড়িয়েছে এই– বিনিময়ে তাদেরকে মা-বাবা ও ভাইবোনের সম্পর্ক থেকে ছিটকে পড়তে হয়েছে। তাদের সমাজ ব্যবস্থায় হারিয়ে গেছে মা-বাবার রূপ, ভাইবোনের রূপ, স্বামী-স্ত্রীর রূপ। এখানে তাদের শুধু বয়ফ্রেন্ড আছে। তাদের সমাজে পরিচয় দেয়ার মতো বাবা নেই, ভাই নেই, চাচা নেই, দাদা নেই, নানা নেই, মামা নেই। আছে শুধু

www.BANGLAKITAB.com

কামনা পূর্ণ করার ফ্রেন্ড। এই ফ্রেন্ডের সাথে যতক্ষণ পর্যন্ত হৃদয়ের সম্পর্ক টিকে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত এখানেই তারা হৃদয়ের শান্তি অনুসন্ধান করবে। আর এই ফ্রেন্ডের সঙ্গে সম্পর্ক ভেঙ্গে গেলে এখানেই ঘুচাতে হবে হৃদয়ের শান্তির পালা-ও। দেখা গেছে, যতক্ষণ পর্যন্ত ফ্রেন্ডের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো থাকে, হৃদয় যতক্ষণ পর্যন্ত টানে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের বন্ধন বহাল থাকে। যৌবনের ভাটায় হৃদয়ের টান শীতল হতেই ব্যবহৃত শো-পিচের মতো বাইরে ছুঁড়ে মারে। তখন তাদের হৃদয়ের ব্যথা শোনার আর কেউ থাকে না।

একজন ইউরোপিয়ান তরুণীর কান্না

একবার আমাদের জামাত এডিনবরা গেল। মসজিদে সবেমাত্র মাগরিবের নামাজ শেষ হয়েছে। এক তরুণী এসে আমাদের একজনকে জিজ্ঞেস করলো, ইংরেজি জান? সে বললো, হ্যাঁ জানি। মেয়েটি বললো, তোমরা এখানে কী করলে? সে বললো, আমরা ইবাদত করলাম, নামায আদায় করলাম। মেয়েটি বললো, আজ তো রোববার নয়। আজ কিসের ইবাদত? লোকটি বললো, আমরা দৈনিক পাঁচবার আল্লাহর ইবাদত করি। মেয়েটি বললো, বল কী এতো অনেক বেশি তারপর আমাদের জামাতের সাথী তাকে ইসলাম সম্পর্কে কিছু ধারণা দিল। তার কথাবার্তা শোনার পর মেয়েটি হ্যান্ডশেক করার উদ্দেশ্যে তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। জামাতের যুবকটি তাকে বললো, আমি তো আপনার সঙ্গে হাত মিলাতে পারবো না। দুঃখিত। মেয়েটি বললো, কেন? যুবক বললো, এই হাতটি দিয়ে আমি শুধু স্ত্রীকে স্পর্শ করি। এটা তার আমানত। এই হাত দিয়ে আমি তাকে ছাড়া অন্য কোন নারীকে এভাবে স্পর্শ করতে পারি না। এ কথা শোনার পর মেয়েটি চিৎকার করে ওঠে এবং কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে পড়ে যায়। আর বলতে থাকে, তুমি যে মেয়ের স্বামী সে মেয়েটা কত ভাগ্যবতী। আহা আমাদের ইউরোপের পুরুষরা যদি এমন হতো!

এ হলো নারী-স্বাধীনতার মূল্য। আমার আশঙ্কা হয়, আমাদের চলমান প্রজন্মরা নারী-স্বাধীনতার এই ফাঁদে আটকা পড়ে কী না। কারণ, তারাও তো সারাক্ষণ বুঁদ হয়ে পড়ে থাকে এই ডিশ-ক্যাবলের সামনে। তাই আমরা যদি আমাদের এই চলতি প্রজন্মকে এই ভয়াবহ পরিবেশ থেকে টেনে বের না করি তাহলে তারাও পথহারা হবে। তারাও শিকার হবে ভয়ঙ্কর পরিণতির। কাফের সম্প্রদায়কে তো আল্লাহ পাক ছেড়ে দেন, দীর্ঘ

www.BANGLAKITAB.com

সুযোগ করে দেন। কিন্তু মুসলমান সম্প্রদায়কে খুব বেশি ছাড় দেন না। এটা আল্লাহ পাকের বিধান।

আল্লাহ পাক কোরআনে বলেছেন–

وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

গুরু শাস্তির পূর্বে তাদেরকে আমি অবশ্যই লঘু শাস্তি আস্বাদন করাবো যেন তারা ফিরে আসে। [সিজদা :২১]

আরো বর্ণিত আছে– ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا

তাদেরকে ছাড়। তারা খেতে থাকুক, ভোগ করতে থাকুক। [হিজর: ৩]

حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ

যে দিন সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল তার সম্মুখীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। [মা'আরিজ : ৪২]

অর্থাৎ মুসলমানদেকে আল্লাহ পাক দীর্ঘ ছাড় দেন না। বরং তাদেরকে গুরু শাস্তির পূর্বে স্বল্পতেই লঘু শাস্তি আস্বাদন করান। পক্ষান্তরে যারা কাফির বেঈমান তাদেরকে ছাড় দেন অফুরন্ত। তাদেরকে ছাড় দেন কিয়ামত দিবসের পূর্ব পর্যন্ত।

একজন মাজলুম নারী

আমার যুবক ভাই ও বোনেরা!

আমাদেরকে বাতিলের কৌশল উপলব্ধি করতে হবে। তারা আমাদেরকে পথহারা করতে চায়। তারা আমাদের মেয়েদেরকে গৃহের বাইরে নিয়ে যেতে চায়। তারা আমাদের যুবকদের হাতে গিটার, ব্যান্ড সরঞ্জাম তুলে দিতে চায়। যেন তাদের সভ্যতা তাদের কালচার আমাদের জীবনে ছড়িয়ে পড়ে। অবশেষে তারা যে আযাব ও গযবের শিকার হয়েছে আমাদের তরুণ-তরুণীরা যেন সে আযাব ও গযবের শিকার হয়। অথচ এর বিপরীতে আল্লাহ পাক আমাদেরকে দিয়েছেন, এক পবিত্র জীবনবিধান। তিনি আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, তোমরা বিয়ে কর। আল্লাহ পাক আমাদেরকে এক সুন্দর শালীন সুস্থ সমাজজীবন দান

www.BANGLAKITAB.com

করেছেন যেখানে নারী-পুরুষ কেউই কোনরূপ অবিচারের শিকার হয় না। পক্ষান্তরে তথাকথিত আধুনিক সভ্যতার দিকে তাকিয়ে দেখুন, সেখানে একজন মেয়েকে এগার বছর বয়সেই সঙ্গী সন্ধানের কথা ভাবতে হয়। কিন্তু চল্লিশ বছর পার হয়ে যায় অথচ সত্যিকারের কোন সাথী তারা জুটাতে পারে না। আর আমাদের জীবনব্যবস্থার দিকে তাকিয়ে দেখুন, আমাদের মেয়েরা বেড়ে ওঠে মায়ের কোলে। তারা বড় হয় বাবার স্নেহের ছায়ায়। তারা বেড়ে ওঠে ভাইয়ের আদর সোহাগের তত্ত্বাবধানে। অতঃপর তাদেরকে বিরাট অনুষ্ঠান করে এক সম্মানিত পন্থায় মর্যাদাপূর্ণ আয়োজনে একজন যুবকের হাতে তুলে দেয়া হয়। এবং সেই সাথে থাকে মোহরের ব্যবস্থা। মোহর এটা কোন মূল্য নয়। একজন পবিত্র মেয়ের তো কোন মূল্য হতে পারে না। সাত আসমান ও সাত জমিন বোঝাই করে যদি স্বর্ণ দেয়া হয় তাও একজন মেয়ের মূল্য পরিশোধ হতে পারে না। তাছাড়া সম্মানিত বন্ধনেরও কি কোন মূল্য হয়? প্রশ্ন হলো, তাহলে এই মোহর কেন? মোহর ছাড়া তো বিয়ে হয় না। মূলত মোহর বিষয়টি হলো একটি সম্মানের প্রতীক। পুরুষের উপর মোহরের দণ্ড চাপিয়ে দিয়ে শরীয়ত এ কথাই বলে দিতে চায়, এই মেয়ে তোমার গৃহে গিয়ে বাজারে যাবে না, চাকরি করবে না, বাইরে কোথাও শ্রম দিবে না। বরং সে তোমার সন্তানের লালন-পালন করবে। আর তোমার দায়িত্ব কর্তব্য হলো, আজীবন উপার্জন করবে এবং হালাল উপার্জন দিয়ে এই মেয়ের প্রয়োজন মিটাবে। সেই সাথে হালাল স্ত্রীর জন্যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে জীবিকা উপার্জনের সাধনাকেও উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখেনি শরীয়ত। বরং শরীয়ত বলেছে, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বৈধ রোজগারের পেছনে ছুটাছুটি করে সন্ধ্যা বেলায় ক্লান্ত হয়ে যখন ঘরে ফিরে তখন এই ক্লান্তি তারা সারা দিনের সকল গুনাহকে ধুয়ে মুছে পরিচ্ছন্ন করে দেয়।

বিবাহ ও আল্লাহপাকের পুরস্কার

আল্লাহ পাকের এক নেক বান্দা ছিল। কিন্তু সে বিয়ে করেনি। তার অনেক মুরীদ ছিল। মারা যাওয়ার পর এক ব্যক্তি তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলো, আল্লাহ পাক আপনার সাথে কী আচরণ করেছেন? সে বললো, আল্লাহ পাক আমাকে মাফ করে দিয়েছেন। তবে একজন

www.BANGLAKITAB.com

বিবাহিত মুসলমান যে দুনিয়াতে তার স্ত্রী-সন্তানদের জীবিকা অন্বেষণে অস্থির ক্লান্ত হয়ে পরপারে আসে তার জন্যে আল্লাহ পাক যে জান্নাত তৈরি করেছেন সেই জান্নাতের বাতাসও আমি পাইনি।

এই ঘটনায় কোন খাদ থাকতে পারে। তবে এর মর্মার্থ হাদীস শরীফ দ্বারা সমর্থিত। হাদীস শরীফে আছে, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

إِنَّ فِى الْجَنَّةِ لَدَرَجَةً لَا يَنَالُهَا إِلَّا ثَلٰثٌ

জান্নাতে এমন একটি সুউচ্চ মর্যাদা আছে যা কেবল তিন শ্রেণির মানুষই প্রাপ্ত হবে।

এক. ন্যায়বিচারক শাসক। দুই. আত্মীয়-স্বজনের সাথে উত্তম আচরণকারী, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী। এবং তিন. সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ পাক সন্তান দান করেছেন। কিন্তু রিযিক দিয়েছেন স্বল্প। অথচ সে হারাম গ্রহণ করে না, মিথ্যা বলে না, প্রতারণা করে না। হালাল জীবিকায় কষ্ট করে দিনাতিপাত করে স্বীয় সন্তানদেরকে লালন-পালন করে।

বিবাহের গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে জীবন চলার একটি পবিত্র পথ নির্দেশ করেছেন। আমাদের প্রিয়তম নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কন্যাদেরকে বিবাহ দিয়েছেন। সাহাবায়ে কিরামের বিবাহ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন। নিজের বিবাহোত্তর অনুষ্ঠানে অন্যদেরকে আমন্ত্রণ করেছেন। এটাই আমাদের জন্য জীবন চলার পথ।

হযরত ঈসা (আ.) তো বিয়েই করেননি। তাই তাদের সম্মুখে নবীর পক্ষ থেকে এ জাতীয় পূর্ণাঙ্গ জীবনচিত্র নেই। তিনি বিয়ে করেননি। তাঁর সন্তানও ছিল না। পক্ষান্তরে আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং বিয়ে করেছেন। তাঁর সন্তান ছিল এবং তার বিয়ে-শাদীর বিষয়টিও ছিল বিস্ময়কর। তিনি তাঁর যৌবনের একটি বিরাট অংশ হযরত খাদিজা (রা.)-এর সঙ্গে কাটিয়েছেন। অথচ হযরত খাদিজা (রা.)-এর ইতোপূর্বে আরও দুটি বিবাহ হয়েছিল এবং প্রত্যেক স্বামীর পক্ষ থেকেই সন্তানও ছিল।

www.BANGLAKITAB.com

প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু হালা (রা.)-কে বলা হতো 'সাকুর রাসূল'। আবু হালা হলেন হযরত খাদিজা (রা.)-এর আগের স্বামীর ঘরের সন্তান। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হযরত খাদিজা (রা.) কে বিবাহ করেন তখন হযরত খাদিজা (রা.)-এর বয়স ছিল চল্লিশ বছর আর হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বয়স ছিল পঁচিশ বছর। তাঁর রূপ ছিল অপরূপ। কোন মানুষের পক্ষে সে রূপের বর্ণনা দেয়া অসম্ভব। বিখ্যাত কবি সাহাবী হযরত হাসসান (রা.) বলেছিলেন—

وَاَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقُطْ عَيْنِىْ

'তোমাদের মতো সুশ্রী মানব দৃষ্টি আমার হেরেনি কভু'।

তার সম্পর্কে তাঁকে যারা দেখেছেন তারা মন্তব্য করেছেন, তিনি ছিলেন অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। তাঁর মুখ ছিল সমুজ্জ্বল।

طَلَعَ الْوَجْهُ الْقَمَرِ اَلَيْلَةِ الْبَدَرِ

তাঁর চেহারা ছিল চতুর্দশী চাঁদের ন্যায় স্নিগ্ধ।

তাঁর ললাট ছিল প্রশস্ত। মাথার কেশ ছিল ঈষৎ কুঞ্চিত। মস্তক বড়। সুশ্রী ভ্রূ। ভাষা পলক। চোখ দুটি বড় বড়। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল যাদুময়। কথায় ভালোবাসা ঝরে পড়তো। তাঁর মধ্যে ছিল প্রীতি ও ভীতির সমন্বয়। যেই তাঁর সান্নিধ্যে আসতো সেই তাঁর প্রতি আকুলভাবে আকৃষ্ট হতো। গ্রীবা দীর্ঘ ছিল। শ্মশ্রু ছিল ঘন। দেহের উচ্চতা ছিল মাঝারী। তাঁর অবয়ব ছিল মুজিযাপূর্ণ। অনেক উচ্চতার অধিকারীকেও তাঁর পাশে দাঁড়ালে তাকে খাটো দেখাতো। যে কোন দীর্ঘ দেহী মানুষের পাশে দাঁড়ালেও আমাদের নবীজীকে কখনও খাটো দেখাতো না।

হযরত আব্বাস (রা.) ছিলেন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আপন চাচা। তিনি এতটা উচ্চতার অধিকারী ছিলেন যে, স্বাভাবিকভাবে ঘোড়ার পিঠে ওঠে বসলে তাঁর পা গিয়ে মাটিতে ঠেকতো। তাঁর উচ্চতা ছিলো প্রায় দশ ফুট। অথচ তিনি যখন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশে দাঁড়াতেন তখন তাঁকে খাটো মনে

www.BANGLAKITAB.com

হতো। যাঁকে আল্লাহ পাক এমন সৌন্দর্যে বিভূষিত করেছিলেন তিনি কেন পঁচিশ বছর বয়সে চল্লিশ বছরের একজন বিধবা নারীকে বিবাহ করতে গেলেন?

তাঁর শরীর মেদবহুলও ছিল না, আবার কৃশকায়ও ছিল না। দেখতে তাঁকে স্থূলও মনে হতো না, আবার শীর্ণ কায়-দুর্বলও মনে হতো না। তাঁর বক্ষ ও উদর ছিল সমতল। বক্ষ প্রশস্ত ছিল। তাঁর উপর কারও নজর পড়লে চুম্বকের মতো আটকে থাকতো। এক কথায়, মাথা থেকে পায়ের গোছা, বাহু থেকে উদর, কেশ থেকে ঠোঁট যে দিকেই তাকাও কেবল সুন্দর আর সুন্দর। প্রশ্ন হলো, এত যাঁর রূপ তিনি কেন একজন চল্লিশ বছরের বিধবাকে বিবাহ করতে গেলেন? তিনি চাইলে তো আঠার বিশ বছরের মেয়েকেও বিবাহ করতে পারতেন। তাছাড়া তাঁর সৌন্দর্যের দিকে যেই দৃষ্টি দিত সেই তাঁর জন্যে পাগলপারা হয়ে যেত।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন– মিশরের মেয়েরা তো হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সৌন্দর্য দেখে হাতের আঙ্গুল কেটে ফেলেছিল। তারা যদি আমার প্রিয়তমের সৌন্দর্য দেখতো তাহলে বক্ষ দীর্ণ করে বসে পড়তো। তাঁর বয়স যখন পঞ্চাশ বছর তখন হযরত খাদিজা (রা.)-এর ওফাত হয়। একান্ন বছর বয়সে বিবাহ করেন হযরত সাওদা (রা.) কে বায়ান্ন বছর বয়সে বিবাহ করেন হযরত আয়েশা (রা.)-কে। অতঃপর তিপ্পান্ন থেকে তেষট্টি পর্যন্ত এই দশ বছরে তার গৃহে আসেন উম্মাহাতুল মুমিনীনের অবশিষ্ট সদস্যগণ। তাঁদের সংখ্যাও আট।

রাসূল (সা.) এতগুলো বিবাহ কেন করেছিলেন

একটি হাদীসে আছে, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন– مَالِىْ فِى النِّسَاءِ بِالْحَاجَةِ

নারীদের প্রতি আমার কোন আগ্রহ নেই।

সত্যিই যদি নারীদের প্রতি তাঁর আগ্রহ থাকতো তাহলে তিনি যৌবনে এক সঙ্গে নয়জন স্ত্রীকে ঘরে তুলতেন। অথচ তিনি বিবাহ করেছেন ষাট বছর বয়সে। হযরত মায়মুনা (রা.)-কে বিবাহ করেছেন তেষট্টি বছর বয়সে। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে তিনি

www.BANGLAKITAB.com

সংসার করেছেন চার দিন। ইংরেজি হিসেবে তাঁর বয়স হয়েছিল একষট্টি বছর দুই মাস তেইশ দিন। যা দিনের হিসেবে বাইশ হাজার তিনশ' তিন দিন ছয় ঘণ্টা। আর নবুয়াতের সময়কাল হলো আট হাজার একশ' ছাব্বিশ দিন।

হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় এসে খুব সাধারণ বিবাহও করেছেন, মধ্যবিত্তও করেছেন এবং ধনী পরিবারেও করেছেন। এজন্য করেছেন যেন তিন শ্রেণিরই মানুষের জন্যে একটা সরল নমুনা তাঁর মধ্যে থাকে। গরীব, মধ্যবিত্ত ও ধনী সব ধরনের স্ত্রী তাঁর গৃহে ছিল। কিন্তু এর কী প্রয়োজন? প্রয়োজন এই ছিল—মেয়েরা যেন সহজভাবে দ্বীন শিখতে পারে। দিনের বেলা তো তিনি সাধারণভাবে পুরুষদের মাঝেই কাটাতেন। কখনও যুদ্ধে, কখনও মসজিদে। একাধিক বিবাহের দ্বারা সুবিধা এই হয়েছিল— তিনি যখন ঘরে থাকতেন তো এক বিবির কাছে অবস্থান করতেন। অবশিষ্ট স্ত্রীদের ঘর থাকতো অবসর। আর নারীরা তো সর্বদাই তাঁর কাছে নানা বিষয়ে জানতে আসতো। তখন তারা অবসর বিবিদের নিকট গিয়ে তাদের প্রয়োজনীয় সমস্যাগুলোর সমাধান জেনে নিতেন। ফলে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশাল পরিবার জুড়ে সদাই একটি শিক্ষাঙ্গণের পরিবেশ বিরাজ করতো।

রাসূল (সা.)-এর সাদামাটা বিবাহ

হযরত সাফিয়া (রা.) কে যখন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিবাহ করেন তখন তিনি ছিলেন সফরে। সফরসঙ্গীদেরকে ডেকে বলেন, তোমরা যার যার রুটিগুলো নিয়ে আমার দস্তরখানে চলে আসো। সবাই নিজ নিজ খাবার নিয়ে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দস্তরখানে চলে আসেন। তারপর সকলে মিলে এক সাথে খানাপিনা করেন। এটাই ছিল বিবাহোত্তর ওলীমা। আমাদের সমাজ যদি ইসলামী সমাজ হতো তাহলে আমাদের সন্তানদের বিবাহও হতো অনুরূপ এবং গরীব মুসলমানদের জন্যে এটাই উত্তম পদ্ধতি। তবে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন কোন বিয়েতে বেশ মর্যাদাপূর্ণ ওলীমাও হয়েছে।

হযরত আয়েশা (রা.)-এর বিবাহের ওলীমায় হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকলকে দুধ পান করিয়েছেন। যখন

www.BANGLAKITAB.com

হযরত যায়নাব (রা.)-কে বিবাহ করেন তখন হযরত যায়নাব (রা.) খুশিতে নিজেই ওলীমার আয়োজন করেন। তিনি বলেছিলেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ওলীমার আয়োজন করবো এবং তিনি গরু জবাই করে ওলীমার ব্যবস্থা করেন। মদীনার সমস্ত পুরুষ ও নারী এতে অংশগ্রহণ করেন।

সুতরাং কেউ যদি বিত্তবান হয় তাহলে বড় করে ওলীমা করারও অবকাশ আছে। সেই সঙ্গে এও মনে রাখতে হবে, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন- যে ওলীমায় গরীবদেরকে আমন্ত্রণ করা হয় না সেটা হলো মন্দতর ওলীমা।

নবী কন্যা হযরত ফাতিমা (রা.)-এর বিবাহ

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা,

আমরা যদি আমাদের বিবাহ-শাদীকে সাদামাটাভাবে আঞ্জাম দিতে পারি তাহলে বিবাহ-শাদীটা আমাদের জন্যে সহজ হয়ে ওঠবে। আর কঠিন হয়ে পড়বে যিনা-ব্যভিচার। এর বিপরীতে আমরা যদি বিবাহ-শাদীকে কঠিন করে ফেলি তখন সহজ হয়ে পড়বে যিনা-ব্যভিচার। লক্ষ্য করুন, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয়তমা কন্যা হযরত ফাতিমা (রা.)-এর বিবাহ হয় মসজিদে। দু'চার মাস পর হযরত আলী (রা.) আরয করেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ! ফাতিমাকে তুলে দিলে ভালো হতো। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন- ঠিক আছে, তুলে দেয়ার ব্যবস্থা করছি। তারপর তিনি মাগরিবের নামায পড়ে ঘরে আসেন। ঘরে এসে বলেন, উম্মে আইমানকে ডাক। হযরত ফাতিমা (রা.) বলেন, আমি ঘরে কাজ করছিলাম। আমি শুনতে পেলাম আব্বাজান বলছেন, উম্মে আইমানকে ডেকে পাঠাও। সংবাদ পেয়ে উম্মে আইমান ছুটে আসলেন। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, ফাতিমাকে আলীর গৃহে দিয়ে আসো এবং এ কথা বলে আসো, আমি ইশার নামায আদায় করে চলে আসবো, তোমরা আমার জন্যে অপেক্ষা করো। দেখুন, দু'জাহানের বাদশাহ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মেয়ে হযরত ফাতিমা (রা.); তাঁকে তুলে দেয়া হচ্ছে এভাবে। কত সাদামাটা ব্যবস্থা! বরও নিতে আসেনি, বাবাও সাথে যাচ্ছেন না। বরং ঘরের দাসী হযরত উম্মে আইমানকে সাথে দিয়ে

www.BANGLAKITAB.com

দিচ্ছেন। উভয়জনই নারী। দু'জন হযরত আলী (রা.)-এর গৃহে এসে নক করলেন। আওয়াজ শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন হযরত আলী (রা.)। উম্মে আইমান (রা.) তাঁকে বললেন, ভাই! এই নাও তোমার আমানত। আর হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- তিনি ইশার নামায পড়ে তোমার ঘরে আসবেন, তোমরা অপেক্ষা করো।

আমাদের আমীর ছিলেন ভাই বশির সাহেব (র.)। তিনি তাঁর মেয়েকে বিবাহ দিলেন। তখনও উঠিয়ে দেয়া বাকি ছিল। বর পক্ষের আত্মীয়-স্বজন সকলে তো আর এক রকম হয় না। যখন তাদেরকে বলা হলো, তোমরা দু'চারজন এসে কনেকে নিয়ে যেও। তখন তারা বেঁকে বসলো। বললো, আমরা গ্রামের মানুষ। এভাবে বিবাহ হবে না। আমরা বরযাত্রী নিয়ে যাবো। অবশেষে তিনি বাধ্য হয়ে বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে। তারপর তিনি কী করলেন? বিবাহের নির্দিষ্ট দিনের একদিন আগে নিজের স্ত্রী ও ছেলে এবং অনেককে নিয়ে সোজা বরের বাড়িতে চলে আসলেন। এসে বললেন, এই নাও ভাই! আমার আমানত, আমি তোমাদের কাছে রেখে যেতে এসেছি। লক্ষ্য করার বিষয় হলো, এমনটি তিনি তখন করেছেন যখন তিনি অল-পাকিস্তান টেলিফোনের ডাইরেক্টর জেনারেল। কত উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তা! অথচ এমন কাজ করেছেন যা আমাদের সমাজে অতি সাধারণ একজন মানুষও করতে পারবে না। আসল কথা হলো, সরলতার মাঝেই সুখ। সরলতা ও ভালো আচার-আচরণের দ্বারাই সুখ প্রতিষ্ঠিত হয়। সোনা-গয়না আর স্ফীত মোহর দিয়ে গৃহে সুখ আসে না। স্বামী-স্ত্রী যদি চরিত্রবান হয়, তারা যদি একজন আরেকজনকে সহজভাবে মেনে নিতে পারে তখনই তাদের মাঝে সম্প্রীতির সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে ছেলে পক্ষের দায়িত্ব থাকে বেশি। মেয়ের মা-বাবা তো আদর-যত্নে মেয়েকে লালন-পালন করেনিজ হাতে অন্যের গৃহে রেখে আসে। একজন মেয়ে সতের আঠার বছর একটা দেয়ালের ভেতর একান্ত পরিচিত একটা সংসারে বেড়ে ওঠে। এখানে তার পাশে থাকে তার মা, তার বাবা। এখানে তা মান-অভিমানে পাশে থাকে তার ভাই, তার বোন। কেউই তার কর্তা নয়। বরং চারদিক থেকেই হৃদ্যতা, দয়া ও ভালোবাসা নিয়ে সে বেড়ে ওঠে। অতঃপর যখন সে তার এই চির পরিচিত পরিবেশ ছেড়ে স্বামীর গৃহে যায় তখন পেছনে রেখে যায় আপন ভাইবোন, মা-বাবা এবং

www.BANGLAKITAB.com

আজন্ম বেড়ে ওঠা প্রিয় পরিবেশ। সুতরাং এক্ষেত্রে বরপক্ষের কর্তব্য হলো নববধূকে এমনভাবে ভালোবাসা দেয়া যেন সে তার নিজের ঘর ভুলে যেতে পারে।

বর্তমান যুগে বউ শাশুড়ির ঝগড়া ও তার সমাধান

কিন্তু আমাদের দেশে কী হয়? আমাদের এখানে সে স্বামীর গৃহে পৌঁছতেই স্বামী জানিয়ে দেয়, এখন থেকে আমি তোমার স্বামী। তুমি আমার স্ত্রী। আমি তোমাকে যা আদেশ করবো তোমাকে তাই করতে হবে। তোমাকে আমার মায়ের সেবা করতে হবে, আমার বাবার সেবা যত্ন করতে হবে। অথচ শরীয়ত কিন্তু স্বামীর খাবার রান্না করার দায়িত্ব তার উপরে চাপায়নি। অথচ স্বামী তাকে বলছে, তোমাকে খাবার রান্না করতে হবে, আমার বোনের খাবার রান্না করতে হবে। যদি না পারেতা হলে সে বেয়াদব ও বেতমিজ হয়ে যায়। তখন তাকে এই বলে তিরস্কার করা হয়, তোমার মা-বাবা তোমাকে কিছু শিখায়নি? তাছাড়া শাশুড়ি ননদ তো আছেই শাসন চালাবার জন্যেই। এখানে শ্বশুরও শাসন চালাতে ত্রুটি করে না। এর মূল কারণ হলো, আমাদের সমাজে ইসলাম নেই। যতটুকু আছে তা শুধুই ইবাদতের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আমাদের সমাজ জীবনে ইসলামের কোন আলো নেই। যে কারণে বিবাহ-শাদীর পর কনেপক্ষের চোখ আর শুকায় না। লাখের মধ্যে হয়তো এমন একজন খুঁজে পাওয়া যাবে যে বলে, আলহামদুলিল্লাহ! ভালো স্ত্রী পেয়েছি। এর কারণ হলো, ছেলেরা ইসলামী জীবন শিখেনি। আমাদের পরিবারগুলো গড়ে ওঠেনি ইসলামী শিক্ষার আদলে।

বিয়েতে ছেলে-মেয়ের দ্বীন দেখ, সম্পদ নয়

আমাদের এখানে বিবাহ-শাদীর ক্ষেত্রে প্রধানত দেখা হয় ছেলে ব্যবসায়ী কি না, ধনী কি না। বিত্তটাই বিবাহ-শাদীর ক্ষেত্রে মুখ্য বিষয় থাকে। আমাদের এখানে এক বুযুর্গ মহিলা ছিল। সে একবার তার ভাতিজির বিবাহের কথা আলোচনা করছিল। বলছিল, আমাদের এখানে তো জমিদারী আছে। তাই আমরা ব্যবসা-বাণিজ্য দেখি না, দেখি ছেলের জমি কতটুকু আছে। সে কথা প্রসঙ্গে তার ভাতিজার কথা বলছিল। বলছিল তাদের চৌদ্দ একর জমি আছে, পেপার মিল আছে। আমি তাকে বললাম, তা তো ঠিক আছে। কিন্তু ছেলে কেমন? বললো, চৌদ্দ একর জমি আছে, পেপার মিল আছে। পুনরায় বললাম, তা তো শুনলাম, কিন্তু ছেলে কেমন? তার একই উত্তর, চৌদ্দ একর জমি আছে, পেপার মিল

www.BANGLAKITAB.com

আছে। মোটকথা তিনি আমার কথা বুঝতেই পারছিলেন না, আমি কী জানতে চাচ্ছি। সেই বিবাহ হলো এবং এক বছর পর তালাকও হয়ে গেল।

আজ আমাদের সমাজের সবচেয়ে বড় সংকট হলো এটা। আমরা আমাদের জীবনের গন্তব্য চিনি না। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থাটা আমরা বুঝি না। একটি রাস্তা দিয়ে যদি দশ হাজার গাড়িও চলে যায়, ট্রাফিক বাধা দিবে না। কিন্তু লাইন ভেঙ্গে যদি দশটি গাড়িও যেতে চায় ট্রাফিক যেতে দিবে না। তদ্রূপ আমাদের জীবনেরও সীমানা আছে। সীমা আছে স্বামীর, সীমা আছে স্ত্রীর। শ্বশুর-শাশুড়িরও সীমা আছে, সীমা আছে ননদেরও। যদি প্রত্যেকেই যার যার সীমার ভেতরে থাকে তাহলে সেখানে আন্তরিক এবং সুখের পরিবেশ বিরাজ করবে। কিন্তু যদি সীমা ভেঙ্গে ফেলা হয় তাহলে সংসার ভেঙ্গে যাবে। মর্মর পাথরে তৈরি ঘরও কাঁটা বিছানো মরু সাহারা হয়ে যাবে। আলোকোজ্জ্বল বাড়িঘর হয়ে যাবে অমাবশ্যার অন্ধকার রাতের মতো। আজীবন লালিত সুন্দর স্বপ্নগুলো হয়ে যাবে প্রাচীনকালের পর্বত গুহা। কিন্তু যদি আখলাক সুন্দর হয় তাহলে অন্ধকার ঘরও দ্বাদশীর আলোকোজ্জ্বল আকাশের মতো মনে হবে এবং ঠাণ্ডা চুলায়ও বইবে সুখের সুবাতাস। সামান্য ডাল-ভাতেও পোলাও-কোর্মার স্বাদ অনুভূত হবে। পুরাতন সাদাসিদা খাটে শুয়েও আলীশান পুষ্পশয্যার সুখ অনুভূত হবে। পক্ষান্তরে যদি আখলাক বিকৃত হয়ে যায় তাহলে জীবন বিরাণ হয়ে পড়বে। হৃদয় যদি কাঁটাবিদ্ধ হয় তাহলে ফুলশয্যায়ও নিদ্রা আসে না। ঘরেও ঘুম আসে না, বাইরেও ঘুম আসে না। যদি পরস্পরে হৃদ্যতা, দরদ ও ভালোবাসা না থাকে তাহলে সেখানে এক মুহূর্তও শান্তি ও স্বস্তি অনুভূত হয় না। যেখানে ভালোবাসা নেই সেখানে কি জীবন থাকে? মানুষের হৃদয় হলো কাঁচের মতো। একবার ভেঙ্গে গেলে আর জোড়া লাগে না কখনো। হৃদয় ভাঙ্গে কথায়। মানুষের কথায় অন্তরে সবচেয়ে বেশি আঘাত করে। আল্লাহ পাক মানুষের মুখের উপর বত্রিশটি তালা লাগিয়েছেন। তার উপর লাগিয়েছেন প্রধান গেট। কিন্তু জিহ্বা এমন জালিম সে এই সব তালা ভেঙ্গে প্রধান গেট ভেঙ্গে অনায়াসে বাইরে চলে আসে। অথচ আমাদের সমাজের চোরেরা তো একটি তালাও খুব সহজে ভাঙ্গতে পারে না। আর জিহ্বা ভাঙ্গে বত্রিশটি তালা। প্রতিদিন ভাঙ্গে, প্রতিক্ষণ ভাঙ্গে। মূলত

www.BANGLAKITAB.com

আমাদের সমাজের প্রায় সকল ঝগড়ার বাহন হলো এই জিহ্বা। মুখই সমাজ সংকটের প্রধান উৎস। সুতরাং মুখের ভাষাকে মিষ্টি করতে সচেষ্ট হও।

গুণ ঝগড়া ও তাবিজের

আমাদের এক ধোপী ছিল। কাপড় ধুয়ে দিত। কিন্তু সে ছিল ভীষণ ঝগড়াটে। সে একবার এসে আমার বোনের কাছে তার ছেলের বউদের বদনাম করছিল। বলছিল, আমার বউরা আমার সাথে খুব ঝগড়া করে। আমাকে এমন একটা তাবিজ দাও, যেন তারা সকলে আমার অনুগত হয়ে যায়। আমার বোন বললো, ঠিক আছে। অতঃপর সে একটি কাগজে কিছু লিখে কোন রকম ভাজ করে তার হাতে তুলে দিল। হাতে তুলে দিয়ে বললো, মাসি! তোমার বউয়েরা যখন তোমার সঙ্গে ঝগড়া শুরু করবে তখন তুমি এই তাবিজটি দাঁতের মাঝখানে দিয়ে দাঁত চেপে ধরবে। দাঁত ফাঁক হতে দিবে না। এভাবে এক সপ্তাহ করবে, দেখবে তোমার বউয়েরা তোমার অনুগত হয়ে গেছে। এক সপ্তাহ পর সে বেশ হাসি-খুশি। আমার বোনের কাছে এসে হাজির। বললো, বিবিসাব! আমার ঘরের সব ঝগড়া শেষ হয়ে গেছে। কারণ, সে জিহ্বার নিচে তাবিজ দিয়েছিল। আমাদের এখানে তাবিজ-কবজের প্রচলন আছে। সে ভেবেছিল, হয়তো তাবিজের মধ্যে এমন কিছু লেখা আছে যার দ্বারা নিজে নিজেই ঝগড়া বন্ধ হয়ে যাবে। অথচ তাবিজের তেমন কিছু লেখা ছিল না। তাবিজ, যা করেছে তা হলো তার মুখটা বন্ধ রেখেছে। আমি বলি, আমাদের সংসার বিরান হয় মুখের কারণে। তাই এটা আমার বোনদেরও কর্তব্য যে, তারা যদি পরের সংসারে গিয়ে সুন্দর আচরণ উপহার দিতে পারে তাহলে পুরো ঘর তার অনুগত হয়ে যাবে। তবে তার চাইতে বড় দায়িত্ব হলো ছেলেপক্ষের। কারণ, তারা অন্যের ঘর থেকে একটি মেয়েকে এনে অপরিচিত একটি পরিবেশে তুলেছে। এখানকার সবাই তার অপরিচিত। এখানকার আচার-আচরণও তার কাছে আনকোরা। এতে কোন সন্দেহ নেই, কোন শাশুড়িই মা হন না। কোন শ্বশুরও বাবা হন না। এজন্যেই আল্লাহ পাক শ্বশুর-শাশুড়ি সকলের জন্যেই একটা সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যেন ঘরে ঝগড়ার সৃষ্টি না হয়। যে কোন সংসারকে আবাদ করতে হলে সর্বাগ্রে যা জরুরি তাহলো মিষ্টি কথা এবং সুন্দর চরিত্র। শুধু জ্ঞান-পাণ্ডিত্য দিয়ে সংসার সুখের হয় না। যারা পড়াশোনায় পণ্ডিত হয় তারা বরং দ্রুত ঝগড়া বিবাদে জড়িয়ে পড়ে। ঘন ঘন ফতোয়া দিয়ে বসে।

www.BANGLAKITAB.com

উত্তম চরিত্র : একটি বিরল ঘটনা

সংসার চালাবার ক্ষেত্রে অতি মূল্যবান সম্পদ হলো মুখের মিষ্টি কথা ও চারিত্রিক স্থিরতা। ধৈর্য ছাড়া কোন সংসারই সুখের হয় না। এজন্যে বিবাহ-শাদীর পূর্বেই আমাদের উচিত আমাদের সমাজ জীবন সম্পর্কে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষা ও নির্দেশনামূলক বাণীগুলো সযত্নে পাঠ করে নেয়া। আমাদেরকে গভীরভাবে দেখা উচিত, আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের প্রতি কতটা হৃদয়বান ছিলেন। এখানে উপমা হিসাবে একটি ঘটনা বলি। হিজরী ষষ্ঠ সালে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত মাইমুনা (রা.)-কে বিবাহ করেন। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন উমরাতুল কাযা করার জন্যে মক্কায় গমন করেন তখন হযরত মায়মুনা (রা.)-ও সাথে ছিলেন। রাতের বেলা নিদ্রা ভাঙ্গতেই হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রস্রাবের প্রয়োজন হয়। তিনি উঠে বাইরে চলে যান। পরক্ষণে হযরত মাইমুনা (রা.)-এর ঘুম ভাঙ্গে। ঘুম ভাঙ্গার পর তিনি দেখেন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিছানায় নেই। তিনি চিন্তামগ্ন হন। ভাবেন, কোন সতীনের গৃহে গেলেন কি না। যা মেয়েদের সাধারণ স্বভাব। এই ভেবে তিনি ভেতর থেকে দরজা লাগিয়ে দেন। কিছুক্ষণ পর হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফিরে এসে দরজায় নক করেন। বলেন, দরজা খোল। হযরত মাইমুনা (রা.) বলেন না, দরজা খুলবো না। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কেন? বললেন, আমাকে ছেড়ে অন্যের গৃহে চলে গেছেন। আমি কেন দরজা খুলবো? হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন— আরে আল্লাহর বান্দী। আমি তো আল্লাহর নবী। আমি বিশ্বাসঘাতকতা করি না। এ কথা বলতেই হযরত মাইমুনা (রা.) হত চকিত হয়ে ওঠেন। ভাবেন, সত্যিই তো! আল্লাহর নবী তো খিয়ানত করতেই পারেন না। অতঃপর তিনি দরজা খুলে দেন। দরজা খোলার পর আল্লাহর রাসূল চাইলে তো জুতা দিয়ে পিটুনি-শুরু করে দিতে পারতেন। বলতে পারতেন, কত বড় বেয়াদব বেতমিজ! কিন্তু পিটুনি তো দূরের কথা, একটি শক্ত শব্দও উচ্চরণ করেননি। বরং ঈষৎ মুচকি হেসে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়েছেন।

এই হলো আমাদের চলার পথ। আমাদের দায়িত্ব হলো, আমাদের সন্তানদেরকে এই আদলে গড়ে তোলা। কিন্তু আমরা তো আমাদের জীবনের টার্গেট বানিয়ে নিয়েছি বিত্ত-বৈভব। ফলে আমাদের ঘরে যখন

www.BANGLAKITAB.com

কোন মেয়ে বউ হয়ে আসে তখন আমরা তাকে কাজের মেয়ে বানিয়ে ফেলি। আমাদের সমাজে এমন মানুষ খুব কমই আছে যে পুত্রবধূকে নিজের মেয়ে মনে করতে পারে। বরং আমাদের প্রতিযোগিতা হয়, কে নতুন বউকে কত নতুন ভঙ্গিতে আক্রান্ত করতে পারে তার। অথচ সংসার সুন্দর করতে হলে, সমাজকে সুন্দর করতে হলে ছেলেদের উচিত স্ত্রীদেরকে ভালোবাসা দিয়ে ভরিয়ে দেয়া। মা-বাবার কর্তব্য নতুন বউকে সময় দেয়া এবং তাকে আপন করে নেয়া। তখন হয়তো সে নিজেই সৌভাগ্য মনে করে শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা যত্ন করবে।

এটা বড়ই বেদনার বিষয়, যে মেয়ে বাপের ঘরে কখনও চুলার পাড়ে যায়নি তাকে শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে চাকরানীর মতো কাজ করতে হয় এবং স্বামী তাকে শাসিয়ে দেয়, ঘরের সকলের রান্নাবান্না করা তার কর্তব্য। অথচ শরীয়ত তো স্বামীর রান্না করাটাও তার উপর চাপায়নি। আমাদেরকে স্মরণ রাখতে হবে, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মেয়েদেরকে কাচের সাথে তুলনা করেছেন। সুতরাং তাদেরকে সেভাবে লালন করাটাই আমাদের কর্তব্য। যেভাবে অতি যত্নের সাথে আমরা কাচকে হিফাজত করি। আমি পরিষ্কার ভাষায় বলি, সংসার গড়ে চরিত্রে, ভালোবাসায়। শাসনে, গর্জনে তিক্ততা বাড়ে, বাড়ে ঝগড়া। ভালোবাসায় অন্তর জয় করা যায়। অর্থ দিয়ে অলংকার দিয়ে শাসন দিয়ে অন্তর জয় করা যায় না। অন্তর সেই জয় করতে পারে, যে নীরব থাকতে শিখেছে। যে মাথা নত করতে শিখেছে, ক্ষমা করতে শিখেছে, ভুল দেখেও নীরব থাকতে শিখেছে সেই পারে চারপাশকে জয় করতে।

আখলাক অতি মূল্যবান সম্পদ। আখলাক গঠনের জন্য যে মানের ঈমান চাই, যে পরিমাণে সাধনা চাই দুঃখের বিষয় হলো সে ঈমান ও সাধনা আজ কোথায়? আমরা দেখি, একজন তাবলীগ করছে। তাহাজ্জুদ পড়ছে। অনেক দ্বীনি কাজে ত্যাগের সাথে অংশগ্রহণ করছে। অথচ চারিত্রিক উন্নতির জন্যে যে ত্যাগ সাধনার প্রয়োজন তা থেকে সে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে। অথচ হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষা হলো-

صِلْ مَنْ قَطَعَكَ

যে তোমার সাথে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে তুমি তার সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধন প্রতিষ্ঠা কর।

www.BANGLAKITAB.com

وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ

যে তোমার প্রতি অবিচার করে তুমি তাকে ক্ষমা কর।

وَاعْطِ مَنْ حَرَمَكَ

যে তোমাকে বঞ্চিত করে তুমি তাকে দান কর ।

এ হলো চরিত্র। এগুলো হলো উত্তম চরিত্রের ভিত্তি। যে সংসার এসব গুণ অর্জনে সচেষ্ট হবে তারা সোজা জান্নাতে চলে যাবে। যাদের চরিত্র খারাপ, যারা আখলাকের ধন অর্জন করতে পারেনি। অনেক ইবাদত করেও তাদেরকে জাহান্নামে যেতে হবে। তাদের পরিণতি হবে খুবই ভয়াবহ।

আল্লাহ পাক কোরআনে বলেছেন–

لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَّمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ

তাদের শয্যা হবে জাহান্নামের এবং তাদের উপরের আচ্ছাদনও।

[আ'রাফ : ৪১]

কোরআনে আরো বর্ণিত আছে–

لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَّمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ

তাদের জন্যে থাকবে তাদের উপর অগ্নির আচ্ছাদন এবং নিচের দিকেও আচ্ছাদন। [যুমার : ১৬]

এ জন্য আল্লাহ পাক তাঁর বান্দাদেরকে ডেকে বলেছেন–

يٰعِبَادِ فَاتَّقُوْنَ

হে আমার বান্দাগণ! তোমরা আমাকে ভয় কর। [যুমার : ১৬]

ভয় কর আমাকে। ভয় কর আমার জাহান্নামকে। দুনিয়ার অভাব ও ক্ষুধা ও দারিদ্রকে ভয় কর? এটা তো ভয়ের বিষয় নয়। আসল ভয়ের বিষয় হলো জাহান্নাম।

আল্লাহ পাক বলেছেন–

كُلَّمَا زِدْنَاهُمْ سَعِيْرًا

www.BANGLAKITAB.com

যখনই তা স্তিমিত হয়ে পড়বে আমি তখনই তার জন্যে অগ্নিশিখা বৃদ্ধি করে দিব। [বনি ইসরাইল : ১৭]

এটাই হলো সৌন্দর্য

জান্নাতের কোন কন্যা যদি তার গায়ের ওড়নাটি একবার এই পৃথিবীতে এক পলকের জন্যে ছড়িয়ে দেয় তাহলে গোটা জগত আলোয় উদ্ভাসিত ও সুবাসে আমোদিত হয়ে উঠবে। কোন জীবিত মানুষ যদি জান্নাতি নারীর এক ঝলক প্রত্যক্ষ করে তাহলে তার কলিজা দীর্ণ হয়ে যাবে। কোন মৃতের সঙ্গে যদি তারা কথা বলে, তাহলে মৃতদেহে প্রাণ নেচে উঠবে। সমুদ্রে যদি থুথু ফেলে তাহলে সমুদ্রের পানি সুবাসিত মিষ্টি হয়ে উঠবে। স্বামীর দিকে তাকিয়ে যদি এক বিন্দু মুচকি হাসে তাহলে তার দাঁতের রৌশনী সারা জগত উদ্ভাসিত করে তুলবে। তার মাথার চুল যদি বিকশিত হয়ে পড়ে তবে তা থেকে গোলাপের ঘ্রাণ বিচ্ছুরিত হবে। এই হলো সৌন্দর্য। এই হলো জান্নাতি। এই বেহেশত লাভ করতে হলে ভয় করতে হবে আল্লাহকেই।

কোরআনে বর্ণিত আছে– وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ

আর যে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে তার জন্য রয়েছে দুটি উদ্যান। [আর-রাহমান : ৪৬]

فِيْهِمَا عَيْنٰنِ تَجْرِيٰنِ

উভয় উদ্যানে রয়েছে প্রবহমান দুই প্রস্রবণ। [আর-রাহমান : ৫০]

فِيْهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجٰنِ

উভয় উদ্যানে রয়েছে সব ধরনের ফল দুই দুই প্রকার। [আর-রাহমান: ৫২]

بَطَائِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ

পুরো রেশমের আস্তর বিশিষ্ট। [আর-রাহমান : ৫৪]

অর্থাৎ রেশমের তৈরি চাকচিক্যময় বিছানা বিছিয়ে দেয়া হবে জান্নাতিদের জন্যে। আরো বর্ণিত আছে– وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ

www.BANGLAKITAB.com

দুই উদ্যানের ফল হবে নিকটবর্তী। [আর-রাহমান : ৫৪]

ফল ঝুঁকে থাকবে, ছড়িয়ে থাকবে ছায়া, পাখিরা উড়ে যাবে, প্রবাহিত হবে ঝরনা, সারি সারি সাজানো থাকবে পালংক আরো কত কী! সজ্জিত থাকবে দস্তরখান। পূর্ণ থাকবে পানপাত্র। আরও থাকবে–

فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ

সে সবের মাঝে রয়েছে বহু আনত নয়না। [আর-রাহমান : ৫৬]

كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ

তারা যেন পদ্মরাগ ও প্রবাল। [আর-রাহমান : ৫৮]

لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ

যাদেরকে পূর্বের কোন মানুষ অথবা জিন স্পর্শ করেনি। [আর-রাহমান : ৫৬]

আল্লাহ পাক তাদেরকে আগুন পানি মাটি বাতাস দিয়ে তৈরি করেননি। তাদেরকে তৈরি করেছেন মেশক জাফরান ও কর্পূর দিয়ে। পায়ের আঙুল থেকে নিয়ে হাঁটু পর্যন্ত মেশক ও জাফরানের তৈরি। হাঁটু থেকে বুকের ছাতি পর্যন্ত মেশকের তৈরি। বুকের ছাতি থেকে গ্রীবা অবধি আম্বরের তৈরি। গ্রীবা থেকে মস্তক পর্যন্ত কর্পূরের তৈরি। এ হলো জান্নাতের আনত নয়না হুর। অতঃপর আল্লাহ পাক তাদেরকে জান্নাতি পানি দ্বারা বিধৌত করেছেন। ঢেলে দিয়েছেন ঐশী নূর। তার মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে ঝলক। সেজেছে বধূ। পূর্ণ যৌবনা বধূ। কোনরূপ প্রস্রাব-পায়খানা থেকে পবিত্র, ঋতুস্রাব কিংবা বার্ধক্য কখনও স্পর্শ করবে না তাদেরকে। গর্ভধারণ কখনও আক্রান্ত করবে না তাদের রূপ-সৌন্দর্যকে। তাদেরকে কখনও মৃত্যু নাগাল পাবে না। তারা বিশ্বাসঘাতকতা গালমন্দ এবং সব রকমের চারিত্রিক ত্রুটি থেকে মুক্ত। তাদের এসব গুণ বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তারা থাকবে সদা সুসজ্জিতা। তাদের রূপ-বিভায় কখনও ভাটা পড়বে না। ভাটা পড়বে না তাদের যৌবনে। তারা থাকবে সদা আনন্দিতা। তাদের শরীর আবরণ থেকে সর্বদা বিচ্ছুরিত হবে পুষ্পের মদির সুরভি। তাদের পোশাক ও সাজ-সজ্জার আয়োজন করবেন আল্লাহ স্বয়ং।

www.BANGLAKITAB.com

মৃতদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত

আল্লাহ তাআলা এই জান্নাতি রমণীদেরকে সব রকমের ক্লেদ থেকে পূতঃ পবিত্র রেখেছেন এবং এদের অধিকারী হবে তারাই যারা পবিত্র থাকবে পার্থিব পাপ-পঙ্কিলতা থেকে। তাই হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে বারবার সর্তক করেছেন আমরা যেন আল্লাহর নাফরমানি থেকে বেঁচে থাকি। কবীরা গুনাহ থেকে, অবৈধ উপার্জন থেকে সদা যেন আমরা বিরত থাকি।

কিন্তু আমরা তো এতটা নির্বোধ। সদা ডুবে আছি শরাবে, সুদে, ঘুষে, অবিচারে, প্রতারণায়, গানবাদ্যে এবং মা-বাবার অবাধ্যতায়। আবার এরই ভেতর দিয়ে আল্লাহ পাকের কাছে দুআ করি। আল্লাহ পাকের কাছে আমরা আমাদের মনের আকুতি জানাই। কিন্তু আল্লাহ পাক আমাদেরকে যেসব অন্যায় থেকে বিরত থাকতে বলেছেন তা থেকে মুহূর্তের জন্যও বিরত থাকার কথা চিন্তা করি না। ভাবি না এই অন্যায় অপরাধ আমাদেরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। জান্নাতের কথা ভাবি না, জাহান্নামের কথা ভাবি না, আল্লাহর কথা ভাবি না। মৃত্যু, কবর, হাশর, কবরের একাকীত্ব, হাশরের অসহায়ত্ব কোন কিছুই চিন্তা করি না। আমাদের চোখের সামনে কত চেনা মুখ অঢেল সম্পদ পেছনে রেখে চলে গেল। কিন্তু তাদের দেখে আমরা সামান্যতমও শিক্ষা গ্রহণ করি না।

যারা এক সময় দুর্দান্ত দাপটের সাথে এই পৃথিবীতে রাজত্ব করেছে আজ তাদের কবরের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস কর, তোমার সামনে তো এক সময় এ দুনিয়ার শক্তিশালী বাহাদুরও মাথা নত করে বসে পড়তো। আজ তুমি কেন মাটির গর্ভে পড়ে আছো? আজ তোমার ভেঙ্গে পড়া কবরের মুখে কেন মাকড়সার বাসা? এই পৃথিবীতে একসময় তুমি ছিলে রূপের সম্রাজ্ঞী। গোলাপের পানি দিয়ে গোসল করতে। আজ তোমার দেহের হাড়গুলো আলাদা হয়ে পড়ে আছে। তোমার কবরের পাশে এসে আজ তোমাকে স্মরণ করার মতো কেউ নেই। তোমার কবরের পাশে এসে ফাতিহা পড়ে দুআ করার কেউ নেই। আমাদের উচিত, এখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। যারা একদা এ পৃথিবীতে বিত্তের প্রাচুর্যতার প্রতিযোগিতায় সুদ ঘুষ, জুলুম, শরাব, ব্যভিচার, গানবাদ্য কোন কিছুই ছাড়েনি। তারা তো সবাই আজ মাটির নিচে পড়ে আছে।

www.BANGLAKITAB.com

একদিন আমরাও এদেরই পথ অনুসরণ করে এই কবরের বাসিন্দা হবো। প্রতিদিনের মতো পৃথিবীতে সূর্য ওঠবে, ঘরবাড়ি আবাদ হবে, কাজকর্ম সবই চলবে পূর্বের মতো। চলবে ব্যবসা-বাণিজ্য, সন্তানরা মাকে বিস্মৃত হয়ে যাবে, ভুলে হবে সেই সোহাগিনী মায়ের কথা, যে মা একদা সন্তানের অসুস্থতায় সারারাত শিয়রের কাছে নির্ঘুম কাটিয়েছে। ভুলে যাবে সেই পিতার কথা, যে পিতা সন্তানের মুখে হাসি ফুটাতে গিয়ে নিজের জীবনের সমস্ত সুখ-স্বপ্ন বিসর্জন দিয়েছে। সন্তানের মুখে শখের খাবার তুলে দেয়ার জন্যে প্রচণ্ড রোদে বাজারে ঘুরে বেড়িয়েছে। গ্রীষ্মের দাবদাহে এক দেশ থেকে আরেক দেশে সফর করেছে। পৃথিবী এভাবেই এগিয়ে চলে। কেউ কাউকে স্মরণ রাখে না।

কিয়ামতের ভয়ংঙ্কর দৃশ্যের বর্ণনা

বিশ্বস্ত একমাত্র আল্লাহ ও হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। এর বাইরে যারা রয়েছে সবাই বিশ্বাসঘাতক। সবাই সেই নবীকে প্রাণখুলে দুআ কর, যিনি তেইশ বছর তোমাদের জন্য কেঁদেছেন। তেইশ বছর উম্মত উম্মত বলে বিচলিত হয়েছেন এবং দুনিয়া থেকে যাওয়ার সময়ও তাঁর জপ ছিল একটাই- উম্মত উম্মত। দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণের এক সপ্তাহ পূর্বে হযরত আব্দুলাহ ইবনে মাসউদ (রা.) ও তাঁর সাথী হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাত করতে আসেন। তাঁর চোখ তখন অশ্রুসজল হয়ে যায়। তখন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন– বিদায়ের সময় ঘনিয়ে এসেছে। তোমরা আমার সর্বশেষ সালাম গ্রহণ কর। তোমাদের পর আমার যে সকল উম্মত আগমন করবে তাদেরকেও বলে দিও, তোমাদের নবী তোমাদের প্রতি সালাম জানিয়ে গেছেন।

এই হলেন আমাদের নবী। আজ আমরা কাদের প্রতি আমাদের বিশ্বাসকে অর্পণ করে রেখেছি। বিশ্বাসঘাতকতা করছি কার সাথে? হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিদায় তো মানবতার জন্য এমন বেদনাবিধুর বিষয়, তাঁর বিচ্ছেদে জড় পদার্থ পর্যন্ত কেঁদে ফেলেছে। মসজিদে নববীতে একটি খেজুর গাছ স্থাপিত ছিল। তাতে হেলান দিয়ে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুতবা দিতেন। লোকজন বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে তাঁর জন্যে মসজিদে মিম্বর পাতা হয়। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সেই খেজুর গাছ বাদ

www.BANGLAKITAB.com

দিয়ে মিম্বরে তাশরীফ নেন তখন এই জড় খেজুর গাছ পর্যন্ত বেদনায় হু হু করে কেঁদে ওঠে। আর সেই প্রিয়তম নবী সাহাবায়ে কিরামকে নয় বরং তাঁদের পরবর্তীকালে আগতব্য উম্মতকে সালাম পেশ করে যাচ্ছেন। এই সালাম কিয়ামত পর্যন্ত আগন্তুক অনাগত সমস্ত মুসলমানদের জন্যে।

যখন কিয়ামত ঘনিয়ে আসবে, জাহান্নামকে হাশরের ময়দানে টেনে উপস্থিত করা হবে, জাহান্নাম সজোরে একটি চিৎকার করবে তখন বড় বড় ওলী, আবদাল পর্যন্ত; বড় মুজাহিদ, শহীদ, আলিম পর্যন্ত মাটিতে পড়ে যাবে। কী ফাসেক, কী পাপী, কী ফেরেশতা কী নবী সবাই মাটিতে পড়ে যাবে। সকলের মুখে থাকবে একই জপ– نَفْسِىْ نَفْسِىْ

হে আল্লাহ! আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও!

এটা আমরা সকলেই জানি, ফেরেশতাগণ তো আর জাহান্নামে যাবে না। তবুও পরিস্থিতির ভয়াবহতায় তারাও ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে মাটিতে পড়ে যাবে। সমস্ত মানুষ নাফসী নাফসী বলে চিৎকার করতে থাকবে। নাফসী নাফসী বলে চিৎকার করবেন সমস্ত নবী। কী আদম (আ.), কী নূহ (আ.), কী ইদরীস (আ.), কী ইবরাহীম (আ.), কী হারুন (আ.), কী ইয়াকুব (আ.), কী ইসহাক (আ.), কী ইউসুফ (আ.), কী ইসমাঈল (আ.), কী দাউদ (আ.), কী সুলাইমান (আ.), কী ইয়াহইয়া (আ.), কী যাকারিয়া (আ.), কী ইউনুস (আ.), কী ঈসা (আ.), সবার মুখেই একই আকুতি– নাফসী! নাফসী! হযরত ইবরাহীম (আ.) বলবেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আমার বাবার জন্য প্রার্থনা করছি না, তুমি শুধু আমাকে রক্ষা কর। হযরত ঈসা (আ.) বলবেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আমার মায়ের জন্য প্রার্থনা করছি না, তুমি আমাকে রক্ষা কর। অথচ তাঁরা হলেন কত উঁচু স্তরের নবী। নবী হয়েও সেদিন তাঁদের আকুতি হবে- নাফসী, নাফসী। আর আমরা? আমরা নামায তরক করেছি, রোযা রাখিনি, সুদ খেয়েছি, মাকে গালি দিয়েছি, বাপকে ধাক্কা দিয়েছি, ভাইয়ের অধিকার হরণ করেছি, মদ পান করেছি, গানবাদ্য শুনেছি, মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছি, অপরের সম্পদ জোর করে দখল করেছি, মাপে ভেজাল দিয়েছি, জুয়া খেলেছি। অথচ আমরা এখনও মধুর ঘুমে বিভোর। আমাদের অবস্থা দেখে মনে হয় যেন আমরা সারা জীবনে কখন পাপই করিনি।

আজ খলীলুল্লাহকে দেখ–

www.BANGLAKITAB.com

খলীলুল্লাহ বলছেন, হে আল্লাহ আমাকে বাঁচাও!

আজ কালীমুল্লাহকে দেখ–

কালীমুল্লাহ বলছেন, হে দয়াময় আমাকে রক্ষা কর!

আজ যবীহুল্লাহকে দেখ–

যবীহুল্লাহ বলছেন, হে করুণাময় আমাকে বাঁচাও!

আজ রূহুল্লাহকে দেখ–

রূহুল্লাহ বলছেন- হে রাব্বুল আলামীন আমাকে রক্ষা কর!

হযরত ঈসা (আ.) বলবেন- আমি আমার মায়ের জন্য প্রার্থনা করছি না। আমি প্রার্থনা করছি আমার কাজের জন্য। হে আল্লাহ! আমাকে বাঁচাও।

নবী যখন আপন মায়ের কথা ভুলে যাবেন তখন কি আর কোন স্ত্রী তার স্বামীকে স্মরণ করবে? তখন কি কোন বাবা তার সন্তানকে স্মরণ করবে? স্বামী কি স্মরণ করবে তার স্ত্রীর কথা?

এদিকে তাকিয়ে দেখ, এ হলো হাশরের ময়দান। যে নবীর বাণী ও পয়গাম দুনিয়ার সমস্ত মানুষ থেকে আলাদা। যাঁর ফরিয়াদ স্বতন্ত্র। যাঁর কান্না অন্যদের মতো নয়। যাঁর দুআ সমস্ত মানুষের দুআ থেকে আলাদা। সেই নবীও আজ মহান প্রভুর দরবারে হাত তুলে কাঁদছেন- নাফসী, নাফসী! আর তখন আমাদের নবী তাঁর প্রভুর দরবারে হাত তুলে প্রার্থনা করছেন–

يَارَبِّ أُمَّتِىْ أُمَّتِىْ

হে আল্লাহ! আমার উম্মতকে বাঁচাও! আমার উম্মতকে বাঁচাও!

এত বড় দয়ালু নবী পেয়েও আজ আমরা তাঁর জীবনাদর্শকে উপেক্ষা করে চলছি আমরা আমাদের জীবনের পদে পদে তাঁর রেখে যাওয়া প্রিয় সুন্নাতগুলোকে অবলীলায় বর্জন করে চলছি।

যেভাবে একদা আমার নবী এই পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন ইয়াতীম হয়ে, কোন ধাত্রী ইয়াতীম বলে তাঁকে কোলে তুলে নিতে চায়নি- আজ আমার সেই নবীর দ্বীনও ইয়াতীম হয়ে পড়েছে। আজকের তরুণরা আমার নবীর দ্বীনকে বুকে তুলে নিতে প্রস্তুত নয়। তারা নাচ-গানের আশিক। সমাজের ব্যবসায়ীরা আমার নবীর দ্বীনকে তুলে নিতে প্রস্তুত নয়। তারা বলে আমার ব্যবসা নষ্ট হবে। সমাজের জমিদাররা আমার

www.BANGLAKITAB.com

নবীর দ্বীনকে তুলে নিতে প্রস্তুত নয়। তারা বলে, তাহলে আমাদের কৃষি খামার নষ্ট হয়ে যাবে। রাজনীতিকরা আমার নবীর দ্বীনকে বুকে তুলে নিতে প্রস্তুত নয়। তারা বলে, তাহলে আমাদের রাজনীতি খতম হয়ে যাবে। আজ দেশের শাসক, আদালতের বিচারপতি এবং চেম্বারের উকিল কেউই আমার নবীর দ্বীনকে বুকে তুলে নিতে রাজি নয়।

তাদের কথা কী বলবো, এই যে পথের পাড়ে বসে অসহায় গরীব মজদুর যারা কলা বিক্রি করে তারাও আমার নবীর আদর্শকে গ্রহণ করতে তৈরি নয়। সেদিন আরবের প্রতিটি ধাত্রী যেভাবে আমার নবীকে উপেক্ষা করেছিল ঠিক তেমনি আজ আমাদের সমাজের প্রতিটি মানুষ আমার নবীর দ্বীনকে উপেক্ষা করে চলছে। পবিত্র ইসলামকে সযত্নে তুলে নেয়ার মতো আজ কেউ নেই। এখন সবাই সম্পদের গোলাম। খানাপিনার গোলাম। আরাম-আয়েশের গোলাম। পোশাকের গোলাম। ঘরবাড়ির গোলাম। চাকরির গোলাম। অথচ একবার ভেবে দেখ, যে নবীকে তুমি জীবনের কোথাও বুকে তুলে নিতে পারনি, সেই নবীই হাশরের ভয়াবহ মুহূর্তে তোমাদেরকে ভুলে যাবেন না। বরং তিনি সেখানেও কাঁদবেন। ইয়া আল্লাহ! উম্মাতি, উম্মাতি!

একজন বেদুইনের নবীপ্রেম

এই ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) ও ইমাম নববী (র.) একদিন আলকাম, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওযার পাশে উপবিষ্ট তখনই এক বেদুইন এসে উপস্থিত। এসেই সে এই বলে সালাম আরম্ভ করলো–

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ....

অতঃপর বলতে লাগলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার রবকে আমি বলতে শুনেছি–

وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ جَائُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ
وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا

www.BANGLAKITAB.com

যখন তারা নিজেদের প্রতি জুলুম করে তখন তারা তোমার কাছে আসলে ও আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলে এবং রাসূলও তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করলে তারা অবশ্যই আল্লাহকে পরম ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালুরূপে পাবে। [নিসা : ৬৪]

অতঃপর সে বলতে লাগলো–

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَسْتَغْفِرُبِكَ اِلٰى رَبِّى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ .....

হে রাসূল! আমি আপনার কাছে এসেছি, আমি আমার পাপকে স্বীকার করছি। আপনার অসিলা দিয়ে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আল্লাহ পাক যেন আপনার অসিলায় আমাকে ক্ষমা করে দেন। এরপর সে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শানে তার রওজা মুবারকের পাশে দাঁড়িয়ে দুটি কবিতা আবৃত্তি করে। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওজা মুবারকের দুই পাশে আজও সেই কবিতা দুটি লেখা আছে। অতঃপর বেদুইন আবৃত্তি করে-

نَفْسِ الْفِدَاءُ لِقَبْرٍ اَنْتَ سَاكِنُهٗ فِيْهِ الْعُفَافُ وَفِيْهِ الْجُوْدُ وَالْكَرَمُ

জীবন আমার উৎসর্গ হোক
তোমার সমাধির তরে-
পবিত্রতা বদান্যতা আর
সম্মানের নিবাস যেখানে

اَنْتَ الشَّفِيْعُ الَّذِىْ تُرْجٰى شَفَاعَتَهٗ عَلَى الصِّرَاطِ مَا زَاقَ قَدَمٌ

পুলসিরাত! যেখানে পা পদস্খলিত হয় সেখানে তোমার শাফায়াতই কাম্য। কিয়ামত হবে বড়ই ভয়াবহ। ইরশাদ হয়েছে-

وَالسَّاعَةُ اَدْهٰى وَاَمَرُّ

www.BANGLAKITAB.com

এবং কিয়ামত হবে কঠিনতর ও তিক্ততর। [কামার : ৪৬]

কিয়ামত এক ভয়ংকর বিষয়। কিয়ামত হবে প্রতিটি মানুষের জন্যেই এক মহা ভীতিপ্রদ পরিবেশ। মানব জীবনে সবচেয়ে বড় সংকট হলো কিয়ামত। কিন্তু শয়তান আমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, আমাদের জীবনের সবচাইতে বড় বিষয় দুনিয়া। দুনিয়াই আমাদের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কাজেই ছুটে দুনিয়ার পেছনে। তাই আমরা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলকে ভুলে গেছি। দুনিয়ার দু'পয়সায় আমরা বিক্রি হয়ে গেছি। অথচ আমাদের সামনে রয়েছে মহা সংকটময় পুলসিরাত। পুলসিরাত সেই পার হতে পারবে যাকে আল্লাহ পার করাবেন। তিন হাজার বছরের পথ, তিন হাজার বছরের অন্ধকার, আলো নেই, অতি ধারালো, প্রশস্ত নয় অতি সংকীর্ণ, এই পুলসিরাত সেই পার হতে পারবে যাকে আল্লাহ পাক পার করাবেন। বেদুইন সেই পুলসিরাতের কথাই বলেছে উপরের কবিতায়। বেদুইন বলেছে- 'আমাদের কাছে তো কিছু নেই। পুলসিরাত পার হয়ে যাওয়ার মতো তোমার শাফায়াত ব্যতিত আর কোন ভরসা নেই'।

সত্যিই পুলসিরাত পার হওয়ার জন্য একমাত্র ভরসা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শাফায়াত। তাঁর শাফায়াত যার ভাগ্যে জুটবে না সে পুলসিরাত পার হতে পারবে না। উম্মত যখন পুলসিরাত ওঠে দাড়াবে তখন আমাদের নবী পুলসিরাতের খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে যাবেন। বলতে থাকবেন -

يَارَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ

হে আল্লাহ! আমার উম্মতকে ওপাড়ে পৌছে দাও, আমার উম্মতকে ওপাড়ে পৌছে দাও।

আমি আবু বকর ও উমর (রা.) কেও ভুলতে পারি না। যতদিন পর্যন্ত কলম সচল থাকবে, চলবে সাহিত্যিকের সাহিত্য, লেখকের লেখনি যতদিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে হে নবী! আমার সালাম আপনার প্রতি, আপনার মহান দুই সাথীর প্রতি।

বেদুইন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমীপে কবিতা আবৃত্তি করে শোনালো। অতঃপর চলে গেল। সেখানে উপবিষ্ট

www.BANGLAKITAB.com

আলকাম তন্দ্রাচ্ছন্ন হলো এবং তার নিদ্রা পেল। নিদ্রাতেই স্বপ্নে দেখে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপস্থিত। রাসূল (সা.) তাকে বলছেন, আলকাম ওঠ! আমার উম্মতকে গিয়ে ধর। সুসংবাদ দাও। তোমাকে মহান প্রভু ক্ষমা করে দিয়েছেন। এ হলো আমাদের নবী। দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করার পরও আমাদের প্রতি করুণা করতে ভুলেননি। অথচ আমরা তাঁকে ভুলে গেছি। এর থেকে অবিচারের কথা আর কী হতে পারে? আমরা আজ আমাদের নবীর পথ ভুলে গেছি। আমরা কোথায় যাচ্ছি কোথায় আমাদের গন্তব্য তা আমরা নিজেরাও জানি না। অথচ কিয়ামতের ঘন্টা বেজে উঠেছে।

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন- যখন দেখবে সন্তান তার মায়ের সাথে চাকর-বাকরের মতো আচরণ করবে, আরবরা উঁচু উঁচু অট্টালিকা নির্মাণ করবে মনে করবে কিয়ামত ঘনিয়ে এসেছে। আজ আমাদের সমাজের দিকে তাকিয়ে দেখুন, সন্তানরা তাদের মায়েদের সাথে কী আচরণ করছে? আরবের দিকে চোখ তুলে তাকান, দেখুন গগনস্পর্শী সারি সারি প্রাসাদ। এ দেখে কী মনে হয়? সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। সূর্য রক্তিম হয়ে উঠেছে। কিয়ামতের আর বেশি বাকি নেই। তাছাড়া হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এও বলেছেন-

مَنْ مَاتَ فَقَامَتْ قِيَامَتُهُ ....

যে মারা গেল সে তো কিয়ামতের মুখোমুখি হয়ে গেল'। সুতরাং আমাদের সবারই উচিত কিয়ামতের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করা। আমাদের প্রভু তো পরম দয়ালু। তিনি আমাদের সমস্ত কিছুই জানেন। তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেনিজেদের আখিরাতকে সহজ করে নেয়া। তাছাড়া হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আমাদের সম্পর্ক শুধরে নেয়ার এখনই তো সময়। তিনি তো আমাদের জন্যেই পেটে পাথর বেধেছেন। তালিযুক্ত ছেঁড়া কাপড় পরিধান করেছেন। স্বীয় সন্তানকে দুঃখ-দুর্দশায় লালন-পালন করেছেন। দুআ করেছেন-

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ اٰلِ مُحَمَّدٍ قُوْتًا.

হে আল্লাহ! মুহাম্মাদের পরিবারকে খুব সামান্য রিযিক দাও।

www.BANGLAKITAB.com

এই কষ্ট এজন্য করেছেন যে আমরা যাতে ভালো থাকি। যেন আমাদের সন্তানরা সুখে থাকে। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবারের চেয়ে উত্তম পরিবার এই জগতে আর কোন পরিবার হতে পারে? তাঁদের জন্যে তো আল্লাহ পাক বেহেশতে সুউচ্চ আসন তৈরি করে রেখেছেন। তাঁর স্ত্রীগণকে আল্লাহ পাক আমাদের মা বানিয়েছেন। তাঁর সন্তানদেরকে বানিয়েছেন জান্নাতের সরদার। হযরত হাসান হুসাইন (রা.) হবেন বেহেশতি যুবকদের সরদার। হযরত ফাতিমা (রা.) হবেন জান্নাতি নারীদের সরদার। অথচ তাঁদেরই জন্যে আল্লাহর রাসূল দুআ করছেন স্বল্প রিযিকের। যেন কিয়ামত পর্যন্ত উম্মত এ কথা বলতে না পারে, তিনি তো তাঁর সন্তান-পরিবার ও সন্তানদের আদর-আহ্লাদে সুখে-ভোগে লালন-পালন করেছেন। আর আমাদেরকে রেখে গেছেন দুঃখ-কষ্টে।

তিনি তাঁর সন্তানদেরকে বরং কষ্টে ঠেলে দিয়েছিলেন। অসহায় নিষ্পাপ শিশুরা জীবন বিলিয়ে দিয়েছে। হযরত হুসাইন (রা.) কারবালায় নির্দয় নির্মমভাবে শাহাদতবরণ করেছেন। এটা এ কারণে হয়েছে যেন এ থেকে আমরা সান্ত্বনা লাভ করি। আমরা যেন হুকুমতের কুরসী, অর্থের মোহ আর সম্পদের প্ররোচণার কাছে হেরে না যাই। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখিয়েছেন, বর্শার উপর দাড়িয়ে থেকেও আমার সন্তানরা পিছপা হয়নি। তাঁদের শরীরের উপর দিয়ে ঘোড়া চালানো হয়েছে। তবুও তাঁরা দমে যায়নি। তাঁরা জীবনবাজি রেখে আখিরাতকে জয় করেছেন। জান্নাত জয় করেছেন। তাঁরা শানিত বর্শার উপর দাঁড়িয়ে আরশে আজীমে নিজেদের নাম লিখিয়ে নিয়েছেন। সুতরাং তার উম্মত হয়ে আমরা সম্পদের দাস হবো, অট্টালিকার দাস হবো, বাণিজ্যের দাস হবো, সুনামের দাস হবো- এ তো হতে পারে না।

আমি সর্বদাই বলি, আমাদের প্রতিপালক এত দয়ালু, এক বছর নয় হাজার বছর নয়, কোটি বছর নয়, তোমার পাপ যদি আসমানের উচ্চতা পর্যন্ত পৌছে যায় আর একবার তুমি আল্লাহ বলে চিৎকার করতে পার তাহলে তিনি তোমাকে মাফ করে দিবেন। কোন মা-ও কি তার সন্তানের প্রতি এতটা দয়াপরবশ হয়? একবার অপরাধ কর, তারপর মাফ চাইতে যাও। দেখবে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। কিন্তু এখানে হাজারবার পাপ করেও যদি একবার বলতে পার, হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দাও! মুখ

www.BANGLAKITAB.com

ফিরিয়ে নিবেন না। সাথে সাথে রহমাতের কোলে তুলে নিবেন। সত্যিই তাঁর সবকিছুই তুলনাহীন।

مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ تَلَقَّيْتُهُ مِنْ بَعِيْدٍ

বান্দা যদি আমার দিকে এগিয়ে আসে আমি আরশ থেকে নেমে এসে তাকে তুলে নেই।

তিনি আরও বলেছেন- مَنْ أَعْرَضَ عَنِّي نَادَيْتُهُ عَنْ قَرِيْبٍ

যে আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আমি স্বয়ং তার কাছে চলে আসি।

সুতরাং আমাদের জীবনের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত তাঁর অপছন্দের পথকে পরিহার করে তাঁর পথে ওঠে আসা। যে পথ দেখিয়েছেন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। কিয়ামত ঘনিয়ে এসেছে। চারদিকে হুশিয়ারী সংকেত বেজে উঠেছে। আল্লাহর শাস্তি বড়ই ভয়ানক।

কোরআনে বর্ণিত আছে-

فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ

অতঃপর তোমার প্রতিপালক তাদের প্রতি শাস্তির কষাঘাত হানলেন। [ফাজর : ১৩]

তিনি অতীতে অপরাধীদের আযাব দিয়ে আমাদেরকে সর্তক করেছেন। আমরা যেন সাবধান হতে পারি। আমরা যেন তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করতে পারি। এটাই আমার শেষ পয়গাম। আপনাদের প্রতি এটাই আমার শেষ আহ্বান। আল্লাহ পাক যদি আমাদের প্রতি অসুন্তুষ্ট থাকেন তাহলে মনে করতে হবে, আমাদের জীবন কোন জীবন নয়। এমন জীবনের চাইতে মরে যাওয়া উত্তম। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে সুমতি দান করুন। তাওবা করে তাঁর কাছে ফিরে যাওয়ার তাওফীক দিন। আমীন।

কবরের অন্ধকার রাত সম্পর্কে বর্ণনা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ

www.BANGLAKITAB.com

سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. أَمَّا بَعْدُ: فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ. قُلْ هٰذِهِ سَبِيْلِيْ أَدْعُوْا إِلَى اللّٰهِ عَلٰى بَصِيْرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ .... وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَبَا سُفْيَانَ جِئْتُكُمْ بِكَرَامَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

আল্লাহর পরিচয়

এই বিশ্ব জাহানের পালনকর্তা আল্লাহ।

لَيْسَ مَعَهُ إِلٰهٌ يُّخْشٰى

তাঁর সাথে এমন কোন অংশীদার নেই যাকে ভয় করা হবে।

وَلَا رَبٌّ يُّرْجٰى

এমন কোন প্রভু নেই যার কাছে কিছু আশা করা যায়।

وَلَا حُجَبٌ يُّرْشٰى

মাঝে এমন কোন মধ্যস্থতাকারী নেই যাকে দিয়ে সুপারিশ করাতে হবে।

وَلَا وَزِيْرٌ يُّؤْتٰى

তাঁর কোন উজির নেই যাকে ঘুষ দিয়ে কাজ সিদ্ধি করতে হবে।

قَاهِرٌ بِلَا مُعِيْنٍ

তিনি পরাক্রমশালী। তাঁর কোন সাহায্যকারী নেই।

www.BANGLAKITAB.com

سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ. اَمَّا بَعْدُ: فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ. قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِىْ اَدْعُوْا اِلَى اللّٰهِ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِىْ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ..... وَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا اَبَا سُفْيَانَ جِئْتُكُمْ بِكَرَامَةِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ

আল্লাহর পরিচয়

এই বিশ্ব জাহানের পালনকর্তা আল্লাহ।

لَيْسَ مَعَهٗ اِلٰهٌ يُخْشٰى

তাঁর সাথে এমন কোন অংশীদার নেই যাকে ভয় করা হবে।

وَلَا رَبٌّ يُرْجٰى

এমন কোন প্রভু নেই যার কাছে কিছু আশা করা যায়।

وَلَا حُجَبٌ يُرْشٰى

মাঝে এমন কোন মধ্যস্থতাকারী নেই যাকে দিয়ে সুপারিশ করাতে হবে।

وَلَا وَزِيْرٌ يُؤْتٰى

তাঁর কোন উজির নেই যাকে ঘুষ দিয়ে কাজ সিদ্ধি করতে হবে।

قَاهِرٌ بِلَا مُعِيْنٍ

তিনি পরাক্রমশালী। তাঁর কোন সাহায্যকারী নেই।

www.BANGLAKITAB.com

مُدَبِّرٌ بِلَا مُشِيْرٍ

তিনি বিশ্ব জাহানের ব্যবস্থাপক। তাঁর কোন পরামর্শদাতা নেই।

وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا

এদের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। [বাকারা : ২৫৫]

لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ

তাঁকে তন্দ্রা স্পর্শ করে না। [প্রাগুক্ত]

وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوْبٍ

আমাকে কোন ক্লান্তি স্পর্শ করেনি। [ক্বাফ : ৩৮]

وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا

তোমার প্রতিপালক ভুলবার নন। [মারিয়াম : ৬৪]

وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِيْنَ

তারা ব্যর্থও করতে পারবে না। [যুমার : ৫১]

لَا يَضِلُّ رَبِّيْ وَلَا يَنْسَى

আমার প্রতিপালক ভুল করেন না এবং বিস্মৃতও হন না। [ত্বহা : ৫২]

اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ

তিনি চিরঞ্জীব সর্বসত্তার ধারক। তাঁকে তন্দ্রা অথবা নিদ্রা স্পর্শ করে না। আসমান ও জমীনে যা কিছু আছে সবকিছু তাঁরই। [বাকারা : ২৫৫]

هُوَ الْاَوَّلُ ..... لَيْسَ قَبْلَهٗ شَيْءٌ

তিনিই প্রথম, তাঁর পূর্বে কেউ নেই।

www.BANGLAKITAB.com

قَدِيْمٌ بِلَا اِبْتِدَاءٍ

অনাদি, তাঁর কোন আদি নেই।

وَدَائِمٌ بِلَا اِنْتِهَاءٍ

তিনি চিরন্তন, তাঁর কোন অন্ত নেই।

وَالظَّاهِرُ لَيْسَ فَوْقَهُ شَيْئٌ

তিনি চির প্রকাশিত। তাঁর উপরে কিছু নেই।

وَالْبَاطِنُ لَيْسَ دُوْنَهُ شَيْئٌ

তিনি গোপন, তাঁর নিচেও কিছু নেই।

لَا تَرَاهُ الْعُيُوْنُ

মানুষের চোখ তাঁর পর্যন্ত পৌঁছতে অপারগ।

وَلَا تُخَالِطُهُ الظُّنُوْنُ

কল্পনা তাঁকে স্পর্শ করতে অক্ষম।

كُلُّ شَيْئٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهُ

আল্লাহর সত্তা ব্যতীত সবকিছুই ধ্বংসশীল। [কাসাস : ৮৮]

বিচার দিবসের বর্ণনা

একদিন আমাদের সকলকেই তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। মনে রাখতে হবে, তিনি গাফেল নন। তিনি দুর্বল নন, তিনি পাকড়াও করতে পারেন। মারতে পারেন, ধ্বংস করতে পারেন। তারপরও তিনি আমাদেরকে মারেন না, পাকড়াও করেন না। কেন করেন না? এর দুটি কারণ রয়েছে। প্রথম কারণ হচ্ছে, এই দুনিয়াটাকে তিনি বিচার আচারের জগত হিসেবে সৃষ্টি করেননি। বিচারের জন্যে নির্দিষ্ট করে রেখেছেন আখিরাত, ইরশাদ হয়েছে—

www.BANGLAKITAB.com

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا

নিশ্চয়ই নির্ধারিত আছে বিচার দিবস। [নাবা : ১৭]

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ

নিশ্চয়ই সকলের জন্যে নির্ধারিত আছে তাদের বিচার দিবস। [দুখান : ৪০]

কাজেই আমাদের বিচার দিবস সমাগত। সেদিন ভালোমন্দ তিনি আলাদা করে ফেলবেন। কিয়ামতের দিন ঘোষণা দিবেন-

وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ

হে অপরাধীরা! তোমরা আজ পৃথক হয়ে যাও। [ইয়াসীন : ৫৯]

হতে পারে এই পৃথিবীতে যারা ভালো মানুষ, সৎ মানুষ হিসেবে পরিচিত ছিল তারা হয়তো সেদিন পাপীদের কাতারে গিয়ে দাঁড়াতে বাধ্য হবে। প্রত্যেকের ভেতরের অবস্থা আল্লাহ পাক খুব ভালো জানেন। তিনি তো খুব ভালো করেই জানেন, আমার অন্তরে কী আছে। তিনি সকল দোষ ত্রুটির উর্ধ্বে। সমস্ত সৃষ্টি তার অনুগত। তিনি এই বিশাল সৃষ্টি জগত তাঁর কোন স্বার্থে সৃষ্টি করেননি। তিনি ইরশাদ করেছেন- হে মানবজাতি! আমি তোমাদেরকে এজন্য সৃষ্টি করিনি যে, তোমাদের দ্বারা আমি আমার ভাণ্ডার পূর্ণ করবো। আমার একাকীত্ব দূর করবো। অথবা আমার কোন কাজে তোমরা আমাকে সহযোগিতা করবে। বরং আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি-

إِنَّمَا خَلَقْتُكُمْ لِتَعْبُدُونِي فَضِيلًا وَتَذْكُرُونِي كَثِيرًا وَتُسَبِّحُونِي بُكْرَةً وَأَصِيلًا

যেন তোমরা সকাল-সন্ধ্যা আমার ইবাদত কর, আমাকে বেশি বেশি স্মরণ কর এবং আমার পবিত্রতা বর্ণনা কর।

যখন কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। এই বিস্তীর্ণ জমীন সুউচ্চ আসমান সবকিছুই বিচূর্ণ হয়ে যাবে। তিনি সেদিন ধমকের সুরে শুধাবেন, কে তোমাদের বাদশাহ? ইরশাদ হবে-

اَلْمَلِكُ

www.BANGLAKITAB.com

তিনিই অধিপতি। [হাশর : ২৩]

اَلْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ

তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক। [প্রাগুক্ত]

اَلْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارِ الْمُتَكَبِّرِ

তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অতীব মহিমান্বিত। [প্রাগুক্ত]

তিনি সেদিন সবাইকে লক্ষ্য করে বলবেন- اَيْنَ الْمُلُوْكُ

তোমাদের রাজা-বাদশাহরা আজ কোথায়? اَيْنَ الْجَبَّارُوْنَ

আজ কোথায় দুনিয়ার অত্যাচারীরা? لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ

আজ কর্তৃত্ব কার? [মু'মিন : ১৬]

সেদিন কথা বলার কেউ থাকবে না। জবাব দেয়ার কেউ থাকবে না। উপরন্তু সেদিন নিজেই জবাব দিবেন। ঘোষিত হবে-

لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

পরাক্রমশালী এক আল্লাহর!

অর্থাৎ রাজত্ব ও কর্তৃত্ব একমাত্র তাঁরই। তাঁর সঙ্গে কেউ লড়তে পারে না। তাঁর শক্তিকে কেউ ছিনিয়ে নিতে পারে না। তাঁর থেকে কেউ পালিয়ে বাঁচতে পারে না।

ইরশাদ হবে- اَيْنَ الْمَفَرُّ

-আজ পালাবার স্থান কোথায়? [কিয়ামা : ১০]

আরও ইরশাদ হবে- لَاتَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ

-তোমাদের কিছুই আজ গোপন থাকবে না। [হাক্কা : ১৮]

আরও ইরশাদ হবে- لَاتَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطَانٍ

www.BANGLAKITAB.com

–তোমরা সনদ ব্যতিরেকে অতিক্রম করতে পারবে না। [আর-রাহমান : ৩৩]

এ হলো আমাদের আল্লাহ। এ হলো আল্লাহর পরিচয়। এমনি মহান শক্তিশালী আল্লাহর দরবারে আমাদেরকে কাল কিয়ামতের দিন উপস্থিত হতে হবে। উপস্থিত হতে হবে একাকী। কোরআনে ঘোষিত হয়েছে–

وَلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادٰى كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ

তোমরা তো আমার কাছে নিঃসঙ্গরূপে এসেছো। যেমন আমি প্রথমে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম। [আনআম : ৯৪]

সেখানে সবাই একাকী হবে। মা অচেনা হয়ে যাবেন। স্ত্রী স্বামীকে চিনবে না। সন্তানরা সঙ্গ ছেড়ে দিবে। বন্ধুরা মুখ ফিরিয়ে নিবে। সেখানে শত্রু-মিত্র সবাই সমান। সকলেই ভাববে নিজের মুক্তির কথা। হাত কথা বলবে, আমি জুলুম করেছিলাম। পা বলে দিবে, হে আল্লাহ! আমি তোমার অবাধ্যতায় পথ চলেছিলাম। পেট বলবে, আমি তোমার নিষিদ্ধ খানাপিনা গ্রহণ করেছিলাম। আমার এই শরীর, আমার এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হবে আমার প্রতিপক্ষ। আমার পরিবার-পরিজন আমাকে ছেড়ে যাবে। অপরাধী সেদিন এই বলে আক্ষেপ করবে–

يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِىْ مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍۢ بِبَنِيْهِ

পাপী সেদিনের শাস্তির বদলে দিতে চাইবে তার সন্তান-সন্ততিকে [মাআরিজ :১১]

وَصَاحِبَتِهٖ وَاَخِيْهِ

তার স্ত্রী-ভ্রাতাকে। [প্রাগুক্ত]

وَفَصِيْلَتِهِ الَّتِىْ تُؤْوِيْهِ

তার জ্ঞাতী গোষ্ঠী যারা তাকে আশ্রয় দিত। [প্রাগুক্ত : ১৩]

সকল আপনজনকে বিসর্জন দিয়ে হলেও নিজেকে বাঁচাতে সচেষ্ট হবে। তারপর বলবে, এও যদি কবুল না হয় তাহলে–

وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا

এবং দুনিয়ার সকলকে। [প্রাগুক্ত : ১৪]

www.BANGLAKITAB.com

বলবে, দুনিয়ার সকল মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে হলেও আমাকে বাঁচাও প্রভু। কিন্তু আল্লাহ তাআলার সাফ-সাফ জবাব- كَلَّا

না, কখনো না। [প্রাগুক্ত : ১৫]

প্রিয় বোনেরা আমার

মরণ যদি মরণ হতো তাহলে তো কোন ভয় ছিল না। মৃত্যুর পর যদি আর জেগে ওঠার বিষয় না থাকতো তাহলে তো সবকিছুই ছিল পানির মতো সহজ। কিন্তু বিপদ হলো এ মরণ তো মরণ নয়। এ মরণ থেকে পুনরায় জেগে উঠতে হবে। কাজেই এখানে যদি আমরা গাফলতের সাথে, অলসতার সাথে মৃত্যুবরণ করি তাহলে আগামীতে আমাদেরকে ভয়ংকর পরিণতির মুখোমুখি হতে হবে। আর যদি সাথে করে কিছু নিয়ে যেতে পারি তাহলে আমাদের ভবিষ্যত জীবন হবে খুবই সুন্দর সুখময়। সে এক মহাজীবন, শুরু আছে শেষ নেই। আমাদের এই পৃথিবী খুব দ্রুতগতিতে তার পরিণতির দিকে ছুটে চলেছে। যে মারা যায় সেই কিয়ামতের মুখোমুখি দাঁড়ায়। এই পৃথিবীতেও একটি কিয়ামত সংঘটিত হবে। এই দুনিয়ার দিন খুব দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। মৃত্যুর আঘাত এই পৃথিবীকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিবে। আমরা অসহায় হয়ে যাবো, আমরা নিক্ষিপ্ত হবো কবরের সংকীর্ণ কুঠরীতে। সেখানে একজন মানুষ চিৎকার করতে চাইলে চিৎকার করতে পারবে না। কিছু বলতে চাইলে বলার সুযোগ পাবে না। মৃতকে যখন কবরের দিকে নিয়ে যাওয়া হয় তখন সে কাতরকণ্ঠে আকুতি জানায়- لَا تُقَدِّمُوْنِي

আমাকে কবরের দিকে নিয়ে যেও না।

দুনিয়ার সকল সৃষ্টি তার এই কান্না শোনে। তার এই আকুতি সবাইকেই শুনতে পায়। কিন্তু তখন তার অবকাশের সময় শেষ।

কবরে পোকা-মাকড়ের বাসস্থান

সমগ্র পৃথিবীই এখন দ্রুত ধাবমান এই ভয়াবহ পরিণতির দিকে। আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে আকণ্ঠ ব্যস্ত আছি। আমাদেরকে অবশ্যই মরতে হবে। এটা কত বড় বিষয়! কিন্তু সে কথা ভাবি না। আমরা প্রতিদিনই আমাদের বিছানা থেকে পুরান চাদর সরিয়ে সেখানে নতুন চাদর

www.BANGLAKITAB.com

বিছাই। একবার কী ভেবে দেখেছি, যখন আমরা মাটির বিছানায় শোব তখন আমাদের অবস্থা কী হবে? এখানে বাল্ব ফিউজ হওয়ার সাথে সাথে আরেকটি নতুন বাল্ব লাগিয়ে নিই। কিন্তু তখন আমাদের পরিণতি কী হবে, যখন আমরা আশ্রিত হবো অন্ধকার ঘরে। এখানে কলিং বেল লাগানো আছে। কলিং বেল চাপ দিতেই চাকর উপস্থিত। কিন্তু যেদিন আমরা কবরে শায়িত হবো সেদিন শত চিৎকার করলেও কেউ সাড়া দিবে না। আমাদের ভবিষ্যত বড়ই ভয়ংকর। এখানে কাপড়ে একটু দাগ লাগতেই তা শরীর থেকে খুলে ছুড়ে মারি। আর যখন কবরে শায়িত হবো তখন পোকা-মাকড় শরীরে এসে চতুর্দিক থেকে দংশন করতে থাকবে। ফিরাতে পারবো না। এখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে শরীর পরিষ্কার করি। সাবান লাগাই। শ্যাম্পু লাগাই। কত রকমের সুগন্ধি লাগাই। কিন্তু সেদিন আমাদের অবস্থা কী হবে, যেদিন আমাদের এই সাধের চোখগুলো কবরের পোকা-মাকড় কুটে কুটে খাবে? আমাদের এই দেহ, আমাদের এই চোখ হবে পোকা-মাকড়ের খাবার।

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا

তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে নিরর্থক সৃষ্টি করেছি? [মু'মিন : ১৫৫]

অর্থাৎ তোমাদেরকে এই দুনিয়াতে আমি অনর্থক সৃষ্টি করিনি। মনগড়া জীবনযাপনের জন্যে সৃষ্টি করিনি। বিষয়টি এমন নয় যে, কেউ তোমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখছে না, তোমাদের প্রতি কারও কোন নজরদারী নেই। বরং তোমরা তো এক কঠিন শৃঙ্খলার আওতাধীন।

কোরআনে বর্ণিত আছে–

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

মানুষ যা কিছুই উচ্চারণ করে তার জন্য তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে। [ক্বাফ : ১৮]

আরো বর্ণিত আছে–

بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ

www.BANGLAKITAB.com

অবশ্যই রাখি। আমার ফেরেশতাগণ তো তাদের কাছে থেকে সবকিছুই লিপিবদ্ধ করে। [যুখরুফ : ৮০]

সুতরাং আল্লাহ্ পাকের স্পষ্ট কিতাব কোরআনে কারীম আমাদেরকে বলে দিচ্ছে, আমাদের প্রতিটি কথা ও কর্ম ফেরেশতাগণ ডাইরী করে রাখছে। আমাদের সবকিছুই ফেরেশতাদের খাতায় সংরক্ষিত হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া-

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ

চোখের অপব্যবহার ও অন্তরে যা কিছু গোপন আছে তাও তিনি জানেন। [মু'মিন : ১৯]

এই আসমান ও জমীন এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবকিছুকেই আল্লাহ্ পাক একটি কাজ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এখানে খেলাধুলার জন্যে সৃষ্টি করেননি। আল্লাহ্ পাক বলেছেন-

لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَّدُنَّا

আমি যদি খেল-তামাশার উপকরণ চাইতাম তাহলে আমি আমার কাছে যা কিছু আছে তা দিয়েই তা করতাম। [আম্বিয়া : ১৭]

অর্থাৎ আমি এই মানব জাতিকে খেলাধুলার জন্যে সৃষ্টি করিনি। তাছাড়া আমরা তো এটা ভালই বুঝি, এই পৃথিবীতে আমরা নিজে নিজেই জন্মলাভ করিনি এবং নিজের ইচ্ছায় এখান থেকে বিদায় নিতেও পারবো না। তাছাড়া আমাদের মরে যাওয়াটা মরে যাওয়া নয়। বরং মৃত্যুর ভেতর দিয়ে আমরা একটি নতুন জীবনে পদার্পণ করি।

দুনিয়া একটি স্বপ্নময় জায়গা

হযরত আলী (রা.) বলেছেন - اَلنَّاسُ نِيَامٌ

মানুষ ঘুমিয়ে আছে। إِذَا مَاتُوا انْتَبَهُوا۔

যখন তারা মৃত্যুবরণ করবে তখন জেগে ওঠবে।

এই দুনিয়ার জীবনটা হলো একটা দীর্ঘ স্বপ্ন। এখানে মানুষ স্বপ্ন দেখছে। সে একটি সুসজ্জিত ঘরের মধ্যে বসে আছে। কেউ বা স্বপ্ন

www.BANGLAKITAB.com

দেখছে সে একটি ঝুপড়ির মধ্যে বসে আছে। আবার কেউ বা স্বপ্ন দেখছে, আমি মেলায় যাচ্ছি। কেউ বা দেখছে অন্য কিছু। কিন্তু মৃত্যু সবাইকেই একটি গর্তে পৌঁছে দেয়। সে গর্ত কবরের। কবরের মাটি সবার মাঝে এক বিস্ময়কর সমতা সৃষ্টি করে। এখানে ধনবানের জন্যে দামী টাইলস বিছানো হয় না। আবার ঝুপড়িতে বসবাসকারীর জন্যেও কোন অবজ্ঞার সুযোগ নেই। এখানে সবার জন্যেই মাটির একই রকম বিছানা। যে সুউচ্চ প্রাসাদে বাস করতো সেও মাটিতে শুয়ে আছে। মাটিতে শুয়ে আছে সেও যার জীবন কেটেছে অবহেলিত বস্তিতে। এখানে রাজা-ফকীর সবাই সমান।

একবার আমরা কাতার থেকে ফিরছিলাম। এয়ারপোর্টে আসার সময় পথে একটি সুউচ্চ অট্টালিকা নজরে পড়লো। তার আয়তন ও উচ্চতা সবই দৃষ্টি কাড়ার মতো। আমি ভাবলাম, কোন শাহী মহল হবে হয়তো। জিজ্ঞেস করলাম, কোন আমীরের প্রাসাদ এটা? আমাদের এক সাথী বললো, এটা শাহী খান্দানের কারও মহল নয়। তবে এর মালিক কাতারের সবচেয়ে বড় ব্যবসায়ী ছিল। সে ছিল সেখানকার সবচেয়ে বড় ধনী। সেই এই প্রাসাদটি নির্মাণ করেছিল। এই মহল নির্মিত হওয়ার পর সে এই পৃথিবীতে বেঁচে ছিল পাঁচ বছর। অতঃপর মৃত্যুবরণ করে এবং তাকে এমন কবরস্থানে দাফন করা হয় যেখানে শুয়ে আছে হাজার হাজার গরীব ফকীর। একদিকে সমাধিস্থ কাতারের বিরাট বড় ব্যবসায়ী ও সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী। আর তার কোল ঘেঁষেই কবরস্থ হয়ে আছে কাতারের দরিদ্রতম এক অসহায় ফকীর। যে ফকীর এই পার্থিব জীবনে মানুষের দুয়ারে ভিক্ষা চেয়ে ফিরতো। তাদের উভয়ের সমাধি পাশাপাশি। মরণ যদি মরণ হতো তাহলে তো খুবই ভালো হতো। কিন্তু মরণ তো মরণ নয়। মরণ হলো আরেক জীবনের সূচনা।

আল্লাহ পাক বলেছেন– يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ

হে মানুষ! নিশ্চয়ই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। [ফাতির : ৫]

আল্লাহ পাক আরো বলেছেন– وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى

এ কবর থেকে তোমাদের পুনর্বার বের করা হবে। [ত্বহা : ৫৫]

www.BANGLAKITAB.com

قُلْ بَلٰى وَرَبِّي

বলো, আসবেই। শপথ আমার প্রতিপালকের। [সাবা : ৩]

সুতরাং এক মহা সত্যের দিকে আমরা সবাই ধাবমান। আল্লাহর অঙ্গীকার সত্য। তাতে এক চুল পরিমাণ ব্যত্যয় ঘটার অবকাশ নেই। আমরা কবরে শায়িত হবো এবং সেখান থেকে পুনর্বার উত্থিত হবো। অবশেষে আমাদের আশ্রয় হবে হয় জাহান্নামে, না হয় জান্নাতে। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

اُطْلُبِ الْجَنَّةَ جُهْدَ كُمْ

জান্নাত লাভের জন্যে তোমরা তোমাদের চেষ্টা সাধনাকে কাজে লাগাও।

وَاهْرِبْ مِنَ النَّارِ جُهْدَكُمْ

যতটুকু সম্ভব জাহান্নাম থেকে পালাতে চেষ্টা কর।

فَإِنَّ الْجَنَّةَ لَا يَنَامُ طَالِبُهَا

জান্নাত প্রত্যাশীরা নিদ্রা যায় না।

وَالنَّارُ لَا يَنَامُ غَائِبُهَا

জাহান্নাম থেকে যারা বাঁচতে চায় তারা কখনও অলস হয়ে পড়ে থাকে না।

فَإِنَّ الْجَنَّةَ الْيَوْمَ مَحْفُوْفَةٌ بِالْمَكَارِهِ

আজ জান্নাত আচ্ছাদিত হয়ে আছে কষ্টময় কাজকর্মের দ্বারা।

وَإِنَّ النَّارَ مَحْفُوْفَةٌ بِالشَّهَوَاتِ وَاللَّذَاتِ

আর দুনিয়া ও জাহান্নাম আচ্ছাদিত হয়ে আছে ভোগ ও কামনার দ্বারা।

সুতরাং এই দুনিয়ার ভোগ-স্বপ্ন যেন তোমাদেরকে জান্নাত সম্পর্কে বিভ্রান্ত না করে। তোমরা যেন জান্নাতেই পথ ভুলে না যাও। কারণ, জান্নাতই তো একমাত্র নিরাপদ আশ্রয়।

www.BANGLAKITAB.com

فَإِنَّ الْجَنَّةَ لَا خَطَرَ لَهَا

বেহেশত এমন আশ্রয় যেখানে কোন ভয়- ভীতি নেই।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বর্ণনা করলেন তিন ভাইয়ের কাহিনী

একবার হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কিরামকে উদ্দেশ্য করে বললেন, এক ব্যক্তির তিনজন ভাই ছিল। যখন তার মৃত্যু ঘনিয়ে এলো সে তার এক ভাইকে ডেকে বললো, আমার মরণ ঘনিয়ে এসেছে। তুমি আমার জন্যে কী করতে পার? সে বললো, তুমি মারা গেলে আমি তোমার পর হয়ে যাবো। দ্বিতীয় জনকে বললো, ভাই তুমি আমার জন্যে কী করবে? সে বললো, আমি তোমার জন্যে তোমার মরণ পর্যন্ত চিকিৎসা করবো। তারপর তুমি যখন মারা যাবে তখন আমি তোমাকে কবরে রেখে চলে আসবো। তৃতীয় ভাইকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি আমার জন্যে কী করবে? সে বললো, আমি তোমার সাথেই থাকবো। কবরে তোমার সাথে থাকবো, হাশরে তোমার সাথে থাকবো, তোমার আমল মাপার সময় তোমার সাথে থাকবো, জান্নাতে যাওয়া পর্যন্ত তোমার সাথে থাকবো। এবার হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের প্রশ্ন করলেন- বলো তো, এই তিন ভাইয়ের মধ্যে উত্তম কে? সাহাবায়ে কিরাম বললেন, যে শেষ পর্যন্ত সাথে থাকবে সেই তো উত্তম। তখন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন- প্রথম ভাই হলো তার সম্পদ। মৃত্যুর সাথে সাথেই পর হয়ে যায়। দ্বিতীয় ভাই তার সন্তান এবং আত্মীয়-স্বজন। যারা কবর পর্যন্ত গিয়ে তারপর হয়ে যায়। যখন মৃত ব্যক্তিকে কবরে শায়িত করা হয় তখন একজন ফেরেশতা কবরের মাটি তুলে আগত মানুষের মেলায় ছুড়ে ফেলে এবং বলে- যাও, একে তুমি ভুলিয়ে দিয়েছো আর এও তোমাদেরকে ভুলিয়ে দিবে। তিনদিন পর ক্রন্দন থেমে যায়। শোকের পরিবেশ বদলে যায়। সবাই ভুলে যায় বেদনার আঘাত। বিষয়টা এমন সহজ হয়ে যায় যেন এখানে এসেছিল সে চলে গেছে। এক সময় তার নামও কেউ স্মরণ করে না। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন- তৃতীয় ভাইটি হলো তোমাদের আমল। যা তোমাদের সাথে যাবে।

www.BANGLAKITAB.com

মজলিসে উপস্থিত ছিলেন এক সাহাবী। তাঁর নাম আব্দুল্লাহ ইবনে কুরয (রা.) তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি অনুমতি হয় তাহলে আমি একটি কবিতা আবৃত্তি করবো। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কর।

পরের দিন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাশরীফ আনলেন। সাহাবায়ে কিরামকে জমায়েত করলেন। বললেন, শোন! আব্দুল্লাহ কী বলে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে কুরয (রা.) উঠে দাঁড়ালেন এবং কবিতা আবৃত্তি করলেন, যার মর্ম এই-

আমার মা-বাবা, আমার স্ত্রী-সন্তান, আমার স্বজন-পরিজন, আমার অর্থবিত্ত আর আমার আমল-তার উপমা তো সেই ব্যক্তির ন্যায় যে মারা যাচ্ছে আর সকলকে ডেকে বলছে, আমাকে সাহায্য কর। বিয়োগের বিশাল সফর শুরু হয়েছে। একাকীত্বের সুদীর্ঘ পথের সূচনা হয়েছে। আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে সাহায্য কর।

প্রথম ভাই বললো, ভাই! আমি তোমার একান্ত বন্ধু। তবে আমার এই বন্ধুত্ব তোমার মরণ পর্যন্ত। যখন তুমি মৃত্যুবরণ করবে তখন তোমার কাফন-দাফন সম্পন্ন হবার আগেই লড়াই শুরু হবে আমাকে নিয়ে। সবাই ঝাঁপিয়ে পড়বে আমার উপর। সুতরাং তুমি যদি আমার দ্বারা উপকৃত হতে চাও তাহলে কখনও আমার প্রতি অনুগ্রহ করো না। আমার প্রতি সদয় না হয়ে বরং আমাকে খরচ করে দাও, বিলিয়ে দাও। আর মৃত্যুর আগেই কিছু কল্যাণ পাঠিয়ে দাও। তোমার মৃত্যুর পর আমি আর আমি থাকবো না। বরং তুমি কবরস্থ হওয়ার পূর্বেই শুরু হবে আমাকে দখল করার লড়াই।

দ্বিতীয় ভাই বললো- যার জন্যে এই পৃথিবীতে আমি কত দুঃখ-যন্ত্রণা সয়েছি, যাতে আমি এই দুনিয়ার সমস্ত কিছুর উপর প্রাধান্য দিয়েছি আমার সেই স্বজন-আপনজনরা বললো, মৃত্যু পর্যন্ত আমরা তোমার সাথে আছি। আমরা তোমার চিকিৎসা করবো, কবর পর্যন্ত আমরা তোমার সাথে থাকবো, তোমার রোগ-ব্যাধিতে ভালো ও অভিজ্ঞ চিকিৎসক খোঁজ করে আনবো, তোমার শান্তি ও সুখের দিকে আমরা পরিপূর্ণ লক্ষ্য রাখবো, তোমার সেবা যত্নে আমরা কোনরূপ ত্রুটি করবো না। কিন্তু তোমার মৃত্যুযন্ত্রণার সাথে আমরা লড়াই করতে পারবো না। তবে তুমি যখন মৃত্যুবরণ করবে তখন আমরা সবাই বুকের কাপড় ছিঁড়ে চিৎকার করে

www.BANGLAKITAB.com

তোমার জন্যে বিলাপ করবো। তোমার বিয়োগ ব্যথায় আমরা মাথার কেশ ছিঁড়ে ফেলবো। কেউ যদি তোমার মৃত্যুতে সমবেদনা জানাতে আসে তাহলে আমরা বলবো, আমাদের বাবা এমন ছিলেন। আমার মা এমন ছিলেন। আমার স্বামী এমন ছিলেন। এক কথায়, তোমার প্রশংসায় আমরা তাদের মুখ ভরে দিব।

তৃতীয় ভাই বললো- আমি এদের মতো নই। মরণ পর্যন্ত থেমে যাওয়ার পাত্র আমি নই। এ কেমন আপনজন হলো, কফিন কাঁধে নিয়ে কবরে যাবে। আর আজকাল তো কফিন কাঁধে করে কবরস্থান পর্যন্ত যাওয়ার প্রচলনও শেষ হয়ে গেছে। বর্তমানে গাড়িতে করে কফিন সোজা কবরস্থানে পৌঁছে দেয়া হয়। তৃতীয় ভাই বললো, আমি তোমার এমন ভাই নই যে, কবরস্থানে নিয়ে তোমাকে কবরে শুইয়ে দিয়ে অতঃপর তোমার উপর মাটিচাপা দিয়ে আমি ঘরে ফিরে আসবো। কারণ, আমার তো আরও অনেক কাজ রয়েছে। আমি তো তোমার দুর্দিনের সঙ্গী। যখন তোমার মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হবে তখন আমি তোমার সে যন্ত্রণা লাঘব করতে সাহায্য করবো। তুমি যখন কবরে আসবে তখন কবরে দাঁড়িয়ে আমি তোমাকে অভ্যর্থনা করবো। মুনকার-নাকীর যখন তোমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে আসবে আমি তখন তাদের মাঝে আড় হয়ে দাঁড়াবো। আমি তখন তোমার পক্ষ হয়ে তাদেরকে ঠেকাতে চেষ্টা করব যেন তারা তোমার কাছে না ভিড়তে পারে। আমি তোমার পক্ষ নিয়ে আগত ফেরেশতার বিপক্ষে লড়াই করবো।

হাদীস শরীফে আছে, কোন হাফেযে কোরআনকে মৃত্যুর পর যখন কবরে রাখা হয় এবং মুনকার-নাকীর যখন উপস্থিত হয় তখন ছদ্মবেশে অত্যন্ত সুশ্রী একজন যুবক কবরে বিকশিত হয়। সে হাফিযে কোরআন ও মুনকার-নাকীরের মাঝখানে উঠে দাঁড়ায়। মুনকার-নাকীরকে সেই হাফিযে কুরআনের দিকে অগ্রসর হতে বাধা দেয়। তখন হাফিযে কোরআন বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করে- ভাই তুমি কে? সে বলে, ভয় পেয়ো না, আমি তোমার কোরআন। এতদিন তোমার বুকের ভেতর গোপন ছিলাম।

হ্যাঁ, এখানে এসে ডাক্তারি ডিগ্রি অচল। এখানে ইঞ্জিনিয়ার, ব্যবসায়ী জমিদার সব নিরর্থক। কিন্তু হাফিয সাহেবের হাফিজ্জী পরিচয় এখানেও সরব সক্রিয়। কোরআন বলবে, এখানে আমি তোমার সাথী। মুনকার-নাকীর বলবে, তোমাকে কে পাঠিয়েছে? আমরা একে জিজ্ঞাসা করতে

www.BANGLAKITAB.com

এসেছি, আমাদেরকে আমাদের কাজ করতে দাও। কোরআন বলবে, যিনি তোমাদেরকে পাঠিয়েছেন তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন। আমি সেই কোরআন যাকে এ কখনও রাতের বেলা তিলাওয়াত করতো, কখনও বা দিনের বেলা। সুতরাং আমি আজ তার পক্ষ হয়ে তোমাদের প্রশ্নের জবাব দিব।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে কুরয (রা.) যখন তাঁর কবিতা পাঠ শেষ করলেন তখন লক্ষ্য করলেন অশ্রুতে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাড়ি মুবারক ভিজে গেছে। সাহাবায়ে কিরাম তখন ডুকরে ডুকরে কাঁদছিলেন। হযরত জিবরাইল (আ.) তখন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলেন। আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন-

عِشْ مَاشِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ

যতদিন খুশি এই দুনিয়াতে থাকুন। তবে আপনাকে অবশ্যই মৃত্যুবরণ করতে হবে।

وَاَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَالِقُهٗ

আপনি যাকে খুশি ভালোবাসুন কিন্তু একদিন তাকে নিশ্চিত ছেড়ে যেতেই হবে।

উমাইয়া ইবনে খালফের অভিযোগ এবং আল্লাহ তাআলার জবাব

উমাইয়া ইবনে খালফ কিংবা ইবনে ওয়াইল অথবা ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে এসে হাজির হলো। হাতে একটি পুরাতন হাড়। হাড়টি পিষে গুড়াগুলো বাতাসে উড়িয়ে দিল। অতঃপর বললো-

اَتَزْعَمُ اَنَّ رَبَّكَ يُحْيِى هٰذِهٖ وَهِىَ رَمِيْمٌ

হে মুহাম্মাদ! তুমি কি মনে কর এই হাড়টি ছাই হয়ে বাতাসে উড়ে যাওয়ার পর তোমার প্রভু আবার এটাকে জীবিত করবেন?

www.BANGLAKITAB.com

এ কথা বলার সাথে সাথেই আল্লাহ পাক হযরত জিবরাইল (আ.)-কে পাঠিয়ে দিলেন। হযরত জিবরাইল (আ.) হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে এই আয়াত তিলাওয়াত করে শোনালেন -

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ. قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ. قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِيْٓ اَنْشَاَهَآ اَوَّلَ مَرَّةٍ، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ.

সে আমার সম্পর্কে উপমা রচনা করে। অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়। সে বলে, কে অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করবে? যখন তা পচে গলে যাবে, বলো তার মাঝে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই যিনি তা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক অবগত। [ইয়াসিন : ৭৮ -৭৯]

هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْـًٔا مَّذْكُوْرًا

কালপ্রবাহে মানুষের উপর তো এমন এক সময় এসেছিল যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না। [দাহর : ১]

আমি তাকে সৃষ্টি করেছি– مِنْ مَّاءٍ مَّهِيْنٍ

তুচ্ছ পানি থেকে। [মুরসালাত : ২০]

مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ

মিলিত শুক্রবিন্দু থেকে। [দাহর : ২]

مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ

মৃত্তিকার উপাদান থেকে। [মু'মিনূন : ১২]

এক কথায়, আমি যখন তোমাদেরকে অস্তিত্ব দান করেছি তখন পুনর্বার সৃজন করতে সমস্যা কোথায়? এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ডেকে বললেন, শোন! আল্লাহ পাক কী বলছেন। তিনি বাতাসে উড়ে যাওয়া এই হাড়কে একত্রিত করবেন। তাতে প্রাণ দান করবেন আর তোমাকে জাহান্নামের আযাব আস্বাদন করাবেন।

www.BANGLAKITAB.com

নবীর কন্যা হযরত ফাতিমা (রা.)-এর ইন্তেকাল

হযরত ফাতিমা (রা.) যখন জীবন সায়াহ্নে উপনীত তখন তিনি অসুস্থ। হযরত আলী (রা.) বাইরে কোথাও গেছেন। তিনি গৃহের সেবিকাকে ডেকে বললেন, আমার জন্যে পানির ব্যবস্থা কর। আমি গোসল করবো। তিনি গোসল করলেন। পবিত্র কাপড় পরিধান করেন এবং সেবিকাকে বলেন, আমার খাটিয়াটি ঘরের মাঝখানে পেতে দাও। তারপর তিনি খাটিয়ার উপর কিবলামুখী হয়ে শুয়ে পড়েন। অতঃপর বলেন, আমি দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করছি। আমি গোসল করেনিয়েছি। কাপড়ও পরিধান করেনিয়েছি। কাজেই আমার শরীর যেন কেউ না দেখে।

হযরত আলী (রা.) ঘরে ফিরে এসে দেখেন সব শেষ। দীর্ঘ চব্বিশ বছরের টানা দাম্পত্য সম্পর্ক মুহূর্তে অবসান। হযরত আলী (রা.)-কে ঘরের সেবিকা এসে হযরত ফাতিমা (রা.)-এর বলা পয়গাম শুনিয়ে দেয়। হযরত আলী (রা.) সাথে সাথে দাফনের ব্যবস্থা করেন। অতঃপর যখন তাকে কবরস্থ করা হয় তখন হযরত আলী (রা.) তাঁর বিয়োগব্যথায় দুটি কবিতা আবৃত্তি করেন। কবিতার ছন্দে ছন্দে সুদীর্ঘ চব্বিশ বছরের দাম্পত্য জীবনের হৃদ্যতা, বন্ধনের গভীরতা অবশেষে বিচ্ছেদের যন্ত্রণা ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে পড়ে।

একবার হযরত ঈসা (আ.) একটি কবরের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। যাওয়ার সময় তিনি কবরটিকে ইঙ্গিত করে বলেন- এটা হযরত নূহ (আ.) এর ছেলে সামের কবর। হযরত নূহ (আ.)-এর দুআর প্রেক্ষিতে যখন ভয়াবহ তুফান নেমে আসে তখন সকল মানুষ মারা যায়। বেঁচে যায় তাঁর তিন পুত্র। সেই তিন পুত্রের মধ্যেমেই পরবর্তীকালে হযরত নূহ (আ.)এর বংশ বিস্তার লাভ করে। সেই তিন পুত্র হলেন সাম, হাম ও ইয়াফিস। আমরা সামের সন্তান। আর সমগ্র ইউরোপবাসী হলো ইয়াফিসের সন্তান। আর সমগ্র আফ্রিকাবাসী হলো হামের বংশধর। হযরত ঈসা (আ.) কবরটি দেখিয়ে বললেন, এটা সামের কবর। উপস্থিত সাথীরা আরয করলো, হে আল্লাহর নবী! তাকে জীবিত করে দিন। কারণ, হযরত ঈসা (আ.)-এর আবেদনে আল্লাহ পাক মৃত মানুষকেও জীবিত করে দিতেন। তাদের

www.BANGLAKITAB.com

আবদারের প্রেক্ষিতে হযরত ঈসা (আ.) যখন নির্দেশ করলেন তখন সাম জীবিত হয়ে সমাধি থেকে বেরিয়ে এলো। সামান্য কথাবার্তা হলো। তারপর বললেন, কবরে চলে যাও। সাম বললো, এই শর্তে ফিরে যেতে পারি- আমার যেন পুনর্বার মৃত্যু কষ্টের মুখোমুখি না হতে হয়। কারণ, প্রথমবার যে মৃত্যুবরণ করেছি সে মৃত্যুযন্ত্রণা এখনও আমার হাড়ে লেগে আছে।

মৃত্যুযন্ত্রণা রহিত করার মতো কোন পেইন কিলার ট্যাবলেট তো নেই। এই বেদনা দূর করার একমাত্র উপায় হলো আল্লাহ পাকের ভয় ও আল্লাহর উপর ভরসা। দুনিয়ার কোন পুরুষ কিংবা নারী যত বড়ই হোক মৃত্যুযন্ত্রণা থেকে নিস্কৃতি পাবে না। অথচ এই মৃত্যুর মতো এত বিশাল একটা বিষয়কে আমরা ঘুণাক্ষরেও স্মরণ করি না। আমরা চিন্তা করি না, আমাদের নির্ঘাৎ পরিণতি মৃত্যু ও কবরের কথা। অথচ এই দু'দিনের পান্থশালা দুনিয়ার ঘরবাড়ি নিয়ে কত ভাবনা! দিন-রাত বসে বসে কীভাবে প্লান করি। কিভাবে ঘর তৈরি করবো, কিভাবে বাড়ি বানাবো, কীভাবে সাজাবো। অথচ যে অন্ধকার কবরে অবশ্যই থাকতে হবে এবং সেখান থেকেই পুনরায় উঠতে হবে সেই ঘরও যে সাজাবার প্রয়োজন আছে এবং সেই ঘরই যে আমাদের আসল ঘর একথা যেন আমরা স্বপ্নেও ভাবি না। অথচ এই ঘর সম্পর্কে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে সাবধাণ করে গেছেন।

بَيْتُ الْوَحْشَةِ ..... بَيْتُ الْغُرْبَةِ ..... بَيْتُ الْوَحْدَةِ
..... بَيْتُ الدُّوْدِ.....

কবর হলো ভীতির ঘর। একাকীত্বের ঘর। পোকা-মাকড়ের ঘর। অন্ধকার ঘর।

মৃত্যু এমন এক অপরাজেয় শক্তি- রুদ্ধকক্ষেও তার প্রবেশ সদা অবারিত। সে যে কোন মুহূর্তে এসে হাজির হয়। শক্তিশালী পাহারাদাররাও তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। আজ পর্যন্ত দুনিয়ার কেউ মৃত্যুকে ঠেকাতে পারেনি। তার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি।

www.BANGLAKITAB.com

ইতিহাসবিখ্যাত জালিম হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রা.)-কে ধমকের সাথে বলেছিল, আমি এখনই তোমার গর্দান উড়িয়ে দিব। হযরত সাঈদ (রা.) উত্তরে বলেছিলেন, আমি যদি তোমাকে মৃত্যুর মালিক বলে বিশ্বাস করতাম, তাহলে তো তোমার ইবাদতও করতাম। কিন্তু আমার সম্পর্কে আমার প্রভু বহু পূর্বেই সিদ্ধান্ত করে রেখেছেন কখন কোথায় আমি মৃত্যুবরণ করবো।

একবার হযরত ঈসা (আ.) কোন এক জনবসতির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলে। লক্ষ্য করলেন এই অঞ্চলের সকল মানুষ ধ্বংস হয়ে গেছে। বললেন, এদের প্রতি আল্লাহ তাআলা আযাব অবতীর্ণ করেছেন।

فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ... إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ

অতঃপর তোমার প্রতিপালক তাদের উপর শাস্তির কষাঘাত হানলেন। তোমার প্রতিপালক অবশ্যই সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

আল্লাহ তাআলা ইতোপূর্বে বহু জাতির প্রতি কঠিন কষাঘাত হেনেছেন। কিন্তু আজ তিনি কাফের ও অত্যাচারী সম্প্রদায়গুলোর প্রতি কেন শাস্তির কষাঘাত হানছেন না? এর কারণ একটাই- সত্যিকার অর্থে আজ কোথাও ইসলাম প্রতিষ্ঠিত নেই। আজ কোথাও প্রকৃত অর্থে কালিমার পতাকাবাহী নেই। যখনই অতীতে ভবিষ্যতে কিংবা বর্তমানে কোন জাতি সত্যিকার অর্থে আল্লাহর দ্বীনকে গ্রহণ করবে তখন তার প্রতিপক্ষ যত বড় শক্তিধর হোক চাই তারা তরবারির শক্তিতে বলীয়ান হোক কিংবা এটমের শক্তিতে, আল্লাহ পাক তাদের প্রতি আঘাত হানবেনই। যেভাবে হযরত ঈসা (আ.) ধ্বংসপ্রাপ্ত সে জনপদ দিয়ে যাওয়ার সময় বলেছিলেন, এরা আল্লাহ তাআলার অবাধ্য হয়েছিল। তাই আল্লাহ পাক এদের প্রতি আযাব বর্ষণ করেছেন।

মৃতদের সঙ্গে হযরত ঈসা (আ.)-এর কথপোকথন

হযরত ঈসা (আ.) মৃত লোকগুলোকে ডাকলেন। يَا أَهْلَ الْقَرْيَةِ.

হে এলাকাবাসী! তারা সবাই জীবিত হয়ে উঠলো। বললো-

www.BANGLAKITAB.com

لَبَّيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ .... لَبَّيْكَ

হে আল্লাহর নবী! আমরা উপস্থিত।

তিনি প্রশ্ন করলেন- مَاذَا جَنَايَتُكُمْ وَمَاذَا سَبَبُ هَلَاكِكُمْ

কি অপরাধের কারণে তোমাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল?

حُبُّ الدُّنْيَا وَصُحْبَةُ طَوَاغِيْتَ

তারা বললো, দুনিয়ার প্রতি লালসা ও 'তাওয়াগীত'-এর সাহচার্যের কারণে।

হযরত ঈসা (আ.) জিজ্ঞেস করলেন- 'তাওয়াগীত'-এর সাহচার্য ও সান্নিধ্য মানে কী?

তারা বললো, আমরা মন্দ লোকদের সঙ্গে চলাফেরা করতাম। তাদের সান্নিধ্যে জীবনযাপন করতাম।

হযরত ঈসা (আ.) জিজ্ঞেস করলেন, দুনিয়ার লালসা মানে কী?

তারা বললো, সে ভালোবাসা হলো সন্তানের প্রতি মায়ের ভালোবাসার মতো। দুনিয়ার অর্থ সম্পদ পেলে আমরা খুশি হতাম, হাতছাড়া হয়ে গেলে ব্যথিত হতাম। সম্পদ উপার্জনের সময় হালাল-হারামের তোয়াক্কা করতাম না। বৈধ-অবৈধের ধার ধারতাম না। খরচ করার বেলায়ও বৈধ-অবৈধ দেখতাম না। এ কারণেই আমরা শাস্তির শিকার হয়েছি। হযরত ঈসা (আ.) জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কীভাবে আযাবের শিকার হলে?

তারা বললো- بِتْنَا بِالْعَافِيَةِ وَاَصْبَحْنَا فِى الْهَاوِيَةِ

আমরা রাতের বেলা নিজ নিজ ঘরেই নিরাপদে শুয়েছিলাম। কিন্তু সকাল হতেই 'হাবিয়ায়' আক্রান্ত হলাম।

হযরত ঈসা (আ.) জিজ্ঞেস করলেন, হাবিয়া কী?

তারা বললো, সিজ্জীন।

হযরত ঈসা (আ.) প্রশ্ন করলেন, সিজ্জীন কী?

তারা বললো- كُلُّ جَمْرَةٍ مِّنْهَا مِثْلَ اَطْبَاقِ الدُّنْيَا كُلِّهَا

www.BANGLAKITAB.com

সিজ্জীন হলো কয়েদখানা যার প্রতিটি অঙ্গার এই ভূমণ্ডলের সাত স্তরের সমান। আর আমাদের রূহগুলো সেখানেই সমাধিস্থ করে দেয়া হয়েছে।

হযরত ঈসা (আ.) বললেন, তুমি একা বলছো কেন? অন্যরা কথা বলছে না কেন?

বললো, হে আল্লাহর নবী! সবার মুখেই আগুনের লাগাম পরিয়ে দেয়া হয়েছে। আমার মুখে লাগাম পরানো হয়নি। তাই বলতে পারছি।

হযরত ঈসা (আ.) প্রশ্ন করলেন, তোমার মুখে লাগাম পরানো হয়নি কেন?

বললো, কারণ আমি তাদের সঙ্গেই বসবাস করতাম। কিন্তু তাদের কাজকর্মে অংশগ্রহণ করতাম না। যেহেতু তাদের সঙ্গে বসবাস করতাম তাই তাদের সাথে পাকড়াও হয়েছি। এখন হাবিয়ার কিনারায় বসে আছি। জানি না কখন আবার হাবিয়ার ভেতরে পতিত হই। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

আমার প্রিয় ভাই বোনেরা,

আজ আমরা কোথায় ছুটেছি? একবার এদিকে তাকাও। এ পথ খুবই ভয়ানক। এ পথ গভীর গর্তে মিলিত হয়েছে। তোমরা নিজেদেরকে অন্ধদের হাতে সঁপে দিও না। নিজেদেরকে চক্ষুষ্মানদের হাতে সঁপে দাও। এমন ব্যক্তির হাতে সোপর্দ করো যিনি এই মাটির পৃথিবীতে বসে আরশের লেখা পড়তে পারেন। যিনি বেহেশতকে দেখেন, দোযখকে দেখেন।

সুলতান মাহমুদ গযনবী (র.)

সুলতান মাহমুদ গযনবী (র.) হলেন বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দেশ বিজয়ী। প্রথম বিজয়ী হলেন চেঙ্গিস খান। বিশ্বের সবচেয়ে বেশি দেশ চেঙ্গিস খান জয় করেছেন। তারপর সুলতান মাহমুদ গযনবী (র.)। অতঃপর তৈমুর লং। সুলতান মাহমুদ গযনবী (র.) এক আলীশান প্রাসাদ বানালেন। তখনকার দিনে সে শহরের বড় বড় ব্যবসায়ীরা সাধারণত কয়েক লাখ মুদ্রারই মালিক হতো। কিন্তু সুলতান মাহমুদ গজনবী (র.)-এর খাজানায় জমা হতো দুনিয়ার নানা দেশ থেকে উঠে আসা অসংখ্য

www.BANGLAKITAB.com

মুদ্রা, সম্পদের অজস্র ভাণ্ডার। তাই তিনি এক বিশাল সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণ করলেন। তখনও তিনি শাহজাদা। তার পিতা জীবিত আছেন। পিতাকে গিয়ে বললেন, আব্বাজান! আমি একটি মহল নির্মাণ করেছি। আপনি একবার এসে একটু দেখে যান। তার বাবা মুবুক্তগীন। তিনি ছিলেন খুবই সৎ সিপাহী। আল্লাহ পাক তাঁকে রাজত্ব দান করেছিলেন। তিনি ছেলের দাওয়াত কবুল করলেন। যথা সময়ে মহলে আগমন করলেন। অট্টালিকার চাকচিক্য খচিত নিপুণ নকশা সবই বিরল। কিন্তু তিনি এর প্রশংসায় একটি শব্দও উচ্চারণ করলেন না। এতে মাহমুদ গযনবী মনে মনে ভীষণ ক্ষুব্ধ হলেন। ভাবলেন, আমার বাবার মধ্যে কোন রুচিবোধ নেই। এত সুন্দর শিল্প ও কারুকার্যময় একটি প্রাসাদ নির্মাণ করলাম। অথচ তিনি একটি শব্দও বললেন না। আমাকে সামান্য বাহবাও দিলেন না। যখন প্রাসাদ পরিদর্শন করে সেখান থেকে বের হচ্ছিলেন, তখন তিনি নিজের কোমরে সজ্জিত খঞ্জরটি বের করে দেয়ালের গায়ে সজোরে আঘাত করলেন। দেয়ালের নকশাগুলো সাথে সাথে ভেঙ্গে মাটিতে পড়ে গেল। তারপর ছেলের দিকে ফিরে দাঁড়ালেন এবং বললেন, বেটা! তুমি এত সাধনা করে এমন একটি প্রাসাদ তৈরি করলে যা খঞ্জরের আঘাতও বরদাশত করতে পারে না! তোমাকে তো আল্লাহ পাক এই পৃথিবীতে মাটিতে নকশা তৈরি করার জন্য সৃষ্টি করেননি। তোমাকে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন তোমার ভেতরে যে একটা হৃদয় রেখেছেন সেই হৃদয়টা সাজাবার জন্যে।

স্বর্ণমহলের রাজাকেও মৃত্যুর পেয়ালা পান করতে হয়েছে

চেঙ্গিস খান সারা পৃথিবী জয় করেছিলেন।
তিনি ছিলেন দুনিয়ার সবচেয়ে বড় বিজয়ী।
দুনিয়ার দ্বিতীয় বিজয়ী ছিলেন সুলতান মাহমুদ গযনবী (র.)।
দুনিয়ার তৃতীয় বিজয়ী ছিলেন তৈমুর লং।
দুনিয়ার চতুর্থ বিজয়ী ছিলেন বাদশাহ সিকান্দার।

সমগ্র বিশ্ব জয় করেছেন। যুদ্ধের ময়দানে অবিরাম লড়াই করে সংগ্রামে কেটেছে সত্তর বছর।

www.BANGLAKITAB.com

এবার তার মাথায় চিন্তা এলো জীবনটা তো যুদ্ধ করে করেই শেষ করে দিয়েছি। যখন দেশ শাসন করার সুযোগ এলো তখন জীবনটা সংকুচিত হতে শুরু করলো। শক্তি ও বীরত্ব কেমন যেন লেপ্টে গেছে। সারা বিশ্বের দক্ষ অভিজ্ঞ চিকিৎসকদেরকে ডাকা হলো। সবাইকে ডেকে তিনি বললেন, আমার জীবনটা তো যুদ্ধ করেই কেটে গেল। এখন তো আমাকে দেশ শাসন করতে হবে। বলো, আমার জীবনটা বাড়াবার কোন পন্থা আছে কী না। তারা বললো, হে মহান অধিপতি! আমরা তো আপনার হায়াতের একটি পলক ও বাড়িয়ে দিতে পারি না। তবে আপনার শরীরে বর্তমানে যে সুস্থতা আছে তা যদি ভেঙ্গে পড়ে তাহলে তার কারণ বলে দিতে পারবো।

চুয়াত্তর বছর বয়সে তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। রাজ্য শাসনের জন্যে আল্লাহ্ পাক তাকে মাত্র চার বছর সুযোগ দিয়েছিলেন।

লক্ষ লক্ষ মানুষের মস্তক কেটে মাটিতে বিছিয়ে দিয়েছিলেন তথাপি চার বছরের বেশি রাজত্ব করতে পারেননি। কাজেই রাজমহলের যে বাসিন্দা সে যেমন চায় না এই রাজমহলে আমার মৃত্যু হোক, চায় না রাজমহলকে বিদায় জানাতে। অনুরূপ যে ঝুপড়িতে বসবাস করে সেও চায় না মৃত্যুর আলিঙ্গন। অথচ আল্লাহ্ পাকের ফয়সালা হলো-

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। [আলে ইমরান : ১৮৫]

أَيْنَ مَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ

তোমরা যেখানেই থাক না কেন মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই। এমনকি সুউচ্চ সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান করলেও। [নিসা : ৭৮]

পালাবে কোথায়? যেখানেই পালাবে দেখবে মৃত্যু তোমার সামনে হাজির। হাসি-তামাশায় বয়ে চলা এই জীবনে আমরা ঘুণাক্ষরেও স্মরণ করি না মৃত্যুকে। অথচ নির্ধারিত সময়ে মৃত্যু সবাইকেই বরণ করতে হয়। হারিয়ে যেতে হয় মাটির পরতে। দেহের হাড়গুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কত যত্নে লালিত এই মুখ এই চোখ মাটির পোকা-মাকড় খেয়ে শেষ করে দেয়। এত শত যত্নে লালিত এই দেহ পঁচে গলে কী যে দুর্গন্ধ ছড়ায়- যদি

www.BANGLAKITAB.com

কারও কবর ছিদ্র করে দেয়া হতো তবে জগতের মানুষ তা উপলব্ধি করতে পারতো।

অনেক রাজ্যের রাজা

ওয়াসেক বিল্লাহ এক বিখ্যাত জালিম বাদশাহ। তার চোখে চোখ রেখে কেউ কথা বলতে সাহস পেতো না। তার চোখ থেকে প্রতাপ ঝরে পড়তো। তাকে যখন মৃত্যু এসে ঝাপটা দিয়ে ধরে তখন সাথে সাথে আকাশে দুই হাত তুলে আকুতি জানায়–

يَامَنْ لَا يَزَالُ مُلْكُهُ، اِرْحَمْ مَنْ زَالَ مُلْكُهُ

হে অবিনশ্বর রাজত্বের অধিপতি! এই অসহায়ের প্রতি করুণা কর যার রাজত্ব শেষ হয়ে গেছে।

কত প্রতাপ- তেজী শাসক। যার চোখে চোখ রেখে তৎকালীন কোন শক্তি কথা বলার সাহস করেনি। অথচ মৃত্যুর পর যখন শরীর ঢেকে দেয়া হলো সাদা কাপড়ে। হঠাৎ করেই চাদরের নিচে নড়াচড়া লক্ষ্য করা গেল। উপস্থিত সবাই তাজ্জব! কী নড়ছে চাদরের নিচে? যখন চাদর সরানো হলো দেখা গেল, নাদুস-নুদুস একটি ইঁদুর। সে ওয়াসেক বিল্লাহর টগবগে চোখ দুটি খেয়ে ফেলেছে। সকলেই অবাক। এই আব্বাসী রাজমহলে ইঁদুর প্রবেশ করলো কীভাবে? যে রাজমহল আটত্রিশ হাজার পর্দায় আবৃত। যে রাজপ্রাসাদ স্বর্ণের প্রলেপ দেয়া পর্দা বেষ্টিত। যে রাজমহল হীরা-মোতি এমনভাবে ঝুলিয়ে রাখা হতো যেভাবে আঙুর গাছে আঙুরের থোকা ঝুলে থাকে। আব্বাসী রাজমহলে তো পিঁপড়ে প্রবেশ করাও মুশকিল। কিন্তু সেখানে ইঁদুর প্রবেশ করলো কী করে? তাও আবার স্বয়ং বাদশাহ ওয়াসেক বিল্লাহর শয়নকক্ষে। মূলত এই ইঁদুর পাঠিয়েছেন আল্লাহ। পাঠিয়েছেন জগতবাসীকে এ কথা জানিয়ে দেয়ার জন্যে, হে বিশ্ববাসী! তোমরা দেখে নাও, যে চোখ থেকে প্রতাপ ঝরে পড়তো, তোমরা দেখ, সে চোখকেই সর্বপ্রথম অর্পণ করা হলো একটি ইঁদুরের কাছে। এ থেকেই বুঝে নাও, কবরে তার সাথে কী আচরণ করা হবে? কবরে সে কী পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে।

www.BANGLAKITAB.com

এই পৃথিবী থেকে কেউ বিদায় নিতে চায় না। মরতে চায় না কেউই। তবে মৃত্যু সবাইকেই শিকার করে। মৃত্যু ছোঁ মেরে নিয়ে যায়। এ দুনিয়ার প্রেমে পড়ে কেউ এখান থেকে চলে যেতে চায় না। যেভাবে প্রথমে কেউ আসতে চায়নি। এটা আমাদের সকলেরই অবস্থা। একসময় আসতে চায়নি, আর এখন যেতে চায় না। চারদিক থেকে কান্না এসে চেপে ধরে। অন্তরকে কম্পিত করে আকৃষ্ট করে। যেতে দিতে চায় না।

মরণ আসবেই

সুলাইমান ইবনে আবদুল মালিক ছিলেন এক সুদর্শন সুপুরুষ। তিনি প্রতিবার চারজন নারীকে এক সাথে বিয়ে করতেন। অতঃপর এই চারজনকে এক সাথে তালাক দিয়ে আবার চারজনকে বিয়ে করতেন। এ ছাড়া দাসী তো ছিলই সারি সারি। অবশেষে প্রমোদ লোভী এই বাদশাহ মৃত্যুবরণ করে মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে। জীবনের চল্লিশটি বছরও পূর্ণ করতে পারেনি। অথচ দুনিয়ার সুখ-ভোগ নিয়ে তার কল্পনার অন্ত ছিল না। এর বিপরীতে উমর ইবনে আবদুল আযীয (র.)-কে দেখুন, তিনিও তাঁর জীবনের একচল্লিশ বছর পূর্ণ করতে পারেননি। তবে তিনি আল্লাহকে খুশি করতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু পার্থক্য দেখুন, যখন সুলাইমান ইবনে আবদুল মালিককে কবরে রাখা হচ্ছিল তখন তার দেহ নড়ে উঠলো। তার পুত্র বললো, আমার বাবা জীবিত। হযরত ইবনে আবদুল আযীয (র.) বললেন-

عَجَّلَ اللّٰهُ بِالْعُقُوْبَةِ

বেটা! তোমার বাবা জীবিত নয়। বরং আযাব দ্রুত শুরু হয়ে গেছে।

কাজেই তাকে দ্রুত দাফন কর। দৃশ্যত সুলাইমান ইবনে আবদুল মালিক ছিলেন বনু উমাইয়্যা শাসকদের মধ্যে সুদর্শন শাহজাদা। উমর ইবনে আবদুল আযীয (র.) বলেন, আমি নিজে তাকে কবরে নামিয়েছি। যখন তার চেহারা থেকে কাফন সরালাম, দেখলাম, তার চেহারা কিবলার দিক থেকে ঘুরে গেছে। তার রঙ ছাই বর্ণের।

কবরের গরম যখন কাউকে স্পর্শ করে তখন তার হাড়গুলো মোমের মতো গলে যায়। দেহ ছাই হয়ে যায়। সুন্দর মুখ মায়াবী চোখ সবকিছুই ভস্ম হয়ে যায়। একটি হাদীসে এসেছে, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

www.BANGLAKITAB.com

আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন- আল্লাহ পাক বলেন, বান্দা! দুনিয়ার প্রেমে পড়ো না। কবরে সর্বপ্রথম পোকা-মাকড় তোমার চোখগুলোকে খেয়ে ফেলবে। কাজেই চোখগুলো নামিয়ে রাখ। চোখকে নির্লজ্জ করো না। এই চোখ বেগানা নারীকে দেখার জন্য নয়। বোকাদের রঙ্গমঞ্চ দেখার জন্য এই চোখ নয়। এই কয়েকটি শ্বাস, কয়েকটি ঘন্টা। পতনুম্খ গাছের ডালায় কোন নির্বোধও তো নিশ্চিন্তে চড়ে বসে না। ভাঙ্গা দেয়ালে কোন বোকাও ঘরের চাল পাতে না। ধসমান দেয়ালে দুনিয়ার কোন বোকা হেলান দিয়ে দাঁড়ায় না। মাছির ডানার সমান মূল্য নেই যে পৃথিবীর, যে পৃথিবী শুধুই ধোঁকার ঘর, মাকড়সার জাল সেই দুনিয়ার প্রতি নির্ভরশীল হওয়া কত যে বোকামী! এই পৃথিবী কার সাথে বিদ্রোহ করেনি? এই পৃথিবী কার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি? এই দুনিয়া আমার বাবার কাছে থাকেনি। সুতরাং আমার হাতেও থাকবে না। অথচ আমরা কত যে নির্বোধ! জীবনের সব শক্তি, সব সঞ্চয় এরই পেছনে বিলীন করছি। অথচ যখন আমাদের লাশ কবরে রাখা হবে তখন কবরের পোকা-মাকড় আমাদের দেহকে খেয়ে শেষ করে ফেলবে কবরের তাপ আমাদের হাড়গুলোকে গলিয়ে মোম বানিয়ে দিবে। তারপর একদিন যখন এই পৃথিবী পার্শ্ব বদল করবে তখন দেহের নিচের অংশ উপরে চলে আসবে, উপরের অংশ যাবে নিচে। এই অবস্থার শিকার হবো আমি আপনি সবাই। এখানে নারী-পুরুষের কোন ভেদাভেদ নেই।

কবরের আযাব

আমার নিজের দেখা ঘটনা বলি। আমার পাশের গ্রামের ঘটনা। সেখানকার এক জমিদার মারা গেল। তার জন্যে কবর খোড়া হলো। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল, বিচ্ছুতে তার কবর ছেয়ে গেছে। সে কবর মাটিতে ভরে দেয়া হলো। আবার নতুন করে আরেকটি কবর খনন করা হলো। দেখা গেল এখানেও কাড়ি কাড়ি বিচ্ছু। সেটাও মাটি দিয়ে ভরে দেয়া হলো। খনন করা হলো নতুন কবর। এখানেও বিচ্ছু হাজির। এবার সবাই বুঝতে পারলো এগুলো মাটিতে সৃষ্ট সাধারণ বিচ্ছু নয়। বরং এগুলো তার পাপের ফসল।

পাপের ফসল শাস্তি তো লুকিয়ে আছে আমাদের চোখের অন্তরালে। তবুও মাঝে মধ্যে আল্লাহ পাক পর্দা সরিয়ে দেন। পর্দা সরিয়ে দেন

www.BANGLAKITAB.com

আমাদেরকে সতর্ক করার জন্য। তাছাড়া মানুষের প্রতি সবচেয়ে বেশি দয়াশীল তো তিনিই যিনি মানুষকে এই আযাব থেকে রক্ষা করেন না। দুনিয়াতে মানুষকে সামান্য রুটি-রুজির যে ব্যবস্থা করে দেয় সে মানুষের প্রকৃত অর্থে আপন নয়। জাহান্নামের আগুন থেকে যিনি রক্ষা করেন তিনিই সত্যিকার আপন। আমরা মূলত বিশ্বব্যাপী ঘুরে ঘুরে তাবলীগের নামে এ কথাটা বুঝাতে চাই।

রুস্তমে হিন্দের কবর

আমি একবার মিয়ানী শরীফের কবরস্থানে গেলাম। সেখানে আমাদের এক সাথীর সমাধি আছে। আমি মূলত গিয়েছি তার কবর জিয়ারত করতে। কিন্তু সেখানে যাওয়ার পর একটি কবর আমার গতি রোধ করে দিল। সে এক ভাঙ্গাচোরা এমন অবহেলিত কবর, আমার ধারণা হলো যেন এই কবরটির কথা স্মরণ করার মত কেউ নেই। অথচ তার সঙ্গে আমার বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই। তবে সম্পর্ক একটি আছে। সে হলো, ঈমানের আত্মীয়তা। এই বন্ধনে দুনিয়ার সমস্ত মুসলমানই পরস্পর আত্মীয়। আমি কবরটির দিকে অপলক তাকিয়ে রইলাম। আমার পা স্থির। ভাবলাম, হায় আল্লাহ! মানুষ এভাবে হারিয়ে যায়! অতঃপর আমি ত্রস্তপদে অগ্রসর হলাম। কাছে গিয়ে দেখলাম কবরটির ফলকে খোদাই করে লেখা আছে 'রুস্তমে হিন্দ' আমার চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়তে লাগলো। এটা রুস্তমে হিন্দের সমাধি! ফলকটিতে লেখা আছে জন্ম : ১৮৪৪ ঈ. ও মৃত্যু : ১৮৮০। আমি আমার সাথীর কবর জিয়ারত করার কথা ভুলে গেলাম। আমি রুস্তমে হিন্দের সমাধি পাশে দাঁড়িয়ে ফাতেহা পড়তে শুরু করলাম। আমার মন বলছিল দুনিয়ার সকল মানুষ বুঝি এই কবরের কথা ভুলে গেছে। কী অসহায়ভাবে পড়ে আছে রুস্তমে হিন্দের কবর।

বিশ্বাসঘাতকতা আর কতকাল?
শরাবের নেশা কেটে যাবে একদিন।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

আমরা আর কতকাল শরীরের যত্ন নেব ? আর কতকাল আমরা দেহ ও মনের সেবায় নিমগ্ন থাকবো? আমরা কি আল্লাহ পাকের প্রতি যত্নবান হবো না? আমরা কি তাঁর সাথে বিশ্বস্ততার পরিচয় দিব না? এটা ঠিক, মানুষ বিশ্বস্তও হয়, অবিশ্বস্তও হয়। কেউ যদি আল্লাহ পাকের সাথে বিশ্বস্ততার

www.BANGLAKITAB.com

পরিচয় দেয় তাহলে প্রবৃত্তি ও শয়তানের সাথে সে বিশ্বাসঘাতকতা করে। অতঃপর তার জীবনে আর সুখের কোন সীমানা থাকে না। কিন্তু কেউ যদি প্রবৃত্তি ও শয়তানের সাথে আন্তরিক হতে গিয়ে আল্লাহর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাহলে তার বিপদের আর কোন কুল কিনারা থাকে না। আজ দুনিয়ার যেদিকেই চোখ যায়, চোখ ঝলসানো আলো। কিন্তু হৃদয় পড়ে আছে অন্ধকারে। চতুর্দিক থেকে কানে ভেসে আসছে শুধু কৃত্রিম হাসির রোল। আর হৃদয়ে কেবলই কান্নার রোল। মুখে মেকাপের প্রলেপ। কৃত্রিম রূপের ঝিলিক। পোশাক চাকচিক্যময়। অথচ হৃদয়জগত একবারে বিরান।

আজকের দুনিয়া, দুনিয়ার মানবতা বড় দুঃখে দিনাতিপাত করছে। আল্লাহর সাথে তার বন্ধন ভেঙে পড়েছে। আল্লাহ্ পাক কী বলছেন? হে মানুষ! যা ধুলোর সাথে মিটে যায় তাও কি কোন রাজত্ব? একদা যা ডুবে যায় তাও কি কোন উন্নতি? মৃত্যু যে জীবনকে খেয়ে শেষ করে দেয় সেটা কি কোন জীবন হলো? বার্ধক্যে যে যৌবনকে গ্রাস করে ফেলে সেটা কি কোন যৌবন হলো? দুঃখ বেদনার বাতাসে যে আনন্দ মুহূর্তে বিলীন হয়ে যায় সে আনন্দ কি কোন আনন্দ হলো? যে সম্পদ দারিদ্রের ভয়ে ভীত থাকে সে সম্পদ কি কোন সম্পদ হলো? যে সুস্থতা অসুস্থতার ভয়ে সদা কম্পিত সে কি কোন সুস্থতা হলো? যে ভালোবাসার পেছনে অপেক্ষায় থাকে সারি সারি ঘৃণা সে ভালোবাসা কি কোন ভালোবাসা হলো? অথচ এরই পেছনে আমরা ছুটছি ঊর্ধ্বশ্বাসে।

গুডো পাহলোয়ানের ঘটনা

এক পাহলোয়ান ছিলেন, নাম তার গুডো পাহলোয়ান। তিনি একবার রায়ভেন্ড আসলেন। তখন আমি রায়ভেন্ডে পড়াশুনা করতাম। তিনি ছিলেন সে সময়কার সবচেয়ে বড় পাহলোয়ান। তিনি সারা পৃথিবীকে চ্যালেঞ্জ করে রেখেছিলেন কিন্তু কেউ তাকে মাটিতে শোয়াতে পারেনি। তবে আমি যখন তাকে দেখেছি তখন তার অবস্থা ছিল এই-নিজে দাঁড়াতেও পারে না, বসতেও পারে না। ধরে ওঠাতে হয় ধরে বসাতে হয়। অথচ একদা তিনি সারা বিশ্বকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। দুনিয়ার কেউ তাকে শুইয়াতে পারেনি। অথচ নির্দয় সময়, দিন ও রাতের নিঠুর আবর্তন তাকে একদা এমনভাবে শোয়ায়ে দিল আর উঠে দাঁড়াবার অবকাশ হলো না।

www.BANGLAKITAB.com

জীবনের পদে পদেই নৃত্য করে মৃত্যু। জীবনের পদে পদেই লুকিয়ে থাকে পতন।

আমরা অবিরাম হেরে চলছি।

আমাদের পদে পদেই জয় হচ্ছে মৃত্যুর। অথচ আমরা লক্ষ্য করি না।

আল্লাহ পাক কোরআনে বলেছেন–

فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ وَأَنْتُمْ حِيْنَئِذٍ تَنْظُرُوْنَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُبْصِرُوْنَ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِيْنِيْنَ تَرْجِعُوْنَهَا إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

পরন্তু কেন নয়? প্রাণ যখন কণ্ঠাগত হয় এবং তখন তোমরা তাকিয়ে থাক আর আমি তোমাদের অপেক্ষা তার নিকটতর। অথচ তোমরা দেখতে পাও না। তোমরা যদি কর্তৃত্বাধীন না হও তাহলে তোমরা তা ফিরাও না কেন? যদি তোমরা সত্যবাদী হও। [ওয়াকিয়া : ৮৩-৮৭]

ডেপুটি কমিশনারের মৃত্যু

এক ডেপুটি কমিশনার ছিলেন। নাম তার মুস্তফা যায়দী। তার পোস্টমর্টেম করা হলো। আমি তখন লাহোরে পড়াশোনা করতাম। ঘটনাটা সে সময়কার। পত্রিকায় তার মৃত্যুর খবর বেরুলো। এও বেরুলো, মুস্তফা যায়দী যখন কোন পথ দিয়ে চলে যেত তখন তার ব্যবহৃত সেন্টের সুবাসে চারপাশ আমোদিত হয়ে উঠতো। আর আজ যখন পোস্টমর্টেম করার জন্যে তার কবর খোঁড়া হলো তখন তার দুর্গন্ধে সেখানে দাঁড়ানোই মুশকিল।

এ হলো মানুষের পরিণতি। এই পরিণতির মুখোমুখি হতে হবে সবাইকেই। অথচ আমরা এই নিশ্চিত কথাটা ভাবি না। ভাবি কেবলই বাচ্চাদের পড়াশোনা, ঘরের খাবার-দাবার, কাপড় গহনার কথা। মৃত্যু পর্যন্ত এ পথটার কথাই কেবল ভাবি। সমস্ত শক্তি মেধা ও সামর্থ এ পথেই বিলিয়ে দেই। অথচ এ পথটা কোন কঠিন পথ ছিল না। এখানে আমার সঙ্গে আমার বাবা আছেন, মা আছেন। আমার সাথে আমার স্ত্রী আছে, কিন্তু সেই সময়টা তো ভীষণ কঠিন। যখন আমাকে আমার সন্তান বাঁচাতে

www.BANGLAKITAB.com

পারবে না। যখন আমাকে রক্ষা করতে পারবে না, আমার স্ত্রী পরিজন আমার মা-বাবা। যখন চিকিৎসক আমার পাশে দাঁড়িয়ে বলবে, এখন তো আল্লাহর হাতেই ছেড়ে দিতে হবে। যখন আমি দ্রুত শ্বাস নিতে থাকবো, যখন আমার রুহ আমাকে ছেড়ে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হবে, যখন দৃশ্যমান সবকিছুই আড়াল হয়ে যেতে থাকবে আর অদৃশ্য সবকিছুই আমার চোখের সামনে ভেসে উঠতে থাকবে, তখন আমার চোখের আড়াল হয়ে যাবে আমার বাড়িঘর, আমার স্ত্রী-সন্তান। সেই সময়টা বড়ই করুণ। সত্যিকার অর্থে তখনই আমি কারও সাহায্যের মুহতাজ হবো। এখানে যা আমাকে সাহায্য করবে সেটাই তো প্রকৃত সাহায্য।

চলন্ত জানাযার দিকে তাকিয়ে দেখ। জানাযা ডেকে ডেকে এ কথাই বলে, এই দুনিয়াটা আবাদ হওয়ার নয়, ধ্বংস হওয়ার। জানাযা' ডেকে ডেকে এ কথাই বলে, এই পৃথিবীটা হাসার স্থান নয়, কাঁদার জায়গা।

এখানকার নিবাস ভেঙ্গে যায়।
এখানকার ঘর নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।
এখানকার সম্পদ লুট হয়ে যায়।
এখানকার ধন-ভাণ্ডার হারিয়ে যায়।

এই পৃথিবীকে এখানকার অর্থ সম্পদকে যে হৃদয় দেয় পরকালের প্রতিযোগিতায় সে হেরে যায়। একবার ভেবে দেখ, যে স্ত্রী-সন্তানের স্বার্থে আল্লাহর সঙ্গে বিদ্রোহ করেছিলে আজ তোমার দুর্দিনে কেউ তোমাকে কোন সাহায্য করতে পারছে না।

তোমার কি মনে পড়ে না, কবরের ঘুটঘুটে অন্ধকারের কথা?
তোমার কি মনে পড়ে না কবরের অসহ্য গরমের কথা?
তুমি কি জাহান্নামের আগুনের কথা ভুলে গেছো?
দোযখের আযাবের কথা ভুলে গেছো তুমি?
জান্নাতের নিয়ামতের কথা তোমার মনে পড়ে না?
তুমি কি আল্লাহর দীদারের কথা ভুলে গেছো?
কেমন মুসলমান তুমি?

তোমার হৃদয় পাথরের চেয়েও কঠিন। মাঝে জীবনটা অবলীলায় ভাসিয়ে দিলে আয়-উপার্জনে। এমন অলসতা অবজ্ঞার ভেতর জীবনটা

www.BANGLAKITAB.com

কাটিয়ে দিলে? যৌবনে তাঁকে স্মরণ করলে না, স্মরণ করলে না বার্ধক্যেও। অবশেষে গাফলতের মাঝে দিয়েই এসে দাঁড়ালে মৃত্যুর দুয়ারে। স্মরণ রাখতে হবে, আমরা যতই কবরকে ভুলে যাই না কেন, আমরা যতই আল্লাহকে ভুলে যাই না কেন, আল্লাহ্ পাক কিন্তু কিছুই ভুলেন না।

আল্লাহ্ পাক কোরআনে বলেছেন–

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ

তুমি কখনও মনে করো না, জালিমরা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ গাফেল।

اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَارُ

তবে তিনি তাদেরকে সেদিন পর্যন্ত অবকাশ দেন যেদিন তাদের চোখগুলো হবে স্থির। [ইবরাহীম : ৪২]

অর্থ-বিত্তের প্রতিযোগিতা আর আল্লাহর অসন্তুষ্টি

আজ দুনিয়াতে পয়সা কামাতে কামাতে আমাদের চুল সাদা হয়ে যায়। আমরা সুউচ্চ অট্টালিকা নির্মাণে সঞ্চয়ের সব সম্পদ ঢেলে দেই আর ভাবি, আমরা বুঝি অধিষ্ঠিত হয়ে গেছি। মূলত আল্লাহ পাক যাদের সম্পদকে ধ্বংস করতে চান, যাদের সম্পদকে আল্লাহ্ পাক উপেক্ষা করতে চান তাদের সম্পদ দিয়েই মূলত এই পৃথিবীতে প্রাসাদ নির্মাণ করেন। হাদীস শরীফে আছে, 'আল্লাহ তাআলা যার সম্পদকে অপছন্দ করেন তার সম্পদ দিয়ে এই মাটিতে অট্টালিকা নির্মাণ করান'।

সাহাবায়ে কিরামের ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে দেখুন। তাঁরা জীবনে উঁচু মহল নির্মাণ করেননি। হযরত ফাতিমা (রা.)-এর ঘর ছিল না। হযরত আলী (রা.)-এর গৃহ ছিল না। হযরত উম্মে সালমা (রা.)-এর কোন গৃহ ছিল না। হযরত আয়েশা (রা.)-এর কোন গৃহ ছিল না। অথচ তাঁদের সাধনায় পৃথিবীতে ঈমান বিস্তার লাভ করেছে। তাঁদের সাধনায় আল্লাহর দ্বীন সম্প্রসারিত হয়েছে। তাঁদের চেষ্টায় বিশ্বব্যাপী আল্লাহর দেয়া জীবনাদর্শ বাস্তবায়িত হয়েছে। তাঁদের একটাই চেতনা ছিল, আমরা জীবন

www.BANGLAKITAB.com

দেব আল্লাহর পাকের নামে। আমরা আমাদের জীবনের বিনিময়ে হলেও আল্লাহ দীনকে প্রতিষ্ঠিত করবো। এটাই আমাদের জীবনের একমাত্র কর্তব্য। তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল পরকাল। পিতা পুত্রকে ডেকে বলতো, যাও বাবা! আল্লাহর পথে জীবন বিলিয়ে দাও। বেহেশতে গিয়ে মিলিত হবো। মা ছেলেকে বলতো, যাও বেটা! আল্লাহর নামে জীবন দাও। আর আজকাল! আমাদের সমাজের একজন মা, সে যত বয়স্কই হোক, যত তুচ্ছই হোক তার একটাই আবদার-আমার জানাযা যেন আমার ছেলে বহন করে। আমার জীবদ্দশায় যেন আমার সন্তান মৃত্যুবরণ না করে। কিন্তু সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর জীবন-চেতনা দেখুন, মা-বাবা সবাই ছিলেন এই চেতনায় সমান অংশীদার।

বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, সাহাবী বাশীর (রা.) বলেন- আমি আমার মায়ের সাথে হিজরত করে এসেছি। মদীনায় আগমনের পর আমার মা মারা গেলেন। আমি সম্পূর্ণ একা। বাবা গেছেন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে জিহাদে। তিনি সেখানেই শাহাদাতবরণ করেছেন। যখন মুসলিম বাহিনী আসছিল তখন আমি মনে মনে ভাবছি, এগিয়ে গিয়ে বাবাকে আলিঙ্গন করবো। কারণ, তখন পর্যন্ত আমি জানি না, আমার বাবা শহীদ হয়েছেন। আমি দাঁড়িয়ে আছি। আমার সামনে দিয়ে একজন একজন করে হেঁটে যাচ্ছেন। অবশেষে সবাই যখন চলে গেলেন তখন আমি পাথরের উপর থেকে লাফিয়ে পড়ে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ালাম। আল্লাহর রাসূলও আমাকে দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন। জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার বাবার কী হয়েছে?

হযরত বাশীর (রা.) বলেন, আমি ছুটে গিয়ে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পা জড়িয়ে ধরলাম। খুব কাঁদলাম। বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মা চলে গেছেন। বাবাও চলে গেলেন। .....

এরপর আল্লাহর রাসূল কী করলেন? হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত বাশীর (রা.)-কে বুকে জড়িয়ে নিলেন এবং বললেন-

www.BANGLAKITAB.com

يَابَشِيْرُ اَمَا تَرْضٰى اَنْ تَكُوْنَ عَائِشَةُ اُمَّكَ وَاَنَا اَبُوْكَ اَوْ كَمَا قَالَ

বাশীর! তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, আয়েশা হবে তোমার মা আর আমি হবো তোমার বাবা? এ কথা শোনার পর হযরত বাশীর (রা.) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অবশ্যই আমি সন্তুষ্ট।

এই তো ছিল আমাদের পূর্বসূরীদের জীবন চেতনা। তাঁরা সর্বদাই ভেবেছেন আখিরাতের কথা। কবরের কথা এবং তাঁদের এই ভাবনাকে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেয়ার মানসেই বেরিয়ে পড়েছিলেন দেশ থেকে দেশান্তরে। অথচ আজ আমরা ভুলে গেছি। আমাদের প্রকৃত ঠিকানার কথা। আমরা আকণ্ঠ ডুবে আছি এই নশ্বর দুনিয়ার ভাবনায়। আমাদের নিদ্রা কি ভাঙ্গবে না?

তাবলীগী মেহনত ও তার বরকত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ اَمَّا بَعْدُ

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা,

আল্লাহ তাআলাই সারা জাহানের বাদশাহ। পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ সর্বত্র নিরংকুশ রাজত্ব কেবল তাঁরই। আসমান ও জমীন কেবল তাঁরই আজ্ঞাবহ।

لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ

رَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ

পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই। [বাক্বারা : ১১৫]

قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

জিজ্ঞেস কর কে সপ্ত আসমান এবং মহা আরশের অধিপতি? [মু'মিনূন : ৮৬]

www.BANGLAKITAB.com

অর্থাৎ যদি জিজ্ঞেস করে, পূর্ব-পশ্চিম সাত আসমান এই বিশাল পৃথিবী আর আরশের অধিপতি কে? তাহলে একজন কাফেরও বলবে-

سَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ

তারা বলবে, আল্লাহর! [মু'মিনূন : ৮৫]

অর্থাৎ এই আসমান ও পৃথিবীতে আল্লাহ ছাড়া মালিকানা ও প্রকৃত বাদশাহী দাবী করার মতো আর কেউ নেই। যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন অধিপতি থাকতো তাহলে কেউ হয়তো এক আসমান দখলে নিয়ে নিতো। কেউ দখলে নিয়ে নিতো আরেক আসমান। অতঃপর দুই শক্তি মুখোমুখি হতো। শুরু হতো সংঘাত সংঘর্ষ। কারণ, দুনিয়ার ইতিহাস আমাদেরকে এ কথাই বলে- দুই শক্তি কখনও পরস্পর সংঘাত ছাড়া থাকতে পারে না। তাই আল্লাহ পাক বলে দিয়েছেন, আমার যদি কোন প্রতিপক্ষ থাকতো তাহলে অবশ্যই তার সাথে আমার সংঘাত হতো। তোমরা শুনতে পেতে কখনও বা সে হারতো আবার কখনও বা আমি। কিন্তু আজ পর্যন্ত তোমরা এমন কোন খবর শুনতে পাওনি। আসমান কিংবা দুনিয়ার রাজত্বে কখনও কারও সঙ্গে আমার সংঘাত হয়নি। এমনকি যারা আমাকে মানতে অস্বীকৃতি জানায় তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, তারাও এ কথাই বলবে। অতঃপর আল্লাহ পাক ইরশাদ করছেন- يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ

তিনি আসমানমণ্ডলী সংরক্ষণ করেন। [ফাতির : ৪১]

وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌۢ بِيَمِيْنِهٖ

আসমানমণ্ডলী থাকবে ভাঁজ করা অবস্থায়। তাঁর ডান হাতে। [যুমার : ৬৭]

وَهُوَ الَّذِىْ فِى السَّمَآءِ اِلٰهٌ وَّفِى الْاَرْضِ اِلٰهٌ

তিনিই মাবূদ নভোমণ্ডলে, তিনিই মাবূদ ভূমণ্ডলে। [যুখরুফ : ৮৪]

উল্লেখিত আয়াতগুলো আল্লাহ পাকের একচ্ছত্র বাদশাহীর কথাই ঘোষণা করে। তাঁর এই বাদশাহীর সূচনা কখন থেকে? এ সম্পর্কে তিনি নিজেই ইরশাদ করেছেন- لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْۢ بَعْدُ

www.BANGLAKITAB.com

পূর্বের ও পরের ফয়সালা আল্লাহরই। [রূম : ৪]

সকল জিনিসেরই একটা সূচনা ও শেষ আছে কিন্তু আল্লাহ পাক এমন এক সত্তা; যাঁর আদি নেই, অন্তও নেই। তাঁর শাসন ব্যবস্থায় বৈশিষ্ট্যও তাই। তাঁর ব্যবস্থাপনারও আদি নেই, অন্ত নেই। তাঁর শাসন ক্ষমতার কখনও ইতি ঘটবে না।

মানবিক শাসন ব্যবস্থার ব্যাপকতা ও আল্লাহর শক্তি

তাঁর শাসন ব্যবস্থা এতটা ব্যাপকতর, কেউ যদি পুরো জীবন এর পেছনে বিসর্জন দেয় তবুও তা উপলব্ধি করে শেষ করতে পারবে না। প্রতিটি মানুষের মধ্যে আল্লাহ পাক এক লক্ষ কোটি ইট ব্যবহার করেছেন। এই যে আমার আপনার অস্তিত্ব রয়েছে এই প্রতিটি অস্তিত্বের মধ্যে আল্লাহ পাক যে সেল ব্যবহার করেছেন তাকে আমরা আমাদের ভাষায় ইট বলতে পারি। আমাদের এই দেহ ঘর তৈরি হয়েছে এক লক্ষ কোটি ইটে। আর সর্বদাই এই দেহঘর ভাঙ্গা-গড়ার মধ্যে দিয়েই এগিয়ে চলছে। কোথাও কোন ইট যদি ভেঙ্গে যায় তবে তাকে রিপিয়ার করতে হয়। যদি কোথাও কোন ইট খসে পড়ে তবে সেখানে নতুন ইট লাগাতে হয়। কোথাও বা বাকল ওঠে যায় সেখানে মশলা দিয়ে তা সমান করতে হয়। আবার কোথাও দুর্বলতা দেখা দিলে সেখানে শক্তি দিয়ে তা পূর্ণ করতে হয়। সুতরাং এই যে লক্ষ কোটি Cell আছে এর প্রতিটিরই খোরাক রয়েছে এবং প্রতি মুহূর্তে তাকে তার চাহিদা মুতাবিক খাদ্য পৌছানো হচ্ছে। যদি এই খাদ্যে কোনরূপ ত্রুটি হয় একটার জায়গায় অন্যটা চলে যায় তাহলে শরীরের সকল ব্যবস্থাপনা ভেঙ্গে যাবে, ধসে পড়বে। আর শরীরের মধ্যে এই যে কোটি কোটি সেল রয়েছে এগুলো এমন যে মাইক্রোস্কোপ (Microscope) ছাড়া দেখা যায় না। প্রতিটি মানুষের শারীরিক ব্যবস্থাপনা এতটা সূক্ষ্ম। তার উপর আবার সেই মানুষের সংখ্যা হলো সাতশ' কোটি। এবার ভেবে দেখুন, এই মানুষকে কেন্দ্র করে কত সূক্ষ্ম ও কত বিশাল ব্যবস্থাপনা চলছে। তারপর কেউ আবার জন্মগ্রহণ করছে, কেউ বা মরছে, কেউ যৌবনে পদার্পনণ করছে, কেউ বা জীবনের শেষ সীমানা পার হচ্ছে। কেউ যৌবনের শেষ সীমানা পার হয়ে বার্ধক্যের অন্ধকারে পা রাখছে। কেউ অসুস্থ হচ্ছে। আবার কেউ অসুস্থতার সীমানা ডিঙিয়ে সুস্থতায় পা

www.BANGLAKITAB.com

রাখছে। এ সবকিছু শুধু মানুষের দেহকে কেন্দ্র করে। যদি একজন মানুষের দেহকেন্দ্রিক এই ব্যবস্থাপনার প্রতি কেউ গভীরভাবে দৃষ্টি দেয় তাহলে তার জীবন ভাবনার জন্যে এতটুকুই হবে যথেষ্ট।

অতঃপর যে মারা গেল সে তো চলেই গেল। মাথা থেকে তার বোঝা নেমে গেল। কিন্তু আসলে বিষয়টি তা নয়। যে মারা গেছে তার দেহের একেকটি পরমাণু কোথায় উড়ে বেড়াচ্ছে তার প্রতি দৃষ্টি রাখা, কোথায় কবরস্থ হচ্ছে তার প্রতি লক্ষ্য রাখা, দেহের একেকটি পরমাণুকে কবরের পোকা কখন খেয়েছে, কবে এই পোকাগুলো অন্য পোকাদের খোরাক হয়েছে, অতঃপর আবার সেই পোকাগুলোকে খেল কোন পোকা? আবার এই মাটি কখন পার্শ্ব বদল করলো, কখন মাটি কবরের ভেতরের মাটিকে তুলে উপরে ফেলে দিল, এরপর উপরের মাটিকে টেনে নিল ভেতরে-এভাবে একটি কবরের ভেতর কবরস্থ হয়েছে শত শত মানুষ।

সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর বেলায় তো এমনও ঘটেছে, একটি কবরে দশজনকে দাফন করা হয়েছে। যুদ্ধে যখন তারা চরমভাবে যখম হয়েছেন তখন তাঁদের শরীরে কবর খোড়ার মতো শক্তিও ছিল না। তখন দেখা গেছে একটি কবরে অনেককে দাফন করা হয়েছে। ওহুদের যুদ্ধে একই কবরে দশজন করে সাহাবীকে দাফন করা হয়েছে।

স্বাভাবিক কথা, পরে তাঁদের দেহের অংশগুলো পরস্পরে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। এখন তাঁদের প্রত্যেকের দেহের অণু-পরমাণুগুলো খোঁজ-খবর রাখা, অতঃপর মাটির সাথে মিশে যাওয়া দেহের যে পরমাণুগুলো বাতাসে উড়ে গিয়ে সমুদ্রে পড়েছে, অতঃপর তা গিলে ফেলেছে সমুদ্রের মাছ। আবার সেই মাছকে গিলে খেয়েছে সমুদ্রের বড় বড় মাছ। অবশেষে সেই মাছ স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছে এবং তা পচে গলে মিশে গেছে সমুদ্রের পানির সঙ্গে এবং তা ভেসে উঠেছে সমুদ্রের পানির উপর। সূর্য তাপ দিয়ে সেই পানিকে শুষে নিয়েছে, সৃষ্টি হয়েছে মেঘ। আবার সেই পরমাণু মেঘে করে কিছু চলে গেছে ইরানে, সেখানে বর্ষিত হয়েছে বৃষ্টি হয়ে। কিছু বা বর্ষিত হয়েছে পাকিস্তানের ইসলামাবাদে। কিছু পেশোয়ারে, কিছু করাচীতে। এভাবে যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে দেখব, এই দুনিয়াতে যে একজন মানুষ মারা যাচ্ছে তার শরীরের একেকটি অংশ অণু-পরমাণুতে বিভক্ত হয়ে তা কোথা থেকে কোথা ছড়িয়ে

www.BANGLAKITAB.com

পড়ছে। পুণরায় তা সংরক্ষিত হচ্ছে আল্লাহর কুদরতে। কারণ, এ সবগুলোকে একত্রিত করে এই মানুষটিকে পুনরায় জীবিত করা হবে।

বিশ্ব জাহানের বিভিন্ন নিযাম

তাও যদি শুধু মানুষের ক্ষেত্রে হতো তাহলেও না হয় হিসেব করে দেখা যেত। এখন আমরা যে কলোনীতে বসে কথা বলছি এই কলোনীতে কী সংখ্যক পিঁপড়ে আছে, কী পরিমাণ পিঁপড়ে জন্মগ্রহণ করলো, কত পরিমাণ পিঁপড়ে আজ মারা গেল, কী পরিমাণ পিঁপড়ে এখন ডিমের মধ্যে আছে এবং সন্ধ্যা নাগাদ জন্মগ্রহণ করবে- এভাবে যদি আমরা কেবল এই একটি কলোনীর পিঁপড়ের হিসেব কষতে যাই তাহলে আমাদের পুরো জীবন শেষ হয়ে যাবে। দুনিয়ার সমস্ত বিশেষজ্ঞদের সহায়তা নিয়েও হয়তো আমরা গণনা করে শেষ করতে পারবো না। গণনা করতে গেলে হয়তো গতকাল যারা মারা গেছে তাদেরকে গণনা করে বসবো, আগামীকাল যারা জন্মগ্রহণ করবে তাদের তো খোঁজই পাবো না। অথচ আল্লাহ পাক পৃথিবীময় সকল পিঁপড়ের পরিপূর্ণ হিসেব রাখেন। কারণ, প্রতিটি পিঁপড়েকেই তিনি পুনরায় জীবিত করবেন। এমন কোন প্রাণী নেই যাকে কিয়ামতের দিন পুনরায় জীবিত করা হবে না।

আমরা যদি শুধুমাত্র মশার হিসাব করতে চাই তাহলেও তা শেষ করতে পারবো না। এই যে আমরা ঘরে বসে মশা মারার জন্যে স্প্রে করি, একেকবার স্প্রে করার দরুণ লক্ষ কোটি মশা ও তার ডিম ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু সন্ধ্যা পর্যন্ত আবার জন্মলাভ করে কোটি কোটি মশা। তারা আমাদের নাকের ডগায় উড়ে বেড়ায়। অথচ আমরা তাদের হিসাব জানি না। আল্লাহ পাক এর পরিপূর্ণ হিসাব রাখেন এবং প্রতিটি মশাকে কিয়ামতের দিন পুনরায় জীবিত করবেন।

আমরা কি বলতে পারি, আমাদের বাড়িতে কতটি পাখির বাসা? আমাদেরকে যদি বলা হয়, আমাদের গ্রামের পাখিগুলোর হিসেব নিতে তবে কি আমরা হিসেব করে দেখাতে পারবো? না, পারবো না। অথচ আল্লাহ পাক কতটি পাখি মারা গেল, কতটি জীবিত আছে, কতটি ডিমের ভেতর আছে এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত জন্মগ্রহণ করবে এর সবকিছু অবগত আছেন।

www.BANGLAKITAB.com

তিনি জানেন, আমাদের বাড়ির পাশের পুকুর কিংবা নদীতে কী সংখ্যক মাছ আছে। মাছের ডিমের ভেতর বসবাসকারী মাছগুলোর হিসেবও তাঁর জানার বাইরে নয়। তিনি জিন-এর মতো সূক্ষ্ম জাতিরও পরিপূর্ণ হিসেব রাখেন। অথচ আমাদের দৃষ্টিতে জিন হলো এক অশরীরী জাতি। কোটি কোটি জিন। যদিও তারা বসবাস করার জন্যে কোনরূপ জায়গা দখল করে না। সুতরাং আমরা তাদের পরিসংখ্যান জানি না। তবে আল্লাহ তাআলা তাদের পরিপূর্ণ হিসেব রাখেন। সুতরাং বিশ্বময় সম্প্রসারিত তাঁর এই ব্যবস্থাপনা কত যে ব্যাপক ও গভীর তা আমাদের পক্ষে কল্পনা করাও অসম্ভব।

আল্লাহ তাআলা কেমন? কেমন তাঁর শক্তি ও বৈশিষ্ট্য? তাঁর বর্ণনা তিনি নিজেই দিয়েছেন- لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ

তাঁকে তন্দ্রা অথবা নিদ্রা স্পর্শ করে না। [বাক্বারা : ২৫৫]

لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى

আমার প্রতিপালক ভুল করেন না এবং বিস্মৃতও হন না। [ত্বহা : ৫২]

অর্থাৎ প্রহরীও কখনও কখনও নির্ঘুম থাকে, তাকেও তন্দ্রা পায় না। তবে সে ভুল করে বরাবরই। বরাবরই বিস্মৃত হয়। এমনকি জাগ্রত মানুষও কখনও ভুল করে। দেখা ও শোনা কথা খানিকটা পরে জিজ্ঞেস করলে বলতে পারে না। কিন্তু আমাদের প্রতিপালক এমন যে তিনি ভুল করেন না এবং তিনি বিস্মৃতও হন না। এই গুণ শুধুই তাঁর। মানুষের মধ্যে যারা সচেতন তাদেরকেও দেখা যায় সতর্কতার সাথে লিখে যাচ্ছে। অথচ ভুল লিখছে। অনেক সময় দেখা যায়, যারা বিচার সালিশ করে তারা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে ফয়সালা দেয়। অথচ সে ক্ষেত্রেও ভুল করে বসে। ভুল করে বিচারক, ভুল করে চিকিৎসক, ভুল করে শাসক। কিন্তু আল্লাহ পাক ভুল করেন না। কত দিন হলো এই দুনিয়া তিনি সৃষ্টি করেছেন। অবিরাম চলছে এর সমস্ত কার্যক্রম। কিন্তু আজ অবধি তিনি যেমন ভুল করেননি, তেমনি তাঁর এই ব্যবস্থাপনায় কোথাও কোন খুঁতই ধরা পড়েনি। ধরা পড়েনি কোন ক্লান্তি কিংবা অবসাদের ছাপ। অথচ আমাদের মায়েদেরকে দেখুন, তিন চারটা সন্তানকে সামলাতে গিয়ে বিকেল পর্যন্ত মাথা ব্যথায় ক্লান্ত হয়ে পড়ে, কেউ কেউ তো সন্তানদের প্রতি বিরক্ত হয়ে

www.BANGLAKITAB.com

মারধর আরম্ভ করে দেন। ফ্যাক্টরির মালিক একশ' শ্রমিক খাটাতে গিয়ে তার মাথা গুলিয়ে যায়। সন্ধ্যা বেলা দেখা যায় শ্রমিকদের সঙ্গে তার আচরণ মারমুখী হয়ে ওঠে।

মহান আল্লাহর জ্ঞান ও শক্তি

পক্ষান্তরে আল্লাহ তাআলার জ্ঞান ও শক্তির পরিধি দেখুন। তিনি নিয়ন্ত্রণ করছেন সারা জাহানকে। জলে স্থলে চলছে তাঁরই শাসন। শূন্য জগত আল্লাহর আরশ এবং সমুদ্রের তলদেশ পর্যন্ত একমাত্র তিনিই নিয়ন্ত্রণ করছেন। গাছপালা, গাছের প্রতিটি পাতা-পল্লব, উড়ন্ত প্রতিটি পাখি, বৃক্ষের প্রতিটি ফল-ফুল কেবল তিনিই নিয়ন্ত্রণ করছেন। মিষ্টি ফল কখনও তিতে কিংবা টক ফলের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে না। কোন কোন ফলের মধ্যবিন্দুতে তার বীচি। কোনটার বা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। কোনটার ভেতর রসে টইটুম্বুর, আবার কোনটা বা শক্ত। কোনটার রঙ শুভ্র, কোনটা লাল, কোনটা হলুদ, কোনটা সবুজ। কিন্তু একটার স্বাদ আরেকটার স্বাদের সাথে মিশে যাচ্ছে না। কোনটার ফল গাছের একেবারে শীর্ষে, কোনটার মাঝখানে, কোনটার ডাল-পালায় আবার কোনটার ফল একেবারে মাটির নিচে। এভাবে সৃষ্টি জগতের যে কোন প্রাঙ্গণের দিকে আমরা লক্ষ্য করবো দেখব, সেই অনাদি কাল থেকে এক সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনায় বয়ে চলছে সমগ্র সৃষ্টিধারা। তাতে কোন ব্যত্যয় ঘটেনি।

তিনি কোন কোন সৃষ্টিকে মাল্টিকালারে অলংকৃত করেছেন। তার রঙের একেকটি রেখা একেক বর্ণের। যা দেখে যেমন নয়ন জুড়ায়, তেমন বিস্মিতও হতে হয়। শুধু ময়ূরকেই দেখুন, তার ডানায় কত রঙ লুকিয়ে আছে। দুনিয়ার সকল মানুষ মিলে যদি চেষ্টা করে তাহলে এতটা লাজুক, এতটা রূপসী ও এতটা উজ্জ্বল করে একটি ময়ূর তৈরি করতে পারবে না। অথচ কত স্বাভাবিকভাবে একটি ডিমের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে এত সুশ্রী একটি ময়ূর। আর আসছে কালের পর কাল ধরে।

তাঁর এই সৃষ্টি সংখ্যায় যেমন ব্যাপক, ধরনেও তেমনি বিচিত্র। অবিরাম চলছে সৃষ্টির ধারা। তিনি ক্লান্তও হন না, বিস্মৃতও হন না। নিদ্রা যান না তন্দ্রাচ্ছন্নও হন না। তার ভাণ্ডার শেষ হয়ে যাবে এমন কোন ভয়ও করেন না। মুহূর্তের জন্যে তাঁকে দুর্বলতা অথবা অজ্ঞানতা স্পর্শ করতে পারে না। তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না গাফলত কিংবা অলসতা।

www.BANGLAKITAB.com

রাতের অন্ধকারেও প্রতিটি সৃষ্টি তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে এতটা স্পষ্ট ও প্রতিভাত, দুপুরে সূর্যের আলোতে যেমন স্পষ্ট ও উজ্জ্বল। আরশের পিঠে কিংবা সমুদ্রের তলদেশে যদি একটি ক্ষুদ্র পিঁপড়েও হেঁটে চলে তিনি তা অবশ্যই দেখতে পান। তিনি যেভাবে হযরত জিবরাইল (আ)-কে দেখতে পান তেমনি দেখতে পান আমাকে আপনাকে সবাইকে। হযরত মিকাইল (আ)-কে তিনি যেমন স্পষ্ট দেখেন তেমনি স্পষ্ট দেখেন কার্পেটের নিচে চলন্ত ক্ষুদ্র পিঁপড়েটিকেও। আমরা যদি বলি তাহলে তিনি শুনেন। যদি কোন কথা হৃদয়ের গভীরে গোপন রাখি, তাও তিনি শুনেন।

مَا يَعْزُبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ

অণু পরিমাণও, তোমার প্রতিপালকের অগোচর নয়। [ইউনুস : ৬১]

দুনিয়ার সমস্ত সৃষ্টি তার অধীন। তাঁর শক্তি ও জ্ঞানের বাইরে অণু পরিমাণ কিছু নেই। এই বিশ্ব জগত পরিচালনায় তাঁর কোন অংশীদার নেই। এই বিশ্ব জাহানকে তিনি একাই নিয়ন্ত্রণ করছেন। এখানে তাঁর কোন শরীক নেই। এই বিশ্ব জগত নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েন না যে, কাউকে ডেকে বলবেন, আমি তো আসমানমণ্ডলী নিয়ন্ত্রণ করছি, দুনিয়ার নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বটা তুমি নাও। আমি উত্তর-দক্ষিণ দেখছি, তুমি পূর্ব-পশ্চিম সামলাও। জলজগৎ আমার নিয়ন্ত্রণে রইলো, শূন্যজগৎ তুমি দেখ। বনের পাতাগুলো আমার নিয়ন্ত্রণে, ফল-ফুলের দেখাশোনা তুমি কর। ফেরেশতারা আমার নিয়ন্ত্রণে আছে, জিনদেরকে তুমি দেখ। না তাঁর কোন অংশীদার নেই।

اَلْمَلِكُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَالْفَرْدُ لَا نِدَّ لَهُ وَالْعَلِيُّ لَا سَمِيَّ لَهُ وَالْغَنِيُّ لَا ظَهِيْرَ لَهُ

তিনি বাদশাহ! তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি একক ও অদ্বিতীয়। তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। তিনি মহান ও সবার উর্ধ্বে। তিনি মুখাপেক্ষীহীন, তাঁর কোন সহযোগী নেই।

তিনি এক ও অদ্বিতীয়। وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ

তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। [ইখলাস : ৪]

www.BANGLAKITAB.com

মানুষের কাছে কালিমার দাবী

আমরা যে কালিমা শরীফ পাঠ করি সেই কালিমা শরীফ তথা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর দাবী হলো- আল্লাহ পাক দুনিয়ার সকল নারী ও পুরুষকে এই মর্মে আহ্বান করেছেন, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা কেবল আমি যা চাই তাই কর। আমিই তোমাদের একমাত্র মাবুদ। আমাকে ছাড়া কেউ চলতে পারে না। সকলের অতীত বর্তমান ভবিষ্যত সবকিছুই আমি জানি। কাজেই আমাকে ছাড়া তোমাদের কেউ পথ চলতে পারবে না। এই দুনিয়ার সবকিছুই আমার জ্ঞানের অধীন। যা অতীত হয়েছে তাও আমি জানি, ভবিষ্যতে যা ঘটবে তাও আমি জানি। মানুষ, জিন, পশু-পাখি সবকিছুর প্রতি আমার নজর সমান। অনন্তকাল পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে তার প্রতি আল্লাহ পাকের দৃষ্টি ঠিক এমন স্বচ্ছ, যেমন তিনি এই মুহূর্তে আমাদেরকে দেখছেন। আদম (আ)-এর সৃষ্টি তাঁর দৃষ্টির সামনে। তাঁর দৃষ্টির সামনে জিন জাতির সৃষ্টি। আসমান-জমিনের সৃষ্টিলীলা এখনও তাঁর দৃষ্টির সামনে। কিয়ামতের সময় এই বিশ্ব জগত যে ভেঙ্গে চুরমার হবে সে দৃশ্যও এখনই তাঁর চোখের সামনে। কিয়ামতের সময় ইসরাফিল শিঙায় যে ফুঁক দিবেন শিঙার সে ধ্বনি এখনই তিনি শুনতে পাচ্ছেন। তখন যে মানুষ বেহুঁশ হয়ে পড়ে যাবে, সমুদ্রে আগুন জ্বলে ওঠবে, গাছপালা একের পর এক মাটিতে ভেঙ্গে পড়বে, ভেঙ্গে পরবে ঘরবাড়ি, সমগ্র পৃথিবী, পাহাড়-পর্বত ধুলোর মতো উড়তে থাকবে, ভেঙ্গে পড়বে আসমান, আলোহীন হয়ে পড়বে চাঁদ-সূর্য- কিয়ামতের এ সকল দৃশ্য এখনই তাঁর চোখের সামনে। তিনি অতীতকে যেমন দেখেন, যেমন দেখেন বর্তমানকে ঠিক তেমনি দেখেন ভবিষ্যতকেও। কারণ, তাঁর দৃষ্টি পরিপূর্ণ, তাঁর জ্ঞান পরিপূর্ণ, তাঁর শক্তি পরিপূর্ণ, তাঁর শাসন ক্ষমতা পরিপূর্ণ।

তাঁর বাদশাহীর কোন সীমানা নেই।

তাঁর ধনভাণ্ডারের কোন শেষ নেই।

তাঁর শক্তির কোন অন্ত নেই।

তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের উপর কারও কর্তৃত্ব নেই।

তাঁর ভীতির ঊর্ধ্বে কোন ভীতি নেই।

তাঁর বড়ত্বের ঊর্ধ্বে কারও অহমবোধ নেই।

তাঁর বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করার কোন ভাষা নেই।

www.BANGLAKITAB.com

তাঁর গুণাবলী বর্ণনা করার মতো কোন সাধ্য আমাদের নেই। এ কারণেই হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন- لَاأُحْصِى ثَنَاءً عَلَيْكَ

হে আল্লাহ! আমি আপনার প্রশংসা করে শেষ করতে পারবো না।

অথচ আল্লাহ তাআলার প্রশংসায় তিনি এতটা পারঙ্গম যে আল্লাহ পাক তাঁর নামই রেখেছেন 'আহমদ' অতি প্রশংসাকারী। অথচ এই সর্বাধিক প্রশংসা ক্ষমতার অধিকারী রাসূল (স) – তিনিই ঘোষণা করছেন–

أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ

তুমি নিজে যেভাবে তোমার প্রশংসা করেছো আমরা তোমাকে ঠিক তেমনই জানি।

বর্তমান তাবলীগের সাধনা

তাবলীগী কাজের সূচনা হলো লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ থেকে। বিশ্বব্যাপী ইসলামের এই প্রথম সবক পৌঁছে দেয়াই তাবলীগী কাজের সূচনা। দুনিয়ার সকল মানুষকে এই মর্মে আহ্বান জানানো– তোমরা তোমাদের প্রভুকে চেনো। তোমরা তোমাদের মালিককে চেনো। তোমরা বুঝতে শেখো আসমান ও জমীনের সকল সম্পদের যিনি অধিপতি তাঁর হাতেই আমার জীবনের সব সংকটের সমাধান। আমার জীবন আমার মরণ আমার সম্মান আমার সফলতা এমনকি আমার সন্তান, শান্তি ও নিরাপত্তা সবকিছুর সমাধান একমাত্র তাঁরই হাতে। তিনিই আমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিতে পারেন। বাঁচাতে পারেন এই দুনিয়ার জাহান্নাম থেকেও। এই পৃথিবীতে আমার শান্তি-সুখের মালিকও একমাত্র তিনি। জল ও স্থল, বড় ও ছোট সৃষ্টি জগতের সবকিছুই তাঁর কর্তৃত্বাধীন। সুতরাং তাঁকে না মেনে কোন উপায় নেই। আল্লাহ পাক মানব জীবনের প্রতিটি পদে পদে তাঁর শক্তির বিকাশ ঘটিয়ে এ কথাই প্রমাণ করেন– হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের কল্পিত মূর্তিকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান কর।

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর দাবী শুধু এতটুকুই নয় যে কেবল পাথরের মূর্তিকে সিজদা করতে পারবে না। বরং দুনিয়ার যে সমস্ত শক্তি ও বস্তু তোমার আশা ও আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্র, এই দুনিয়ার যা কিছু তোমাকে আমার

www.BANGLAKITAB.com

থেকে গাফিল করে দেয়, আমাকে ভুলিয়ে দেয় তাও মূর্তি। তাকেই ভাঙতে হবে। তাকেই উপেক্ষা করতে হবে।

হযরত ইবরাহীম (আ.) যেভাবে মূর্তি ভেঙ্গে ঘোষণা কারেছিলেন-

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁর দিকে মুখ ফেরাচ্ছি, যিনি আসমানমণ্ডলী ও জমীন সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। [আনআম : ৭৯]

فَجَعَلَهُمْ جُذٰذًا

অতঃপর সে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল মূর্তিগুলোকে। [আম্বিয়া : ৫৮]

সুতরাং হযরত ইবরাহীম (আ)-এর মতো চর্ম চোখে দেখা সকল মূর্তিকে ভেঙ্গে ফেলতে হবে। ভেঙ্গে ফেলতে হবে অন্তরের বেদীতে প্রতিষ্ঠিত সকল মূর্তিকেও। ভেঙ্গে ফেলতে হবে মস্তিষ্কে প্রতিষ্ঠিত সব মূর্তিকে। যে সকল মূর্তির প্রতি নিবিষ্ট রয়েছে আমাদের চিন্তা, স্বপ্ন, ধ্যান ও আশা-আকাঙ্ক্ষা।

নামাযের ভেতর যেসব বিষয় স্মরণ হয় সাধারণত সেগুলোই হয় কিবলা। নামাযে যেসব বিষয় অন্তরে এসে ঘুরপাক খেতে থাকে সেগুলোই হৃদয়ের কিবলা। তাই আমরা যখন আল্লাহু আকবার বলে নামায আরম্ভ করি, তখন আমাদেরকে দেখতে হবে আমাদের হৃদয়ে অতঃপর কী ভেসে উঠছে? কী ঘুরপাক খাচ্ছে আমাদের অন্তরে? 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর আঘাতে হৃদয়ে ঘুরপাক খাওয়া অনাকাঙ্ক্ষিত এসব কিবলাকে ভেঙ্গে দিতে হবে। যেন এক আল্লাহ ছাড়া আমাদের অন্তরে আর কোন কিবলা না থাকে। তাবলীগের প্রথম কর্মসূচি এটাই।

কালিমার হাকীকত বর্ণনা

এক কবি বলেছেন-

যখন বলি, আমি মুসলমান তখন কেঁপে উঠি।

www.BANGLAKITAB.com

কারণ, আমি জানি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর বিপদের কথা। এখানে কবি বলছেন, যখনই আমি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ কালিমা পাঠ করি, বলি আমি মুসলমান তখন আমার পূর্ণ অস্তিত্ব কেঁপে ওঠে। অথচ আমরা তো সারাক্ষই নিজেদেরকে মুসলমান দাবি করি। পাঠ করি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। কিন্তু কই, আমাদের শরীরের একটি উকুনও তো কেঁপে ওঠে না। কবি নিজেই তার কারণও বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, আমি কেঁপে উঠি এই কারণে আমি কালিমার হাকীকত বুঝি। আমি কালিমার সমূহ বিপদগুলো জানি। তোমরা যেহেতু না বুঝেই উচ্চারণ কর তাই তোমরা মোটেই কম্পিত হও না।

কালিমার উচ্চারণ সত্যিকার অর্থে একেবারে সহজ উচ্চারণ নয়। কালিমার উচ্চারণ এতটাই গুরুভার, যা পূর্ণ আসমান-জমীন বহন করতে পারেনি। বরং অক্ষমতা প্রকাশ করেছে।

আল্লাহ্ পাক কোরআনে বলেছেন-

فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا

তারা এটা বহন করতে অস্বীকার করেছে এবং তাতে ভীত হয়েছে। [আহযাব : ৭২]

আসমান ও জমীন এই কালিমার ভার বহন করতে অপারগতা প্রকাশ করেছে। অস্বীকার করেছে শয়তানও। আসমান ও পৃথিবী অক্ষমতা প্রকাশ করে এবং অস্বীকার করে বিতাড়িত হয়নি, তবে অস্বীকার করে শয়তান অভিশপ্ত ও বিতাড়িত হয়েছে। কারণ, আসমান ও পৃথিবী অস্বীকার করার মধ্যে কোন অহংকার ছিল না। অহমবোধ ছিল শয়তানের অস্বীকারের মাঝে- اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ

সে অমান্য করলো এবং অহংকার করলো। [বাক্বারা : ৩৪]

পক্ষান্তরে আসমান ও পৃথিবী অস্বীকার করেছে, অহংকার করেনি বরং ভীত হয়েছে। ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে অক্ষমতা প্রকাশ করেছে। বলেছে, হে আল্লাহ! এত বড় বোঝা আমরা বহন করতে অপারগ। পক্ষান্তরে শয়তান বলেছে, আমি আদমের চাইতে বড়। আদম আমার চাইতে ছোট। কাজেই আমি এই নির্দেশ পালন করতে পারবো না। তাই শয়তান অভিশপ্ত হয়েছে

www.BANGLAKITAB.com

তার এই দাম্ভিকতা ও অহংকারের কারণে। আর অহংকার ও দাম্ভিকতা পরিহার করার কারণে আল্লাহর প্রিয়পাত্র হয়েছে আসমান ও পৃথিবী। মানুষকেও আল্লাহ তাআলার প্রিয়পাত্র হতে হলে অহংকার ও দাম্ভিকতা পরিহার করতে হবে। আল্লাহর দরবারে হতে হবে বিনয়ী। তাঁর দরবারে রোনাযারি করতে হবে। যদি কারও পাপ হিমালয় পরিমাণও হয় আর সে বিনয়ের সাথে মাটির মতো আল্লাহ পাকের দরবারে কান্নায় ভেঙ্গে পড়তে পারে আল্লাহ পাক তাকে অবশ্যই ক্ষমা করে দিবেন। তার পাপের ভারে যদি এই পৃথিবী ভেঙ্গে পড়ে, তার পাপের অন্ধকারে যদি চন্দ্র ও সূর্যের আলো ঢাকা পড়ে যায়, তার পাপের স্তূপ যদি আসমানকে গিয়ে স্পর্শ করে তবুও সে যদি বিনয়ের সাথে 'আল্লাহ' বলে ডাকতে পারে তাহলে আল্লাহ পাক তাকে ক্ষমা করে দিবেন। শুধু ক্ষমাই নয় বরং আল্লাহ পাক বলে দেন- যাও, অতীতের সব গুনাহ মাফ করে দিলাম। এখন থেকে নতুন জীবন শুরু কর।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

আমাদের তাবলীগী কাজের প্রথম মেহনত ও সাধনা এটাই- আল্লাহর সাথে নিজেদের বন্ধন প্রতিষ্ঠিত কর। নিজেদের হৃদয় মন ও বিশ্বাসকে আল্লাহ পাকের সাথে সম্পৃক্ত কর। অন্তরকে দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে আখিরাতমুখী কর। হৃদয়কে অর্থ থেকে, সম্পদ থেকে, জমি থেকে, ব্যবসা থেকে মুক্ত কর। মুক্ত কর অহমিকা থেকে। হৃদয়ে আল্লাহ তাআলার বন্ধন প্রতিষ্ঠিত করতে হলে অন্তরকে সব রকমের অহংকার থেকে মুক্ত করতে হবে। হৃদয় থেকে অহংকারকে বের করে দিতে হবে, বের করে দিতে হবে ঘরবাড়ি, গাড়ি, বাণিজ্য এবং পার্থিব সকল সুখ-সামগ্রী। সম্পদের বড়াই ও বড়ত্বকে অন্তর থেকে বহিষ্কার করতে হবে। এজন্যেই আল্লাহ পাক আমাদেরকে সাদাসিধা জীবনযাপনের নির্দেশ দিয়েছেন। একজন মানুষ সাইকেলে চড়ে পথ চলে। আরেকজন পথ চলে মোটর সাইকেলে করে। দু'জনের মনের অনুভূতি আসমান জমিন ব্যবধান। একজন যাচ্ছে ট্রেনে করে আরেকজন বিমানে করে। এই দু'জনের অন্তরের অনুভূতি কখনও এক হতে পারে না। তাছাড়া আমাদের এই দুনিয়াতে অহংকার করার কতো এমন কী আছে? আমরা যদি নিজেদের দিকে দৃষ্টি দিই দেখব, আমরা কত তুচ্ছ! কত সাধারণ!

www.BANGLAKITAB.com

বাইতুল মুকাদ্দাসের উদ্দেশ্যে হযরত উমর (রা.)-এর ঐতিহাসিক সফর

হযরত উমর (রা.) ছিলেন এক প্রার্থিত সাহাবী। অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম তো নিজেরা আকাঙ্ক্ষী হয়ে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে এসেছেন। তাঁরা সকলে ছিলেন প্রত্যাশী। পক্ষান্তরে হযরত উমর (রা.) ছিলেন প্রত্যাশিত ও প্রার্থিত। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলিাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ পাকের দরবারে এই মর্মে প্রার্থনা করেছিলেন- হে আল্লাহ! উমরকে হিদায়াত দাও। উমরকে হেদায়াত দান কর। সুতরাং হযরত উমর (রা.)-এর ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা ছিল স্বতন্ত্র। ফিলিস্তিনবাসীদের আবেদনে হযরত উমর (রা.) যখন বাইতুল মুকাদ্দাস আসেন তখন বাইতুল মুকাদ্দাসের কাছাকাছি পৌঁছলে হযরত আবু উবাইদা (রা.) এসে সাক্ষাত করেন এবং আবদার করেন– আমিরুল মুমিনীন! দয়া করে আপনি আপনার শরীরের এই পোশাকগুলো বদলে ফেলুন। দয়া করে ভালো কাপড় পরিধান করুন। আমরা যখন বাইরে যাই তখন আমাদেরকেও অনুরোধ করা হয়। বলা হয়, এই কাপড়ের টুপি রেখে জিন্নাহ ক্যাপ পড়ে নাও। কী আশ্চর্য! যে আমল হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সান্নিধ্যে নিয়ে যায় আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভে সহায়তা করে সে আমলের প্রতি আগ্রহ আকর্ষণ নেই, বরং মনের মধ্যে জেঁকে বসে আছে জিন্নাহ ক্যাপের মাহাত্ম্য। অনুরূপ হযরত আবু উবাইদা (রা.) বিনীত অনুরোধ জানালেন, আমিরুল মুমিনীন! অনুগ্রহপূর্বক আপনি আপনার শরীরের পোশাক বদলে ফেলুন।

অনুরোধ যেহেতু করেছেন হযরত আবু উবাইদা (রা.) কাজেই হযরত উমর (রা.)ও কিছুটা দমে গেলেন। মুখে শুধু এতটুকু বললেন, তুমি ছাড়া অন্য কেউ যদি এই আবদার করতো তাহলে আমি তার খবর নিয়ে ছাড়তাম। আচ্ছা, তুমি যখন অনুরোধ করেছো তখন ঠিক আছে। হযরত উমর (রা.) অন্য কাপড় পরিধান করলেন। উট রেখে তুর্কী ঘোড়ায় আরোহণ করলেন। ঘোড়াও ছিল সতেজ সবল। কয়েক কদম যেতেই তিনি লাফিয়ে উঠলেন। তখন হযরত উমর (রা.) বললেন, 'তোমাদের আমীর ধ্বংস হয়ে গেছে, তোমাদের আমীর ধ্বংস হয়ে গেছে' বলে চিৎকার করে উঠলেন। অতঃপর হযরত আবু উবাইদা (রা.)-কে ডেকে বললেন, আমাকে আমার কাপড় দাও, আমাকে আমার উট এনে দাও।

www.BANGLAKITAB.com

হযরত আবু উবাইদা (রা.) বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন– আমিরুল মুমিনীন! কী ব্যাপার? হযরত উমর (রা.) বললেন– دَخَلَنِى الْعُجَبُ

আমার ভেতর অহংকার সৃষ্টি হয়েছে।

তারপর তিনি নতুন কাপড় খুলে ফেলেন। তাঁর পুরাতন কাপড় পরিধান করেন। মদীনা থেকে নিয়ে আসা উটের উপর চড়ে বসেন।

এদিকে রোমকরা শর্ত দিয়েছিল, মুসলমানদের আমীর এসে চুক্তিতে সই করতে হবে। কয়েকদিন যাওয়ার পর সবাই মিলে হযরত খালিদ ইবনে অলীদ (রা.)-কে এই বলে পাঠিয়ে দিলেন, ইনিই আমাদের আমীর। তখন তারা তাদের কিল্লার ছাদের উপর উঠে তাদের কিতাব খুলে দেখলো। দেখলো হযরত খালিদ ইবনে অলীদ (রা.)-কে। বললো, আমাদের কিতাবে যে আকৃতি বর্ণিত আছে তার সঙ্গে এঁর আকৃতি মিলছে না। অবশেষে তিনি হযরত উমর (রা.)-কে চিঠি লেখেন। সেই চিঠি পেয়ে হযরত উমর (রা.) এখানে আসেন। বাইতুল মুকাদ্দাসে তাঁর আগমনের প্রকৃত প্রেক্ষাপট ছিল এটাই। তাদের কিতাবে এও লেখা ছিল, তিনি রাতের বেলা আগমন করবেন, উটের উপর আরোহী হয়ে আগমন করবেন এবং তাঁর গায়ের জামাটি হবে তালিযুক্ত। অতঃপর তাঁর দেহ-গড়ন বর্ণনাও লিপিবদ্ধ ছিল তাতে। হযরত উমর (রা.) যখন আসেন তখন তাকে দেখেই তারা বলে উঠে– হ্যাঁ, ইনিই সেই প্রতিশ্রুত আমীর। এরপর তারা হযরত উমর (রা.)-এর গায়ের জামাটি পঁইপঁই করে দেখতে থাকে। অবশেষে বলে, এখানে তো বারটি তালি দেখতে পাচ্ছি। আর দুটি গেল তালি কোথায়? হযরত উমর (রা.) তখন তাঁর বাহু উঁচু করে দাঁড়ান। তারা তার বাহুর নিচে আরও দুটি তালি দেখতে পেয়ে আশ্বস্ত হয়। এই ছিল অর্ধজাহানের বাদশাহর পোশাক।

এখন আমরা মুসলমানরা ডুবে আছি জাহিরি সৌন্দর্য চিন্তায়। অথচ আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে বলেছেন– বান্দা! তোমার অন্তরকে সুন্দর কর। পরিচ্ছন্নতা মানুষের স্বভাবজাত একটি বিষয়। স্বভাবতই মানুষ সুন্দরের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে। আর এ কারণেই আল্লাহ পাক এত সুন্দর করে এই নিখিল জাহানকে সৃষ্টি করেছেন।

কত সুন্দর বিচিত্র পাখি।

কত সুন্দর মধুময় তার কণ্ঠ।

কত সুন্দর বাগ-বাগিচা।

www.BANGLAKITAB.com

কত সুন্দর ফুল-ফল।
কত সুন্দর বর্ষার আসমান।
কত সুন্দর মেঘমুক্ত শরতের বিকেল।

মূলত আল্লাহ পাক রূপে-গুণে সুশোভিত করে এই নিখিল জাহান সৃষ্টি করেছেন যেন এ সব কিছু দেখে মানুষের চোখ জুড়ায়। তাছাড়া আল্লাহ নিজেও সুন্দর। তিনি সুন্দরকে পছন্দ করেন। কিন্তু আমরা চাইলেই তো আর আমাদের আকার-আকৃতিকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারবো না। গড়ে তুলতে পারবো না আল্লাহর মতো অনিন্দ্য রূপময় করে তুলতে। তাই আল্লাহ পাক আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, বান্দা! তোমরা তোমাদের অন্তরকে সুন্দর কর। তোমাদের কলবই আমার ঠিকানা।

বান্দার ভগ্ন হৃদয় হলো আল্লাহর ঠিকানা। যে হৃদয় সুন্দর, পাক-পবিত্র সে হৃদয়ে আল্লাহ পাক আগমন করেন। তিনি মাটিতে কিংবা আকাশে আগমন করেন না। তিনি আগমন করেন মানুষের অন্তরে। মানুষের আলোকিত হৃদয় আল্লাহ তাআলার আরশসম। তাছাড়া আরশ তো আল্লাহ পাকের সামান্য তাজাল্লীও বরদাশত করতে অক্ষম। অথচ মানুষের হৃদয় অবিরাম আল্লাহ পাকের তাজাল্লীর শরাব পান করে যাচ্ছে।

হাদীসে কুদসীতে আছে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

اِنَا عِنْدَ الْمُنْكَسِرَةِ قُلُوبُهُمْ

আমি ভগ্ন হৃদয় বান্দার কাছে থাকি।

সুতরাং মানুষের হৃদয় খুব মূল্যবান সম্পদ। যে হৃদয়ে দুনিয়ার কোন ময়লা আবর্জনা নেই, সম্পদের কোন আচ্ছাদন নেই, দুনিয়ার সব রকমের সব আয়োজন থেকে মুক্ত সে হৃদয় আল্লাহর ঠিকানা।

খাজা আযীযুল হাসান মাজযূব (র.) যখন নিচের কবিতাটি পাঠ করেন তখন হযরত থানবী (র.) বলেছিলেন, যদি আমার নিকট এক লাখ রুপী থাকতো তাহলে এক লাখ রুপীই আমি এই কবিতার পুরস্কার স্বরূপ দান করতাম।

সুতরাং প্রকৃত মুমিন বান্দার পরিচয় হলো অন্তরকে দুনিয়ার সবকিছু থেকে পাক-পবিত্র করে আল্লাহর কাছে সঁপে দেয়া।

www.BANGLAKITAB.com

ঈমানের স্বাদ

জীবনের কত দীর্ঘকাল চলে গেল। এখনও পর্যন্ত আমরা ঈমানের স্বাদ অনুভব করতে পারলাম না। আস্বাদন করতে পারলাম না। আজও বুঝতে পারলাম না ঈমানের মধ্যে কী স্বাদ রয়েছে। অথচ হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

ذَاقَ طَعْمَ الْاِيْمَانِ

সে ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করেছে।

আমরা তো বুঝি যেসব বস্তু ধরা ছোঁয়া যায় কেবল সেগুলোই আস্বাদন করা যায়। যেমন আমরা রুটি তরকারী পানীয় ইত্যাদি খাই ও পান করি এবং তার স্বাদ অনুভব করি। আমরা আস্বাদন করি, কোনটি ঝাল কোনটি মিষ্টি, কোনটি টক কোনটি ফিকে। এই হাদীসে মূলত এদিকেই ইংগিত করা হয়েছে– ঈমানেরও এমন একটি স্তর আছে যে স্তরে উপনীত হওয়ার পর মানুষ পার্থিব মিষ্টি দ্রব্যের মিষ্টতার ন্যায় ঈমানের স্বাদকেও অনুভব করতে পারে। আস্বাদন করতে পারে আল্লাহর সাথে সম্পর্কের মাধুর্য। এটা মূলত মানুষের চেষ্টা ও সাধনার উপর নির্ভরশীল।

আমরা বলি, আমাদের এই তাবলীগের প্রথম সাধনাই হলো আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়ার। আর আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যম হলো হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র জীবনাদর্শ। আর সেটাই হলো কালিমা শরীফের দ্বিতীয় অংশ। আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক ও বন্ধন প্রতিষ্ঠার এই মাধ্যম আরবের জন্যেও অনারবের জন্যেও। ফকীরের জন্যেও গরীবের জন্যেও। নারীর জন্যেও পুরুষের জন্যেও। তাই কালিমার প্রথম অংশে বলা হয়েছে– লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আর পরের অংশে বলা হয়েছে– মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। সুতরাং হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন ও শিক্ষাকে বর্জন করে আল্লাহকে পাওয়া কোন দিনও সম্ভব নয়। ইরশাদ হয়েছে–

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

www.BANGLAKITAB.com

কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারভার তোমার উপর ন্যস্ত না করবে। অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তাদের মনে কোন দ্বিধা সংশয় না থাকবে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নিবে। [নিসা : ৬৫]

আয়াতটির বর্ণনাভঙ্গি কী বিস্ময়কর! আল্লাহ তাআলা তাঁর বক্তব্যের সূচনা করেছেন 'তোমার রবের শপথ' বলে। এর দ্বারা এই বাক্যের বক্তব্যের প্রতি গুরুত্ব যেমন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তেমনি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আল্লাহ পাকের সম্পর্ক এবং হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি আল্লাহ পাকের ভালোবাসাও। আল্লাহ পাক নিজেকে এখানে আলাদা রেখে ইরশাদ করছেন– তোমার প্রতিপালকের শপথ! অর্থাৎ আমি শুধু তোমার প্রতিপালক। অথচ তিনি তো নিখিল জাহানের প্রতিপালক। কোরআনে কারীমের সূচনাতেই তিনি ইরশাদ করেছেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যে।

এখানে মূলত হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি আল্লাহ পাকের ভালোবাসা প্রকাশ করা এবং তাঁর প্রতি তাঁর আদর্শ ও ফয়সালার প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্যের গুরুত্ব বর্ণনা করাই মূল উদ্দেশ্য। সুতরাং আমরা যদি আল্লাহকে আপন বানাতে চাই তাহলে আমাদের জন্য পথ একটাই। তা হলো হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনাদর্শ। তাছাড়া আল্লাহ তাআলাকে আপন না বানিয়ে তো আমাদের আর কোন উপায় নেই। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

اَللّٰهُمَّ ان لك عَبِيْدًا سِوَاىَ كَثِيْرُوْنَ وَلَيْسَ لِىْ سِوَاكَ

হে আল্লাহ! তোমার তো আমি ছাড়াও আরো অনেক বান্দা আছে। কিন্তু আমার তো তুমি ছাড়া অন্য কোন মাবূদ নেই।

তোমার বান্দা অসংখ্য। কিন্তু আমার মাবূদ তো একমাত্র তুমিই। সুতরাং আমি যদি তোমাকে না পাই তাহলে তো কিছুই পেলাম না।

অতঃপর আল্লাহ পাক শপথ করে ইরশাদ করেছেন–

www.BANGLAKITAB.com

حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ

তারা যদি নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারভার আপনার উপর ন্যস্ত না করে তাহলে তারা মুমিনই হতে পারবে না।

অর্থাৎ যদি তারা তোমার ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে তাহলে আমিও তাদের প্রতি রাজি থাকবো। আর তারা যদি তোমাকে উপেক্ষা করে তাহলে আমাকে কোন দিনই পাবে না। কুরাইশী হলেও পাবে না, রাজপুত্র হলেও পাবে না, আরব হলেও পাবে না, আজম হলেও পাবে না, পাঠান হলেও পাবে না। আমাকে পাওয়ার একটাই পথ, তোমার ফয়সালার অনুসরণ। তোমার আদর্শের অনুকরণ। সুতরাং আমরা যদি আল্লাহকে পেতে চাই তাহলে আমাদেরকে চলতে হবে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসৃত বরকতময় পথে।

ব্যক্তিপূজা ও পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব

মানুষ স্বাভাবিকভাবেই ব্যক্তিপূজারী হয়। ব্যক্তিত্বের দ্বারা মানুষ প্রভাবিত হয়। এই প্রভাব তাকে অন্যের চাল-চলনের অনুকরণ করতে পর্যন্ত অনুপ্রাণিত করে। ফলে দেখা যায়, একেবারে ছোট শিশু পর্যন্ত তার পছন্দের মানুষের অনুসরণে কাপড়-চোপড় পরে এমনকি গলায় টাই ঝুলিয়ে চলে। এটা আমাদের মধ্যে লালিত দাসত্বেরই একটা প্রভাব। শত বছর গোলামীর ফলে অবচেতনভাবেই আমাদের কোমলমতি নিষ্পাপ শিশুদের মাঝেও এই টাইপ্রীতি ঢুকে পড়েছে। আজকাল যে স্কুলের বাচ্চারা টাই পরে সে স্কুলকে ভালো মানের স্কুল মনে করা হয়। পক্ষান্তরে যে স্কুল বাচ্চারা পাজামা-পাঞ্জাবী পরে সেই স্কুলকে খুবই সাধারণ স্কুল গণ্য করা হয়। এটা আমাদের মানসিক বিপর্যয়। কোন ইংরেজ এসে আমাদেরকে এ কথা বলে যায়নি, তোমরা টাই, কোট পরিধান কর। বরং তাদের শত বছরের সাধনা আমাদেরকে তাদের প্রতি তাদের সভ্যতার প্রতি প্রভাবিত করেছে, আকৃষ্ট করেছে। ফলে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে আমরা আমাদের সেই প্রভাবিত মানসিকতাকে সযত্নে লালন করে আসছি।

এ শুধুমাত্র শহরের চিত্র নয়। শহর ছেড়ে যদি আমরা গাঁও গ্রামে যাই সেখানেও একই চিত্র নজরে পড়বে। দেখা যাবে সেখানেও বাচ্চারা টাই পরে স্কুলে যাচ্ছে এবং যুবতী মেয়েরা সংক্ষিপ্ত পোশাকে ঘোরাফেরা করছে। এটা বাচ্চাদের অপরাধ নয়। তারা তো নিষ্পাপ। এ অপরাধ মা-

www.BANGLAKITAB.com

বাবার। কিয়ামতের দিন এই জালিম মা-বাবাকে আল্লাহ পাকের দরবারে জিজ্ঞাসিত হতে হবে।

মূলত এটা আমরা আমাদের পারিপার্শ্বিকতা থেকে পেয়েছি। কোন ইংরেজ আমাদেরকে এসে গলায় টাই ঝুলাতে বলে যায়নি বাধ্যও করেনি। বরং তারা আমাদেরকে শত বছর শাসন করেছে। সেই শাসনের প্রভাবেই আজো আমরা তাদের কৃষ্টি-কালচার ছাড়তে পারিনি। পক্ষান্তরে আমরা আমাদের নবীর জীবনী কখনও পাঠ করিনি। কখনও তাঁর জীবন কর্ম ও আদর্শের কথা আমরা শুনিনি। তাই আমরা তাঁর শিক্ষা ও জীবন দ্বারা প্রভাবিতও হইনি। আমরা উম্মাহাতুল মু'মিনীনের জীবনী পাঠ করিনি। নারী তো নারীদের দ্বারাই প্রভাবিত, হবে। পুরুষরা প্রভাবিত হবে পুরুষদের দ্বারা। তাই আমাদের সমাজের পুরুষরা যেভাবে বিজাতীয় পুরুষদের দ্বারা প্রভাবিত তেমনি আমাদের নারীরা প্রভাবিত বিজাতীয় নারীদের দ্বারা। তাদের পোশাক যখন সংক্ষিপ্ত তখন আমাদের মেয়েদের পোশাকও সংক্ষিপ্ত। অথচ আল্লাহ পাক মুসলিম নারীদের আদর্শ হিসেবে নির্বাচন করেছেন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মানিত বিবিগণকে।

মেয়েদের স্বভাব হলো, তারা সর্বদাই তার চেয়ে বড় নারীর প্রতি নজর। অমুক ঘরের অমুক বেগম সাহেবা এই পোশাক পরেছে; কাজেই আমাকেও পরতে হবে। অমুক ঘরে এটা দেখেছি; সুতরাং আমার ঘরেও এটা হতে হবে। আমি আমার সেই বোনদের উদ্দেশ্যে বলবো, বড়দের প্রতিই যখন তোমাদের এমন আকর্ষণ তখন তোমরা আল্লাহর কালাম খুলে দেখ, আল্লাহ পাক হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মানিত বিবিগণ সম্পর্কে ইরশাদ করছেন–

يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ

হে নবীপত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মতো নও। [আহযাব : ৩২]

লক্ষ্য করে দেখুন, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিবিগণের কী বিশাল সম্মান বিবৃত হয়েছে এই আয়াতে। বলা হয়েছে, তোমাদের মতো এই পৃথিবীতে আর কোন নারী নেই। অতীতেও ছিল না, এখনও নেই, ভবিষ্যতেও হবে না। আল্লাহ পাক যাদের সম্পর্কে এই সাক্ষ্য দিচ্ছেন তাঁদের মর্যাদার কি কোন তুলনা হতে পারে? তাছাড়া অন্য আয়াতে উম্মাহাতুল মু'মিনীনের সম্মানের কথা এভাবে ঘোষিত হয়েছে–

www.BANGLAKITAB.com

وَلَا اَنْ تَنْكِحُوْٓا اَزْوَاجَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖٓ اَبَدًا

তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পত্নীগণকে বিয়ে করা তোমাদের জন্যে কখনও বৈধ নয়। [আহযাব : ৫৩]

এ হলো নবীপত্নীগণের সুউচ্চ মর্যাদা। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণের পরও দুনিয়ার অন্য কোন পুরুষের পক্ষে তাঁদের কাউকে বিবাহ করা বৈধ নয়। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এই পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেন তখন হযরত আয়েশা (রা.)-এর বয়স মাত্র আঠার বছর। চুয়ান্ন বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেছেন। জীবনে কত দীর্ঘ বৈধব্য জীবন কাটিয়েছেন! কিন্তু কোন স্বামী গ্রহণ করেননি। কারণ, এটা সম্পূর্ণ হারাম, অবৈধ।

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হক আদায়

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হক ও মর্যাদা আমাদের জীবনের চেয়ে ও বেশি। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন–

اَلنَّبِىُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ

নবী মুমিনদের কাছে তাদের নিজেদের জীবন অপেক্ষা প্রিয়তর। [আহযাব : ৬]

অর্থাৎ আমার নবীর মর্যাদা তোমাদের নিকট তোমাদের জীবনের চেয়েও অধিক। আত্মীয়-স্বজনের মর্যাদাও তো নিজের জীবনের চেয়ে অধিক নয়। অথচ আল্লাহ পাক ইরশাদ করছেন– আমার নবীর মর্যাদা তোমাদের কাছে তোমাদের জীবনের চেয়েও বেশি। এর ব্যাখ্যায় উলামায়ে কিরাম লিখেছেন– কোন মা-বাবা যদি সন্তানকে নির্দেশ দেয় পানিতে কিংবা আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়। অতঃপর সন্তান মা-বাবার হুকুম মাফিক আগুনে বা পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে মারা গেলে সেটা আত্মহত্যা হয়। কারণ, সন্তানের জীবন হরণ করার অধিকার মা-বাবার নেই। কিন্তু আল্লাহর রাসূল যদি কোন মুমিন মুসলমানকে বলেন, ঝাঁপ দাও, আর সে ঝাঁপিয়ে পড়লো তখন তার এই মৃত্যুকে বলা হবে শাহাদাত, সে শহীদ। কারণ, সে আল্লাহর নবীর নির্দেশে জীবন দিয়েছে। উপর্যুক্ত আয়াতে নবীর এই মর্যাদার কথাই ঘোষিত হয়েছে। কাজেই এতে এ কথাই প্রমাণিত হয়, আমরা আমাদের নবীর পথকে, তাঁর জীবনাদর্শকে এই ছুঁতোয় ছেড়ে দিতে পারি না–

www.BANGLAKITAB.com

মন চাচ্ছে না।
পরিবেশ অনুকূল নয়।
মা-বাবা অনুমতি দিচ্ছেন না।
স্ত্রী রাজি নয়।
এটা মানতে গেলে চাকরি থাকবে না।

না এমন কোন ছুঁতোর অবকাশ নেই। জীবন চলে যেতে পারে। কিন্তু আল্লাহর নবীর নির্দেশকে উপেক্ষা করার কোন উপায় নেই। কারণ, নবীর মর্যাদা, নবীর নির্দেশের মর্যাদা একজন মুমিনের কাছে তার জীবনের চেয়ে অধিক। আল্লাহ পাক আরও ইরশাদ করেছেন–

وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ

তাঁর পত্নীগণ তাদের মাতা। [আহযাব : ৬]

অর্থাৎ হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণ হলেন ঈমানদারদের মা। আল্লাহর নবীর মর্যাদার পাশাপাশি এ হলো নবীপত্নীগণের মর্যাদা। এ কথা বলে আল্লাহ পাক দুনিয়ার সকল ঈমানদার নারীগণকে এই মর্মে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন– হে নারী সম্প্রদায়! তোমরা তো কারও না কারও দ্বারা প্রভাবিত হবেই। তোমরা তোমাদের দৈনন্দিন জীবনে কাউকে না কাউকে তো আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করবেই।

এই যে তোমাদের ঘর হঠাৎ করে বদলে যায়
হঠাৎ করে পাল্টে যায় তোমাদের ফার্নিচারের ঢঙ
বদলে যায় তোমাদের বিবাহ-শাদীর ফ্যাশন

এ তো কারও না কারও প্রভাবেই হয়। সুতরাং তোমরা যখন কাউকে না কাউকে দিয়ে প্রভাবিত হবেই তখন আল্লাহর রাসূলের বিবিগণের দ্বারাই প্রভাবিত হও।

আল্লাহ পাক উম্মাহাতুল মুমিনীনের প্রতি জগতের সকল নারীর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যেই পবিত্র কোরআনে তাঁদের বিশাল মর্যাদার কথা তুলে ধরেছেন। তুলে ধরেছেন এই উদ্দেশ্যে– মর্যাদাবান নারীদেরই যেহেতু তোমরা অনুসরণ কর; কাজেই তোমরা হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিবিদের জীবনাদর্শের অনুসরণ কর। তোমরা হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবারের দিকে লক্ষ্য

www.BANGLAKITAB.com

করে দেখ। তাঁর প্রিয়তম কন্যা হযরত ফাতিমা (রা.)-এর বিবাহ হচ্ছে। অথচ সেখানে বড় কোন আয়োজন নেই। হযরত ফাতিমা (রা.)-কে ঘরের দাসী হযরত উম্মে আইমান (রা.)-এর সঙ্গে একাকী পাঠিয়ে দিয়েছেন হযরত আলী (রা.)-এর ঘরে। কন্যা তুলে দেয়ার বিশেষ কোন আনুষ্ঠানিকতা নেই। কত সহজ জীবন! আর বর্তমানে আমরা জীবনটা কত কঠিন করে ফেলেছি।

আমরা যদি কল্যাণ চাই, কুরআনের আলোকে যদি আমাদের জীবন গড়তে চাই তাহলে আমাদের মা-বোনদেরকে অনুসরণ করতে হবে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণের জীবনাদর্শ। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বহু বিবাহের লক্ষ্য তো এটাই ছিল যেন সমাজের অন্যান্য নারী সরাসরি নবীপত্নীগণের সান্নিধ্যে এসে আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে শিখতে পারে, আল্লাহর দ্বীন বুঝতে পারে। অন্যথায় হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো নারীদের প্রতি বিশেষ কোন আকর্ষণের কারণে এতগুলো বিবাহ করেননি। তিনি তো ইরশাদ করেছেন- مَالِى فِى النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ

মেয়েদের প্রতি আমার বিশেষ কোন আকর্ষণ নেই।

এর বড় প্রমাণ হলো, তিনি পঁচিশ বছর বয়সে প্রথমবারের মতো বিবাহ করেছেন হযরত খাদিজা (রা.)-কে, যখন তাঁর বয়স চল্লিশ বছর। অতঃপর যখন তিনি বার্ধক্যে উপনীত হয়েছেন তখন একের পর এক বেশক'টি বিবাহ করেছেন। এর উদ্দেশ্য ছিল এটাই, নবীপত্নীগণের সাহায্যে সেই সমাজের মেয়েরা আল্লাহর দ্বীন শিখবে, ইসলামী জীবন শিখবে। কারণ, সমাজের এতগুলো নারীর সামনে তো আর এক দুইজন নারীর পক্ষে ইসলামের এই ব্যাপক শিক্ষা তুলে ধরা সম্ভব নয়। আরবের তৎকালীন নারীরাও উম্মাহাতুল মু'মিনীনের নিকট এসে দেখে দেখে ইসলাম শিখেছেন, ইসলামী জীবন শিখেছেন। আরবী ভাষায় প্রবাদ আছে- لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ

নিশ্চয়ই শোনা সত্য দেখা সত্যের মতো নয়।

এ কারণেই আল্লাহ পাক হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একাধিক বিবাহ করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেন তাঁদেরকে দেখে অন্য মেয়েরা দীন শিখতে পারে। অধিকন্তু আল্লাহ পাক হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণকে বেশ কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্যে

www.BANGLAKITAB.com

বিভূষিত করেছেন যেন কিয়ামত পর্যন্ত নারী জাতি ইচ্ছে করলে তাঁদের অনুসরণ করতে পারে, তাঁদের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। কাজেই পুরুষদের জন্যে অনুসরনীয় আদর্শ হলো হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্তা, আর মেয়েদের জন্যে অনুসরনীয় আদর্শ হলো উম্মাহাতুল মু'মিনীনের জীবনাদর্শ। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেহেতু আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে নির্বাচিত, চূড়ান্ত ও পরিপূর্ণ জীবনাদর্শ তাই তাঁর প্রতিটি কথা ও কর্ম হয়েছে কুদরতীভাবে সংরক্ষিত। তাঁর সারা জীবনের প্রতিটি কথা, ওঠাবসা, চালচলন সবই এমনভাবে সংরক্ষিত হয়েছে আজও যদি কেউ জানতে চায়, দেখতে চায়–তিনি কীভাবে রাত কাটাতেন, তাঁর দিন কাটতো কীভাবে, তিনি কীভাবে হাঁটতেন, পরিবারের লোকদের সাথে তাঁর আচার-আচরণ ছিল কেমন, বাইরের লোকদের সঙ্গে কেমন ছিল তাঁর ব্যবহার, তিনি কী ধরনের পোশাক আশাক পরতেন, কোন ধরনের পোশাক পছন্দ করতেন, তিনি কী খেতে পছন্দ করতেন, কেমন পানীয় তাঁর পছন্দ ছিল, তিনি কীভাবে জীবিকা নির্বাহ করতেন, সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর মেলামেশা কেমন ছিল, বিশেষ লোকদের সাথে তাঁর ওঠাবসা কেমন ছিল সবই আজও জানতে পারবে অনায়াসে। যে কেউ ইচ্ছা করলে এখনই হাদীসের পাতা উল্টে জানতে পারবে– তিনি নিজেই স্বীয় উষ্ট্রীকে গাছের পাতা খেতে দিতেন, নিজ হাতে ঘর ঝাড়ু দিতেন, নিজ হাতে আটার খামির তৈরি করতেন, নিজেই নিজের কাপড় ধৌত করতেন, নিজ হাতেই নিজের কাপড় নিজেই সেলাই করতেন।

রাসূল (সা.) হযরত আয়েশা (রা.)-এর সঙ্গে রসিকতা করতেন

একবার হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বহস্তে নিজের কাপড় সেলাই করছিলেন। তখন পাশে বসে হযরত আয়েশা (রা.) চড়কা কাটছিলেন। তাঁদের জীবন ছিল কত সহজ ও মধুময়। কাপড় সেলাই করতে করতে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ললাট ঘেমে যাচ্ছিল। চিকচিক করছিল ঘামের বিন্দুগুলো। এমনিতেই হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখশ্রী ছিল সুউজ্জ্বল আলোকময়।

اَزْهَرُ اللَّوْنِ وَاسِعُ الْجَبِيْنِ

www.BANGLAKITAB.com

তাঁর বর্ণ ছিল আলোকোজ্জ্বল। ললাট ছিল প্রশস্ত। মস্তক মুবারক ছিল সুন্দর ও বড়। ওষ্ঠযুগল ছিল হালকা পাতলা।

তাঁর মুখাবয়ব চওড়াও ছিল না, আবার লম্বাটেও ছিল না। ছিল অনেকটা ডিম্বাকৃতির। তাঁর নাসিকা মুবারক ছিল একটু উঁচু। তাঁর নাসিকা মুবারক থেকে নূর ঠিকরে পড়তো। তাই প্রথম দৃষ্টিতে বেশ উঁচু মনে হতো। আবার কাছে এসে দেখলে মনে হতো স্বাভাবিক।

أَدْعَجُ وَأَشْكَلُ الْعَيْنَيْنِ

তাঁর নয়নযুগল ছিল কৃষ্ণকালো এবং আনত।

أَهْدَبُ الْأَشْفَارِ-তাঁর পলক দুটি ছিল দীর্ঘ ও দরাজ।

أَزَجُّ الْحَوَاجِبِ-ভ্রূযুগল ছিল কামানের মতো বাঁকা। যুক্ত ছিল না।

بَيْنَهُمَا উভয় ভ্রূর মাঝখানে একটি রগ ছিল। কোন ব্যাপারে তিনি ক্ষুব্ধ হলে তা স্ফীত হয়ে উঠতো। سَهْلُ الْخَدَّيْنِ

গণ্ডদ্বয় ছিল সমতল। كَثُّ اللِّحْيَةِ أَزْهَرُ اللَّوْنِ ঘন শ্মশ্রু উজ্জ্বল বর্ণ।

তাঁর ত্বকে যেমন ছিল কোমলতা তেমনি ছিল পুষ্পের মতো প্রস্ফুটিত আভা। মনে হতো, তাঁর মুখ থেকে নূর বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

مُفْلِجُ الْأَسْنَانِ بَرَّاقُ الثَّنَايَا

তিনি কখনও মুচকি হাসি দিলে মনে হতো যেন দন্ত মুবারকের আলো দেয়ালে গিয়ে পড়েছে।

তাঁর দাঁতগুলো মোটা ছিল না, স্বাভাবিক ছিল। সুবিন্যস্ত ও আলোকোজ্জ্বল। তিনি যখন হাসতেন তখন মনে হতো যেন আলো খেলা করছে। এই ছিল হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখের সৌন্দর্য। তিনি যখন স্বহস্তে কাপড় সেলাই করছিলেন তখন তাঁর ললাটে জমে ওঠা শ্বেতবিন্দুতে খেলা করছিল ছোট ছোট আলোক খণ্ড। মুগ্ধ দৃষ্টিতে সেই আলোক বিন্দুর চমক অবলোকন করছিলেন হযরত

www.BANGLAKITAB.com

আয়েশা (রা.)। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন– কী দেখছো আয়েশা?

হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, আপনার কপালে জমে ওঠা শ্বেত বিন্দুগুলোতে যে দ্যুতি খেলা করছে কবি আবুল কাবির আল হুযালী আজ যদি বেঁচে থাকতো তাহলে সে বুঝতে পারতো তার কবিতার উপযুক্ত সত্তা স্বয়ং আপনি। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন– হুযালী তার কবিতায় কী বলেছিল–

হযরত আয়েশা (রা.) বললেন,

وَاِذَا رَاَيْتُ اِلٰى اَسْرَةِ وَجْهِهٖ بَرِقَتْ كَبَرْقِ الْعَارِجِ الْمُتَهَلِّلِ

আমি যখন তার ললাটের দিকে তাকালাম তখন আমার মনে হচ্ছিল যেন আকাশে বিদ্যুৎ খেলা করছে।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবিতা শোনার পর বললেন– مَاسَرَرْتُ مِنِّى كَسُرُوْرٍ مِّنْكَ؛

তোমার এই কবিতা শুনে আমি এতটা খুশি হয়েছি যা ইতোপূর্বে আর কখনও হইনি।

হযরত মারইয়াম (আ.) ও পর্দা

হযরত মারইয়াম (আ)-এর কথা পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে। তাঁর নামে পাক কোরআনে একটি সূরাই অবতীর্ণ হয়েছে।

ইরশাদ হয়েছে– وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ مَرْيَمَ،

বর্ণনা কর এই কিতাবে উল্লেখিত মারইয়ামের কথা। [মারইয়াম : ২৭]

يٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا،

হে মারইয়াম! তুমি তো এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসেছো। [মারইয়াম : ২৭]

ذٰلِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ

এ-ই মারইয়াম তনয় ঈসা! [মারইয়াম : ৩৪]

www.BANGLAKITAB.com

يٰمَرْيَمُ اقْنُتِىْ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِىْ

হে মারইয়াম! তোমার প্রতিপালকের অনুগত হও ও সিজদা কর।

[আল-ইমরান : ৪৩]

এভাবে কোরআনে কারীমের একাধিক জায়গায় হযরত মারইয়াম (আ)-এর আলোচনা এসেছে। তবে স্বাভাবিকভাবে কোরআন মাজীদে নারীদের নাম উল্লেখ করা হয়নি। ভালোদেরও নয়, মন্দদেরও নয়। এর মধ্য দিয়ে আল্লাহ পাক আমাদেরকে এ কথাই শিখিয়েছেন, মেয়েদের নামও গোপন রাখার বিষয়। বিনা প্রয়োজনে আল্লাহ পাক যখন তাঁর কালামে মেয়েদের নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেননি। তখন তাদের চেহারা দেখিয়ে চলাফেরার অবকাশ কী করে থাকতে পারে? এ কারণে উলামায়ে কিরাম বলেছেন–কোরআন মাজীদের এই বর্ণনাভঙ্গি থেকেই বুঝা যায়, নারী বিষয়টাই হলো আবৃত থাকার। কাজেই পর্দা মনের বিষয়–এই জাতীয় কথা ও দর্শন শয়তানের প্রতারণা মাত্র।

কেউ যদি এ কথা বলে, নামায একটি অন্তরের বিষয়। তবে সেটাও হবে অনুরূপ যুক্তিহীন তর্ক। কেউ চাইলে এর জবাবে এটাও বলতে পারে, পর্দা যখন মনের বিষয়, নামায যখন মনে মনে পড়লেই হয়ে যায়, তখন পানাহারও মনে মনে করে নাও। প্রস্রাব-পায়খানার প্রয়োজন হলে টয়লেটে না গিয়ে মনে মনে সেরে নাও। আসলে আল্লাহ পাকের মর্জি ও শরীয়তের মূল মর্ম সম্পর্কে মূর্খতা-অজ্ঞতার কারণেই আমাদের সমাজের কোথাও কোথাও এ জাতীয় উদ্ভট কথাবার্তা শোনা যায়।

শরীয়ত মেয়েদের সাজসজ্জাকে আবৃত রাখার আদেশ করেছে। আর রূপ-সৌন্দর্যের কেন্দ্রই তো হলো চেহারা। চেহারাই যদি খোলা রাখা হলো তখন আর গোপন রাখার থাকলো কী? মূলত হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানব জাতির জন্যে যে পয়গাম নিয়ে এসেছেন আমাদের প্রয়োজন জীবনের সর্বক্ষেত্রে সে পয়গামকে গ্রহণ করা। তার বাস্তবায়নে সচেষ্ট হওয়া এবং বিশ্বব্যাপী এই পয়গামকে ছড়িয়ে দেয়ার মহান ব্রতে আত্মনিয়োগ করা।

আমাদেরকে এও স্মরণ রাখতে হবে, সমাজ ইবাদতের দ্বারা বদলায় না। সমাজ বদলায় চরিত্রের দ্বারা। তাছাড়া যে কোন পরিবারের উপর সর্বাধিক

www.BANGLAKITAB.com

প্রভাব থাকে নারীদের। তাই কোন পরিবারের নারীরা যদি চরিত্রবান হয়, তাদের মেজায ও চরিত্রে যদি দ্বীনের আলো প্রজ্জ্বলিত থাকে তাহলে তাদের সংস্পর্শে আগামী প্রজন্ম সহজেই সুন্দর চরিত্র ও আদর্শবান হয়ে ওঠে। মেয়েদের মধ্যে যদি সারল্য থাকে, চারিত্রিক উৎকর্ষতা থাকে, ক্ষমা, আন্ত রিকতা ও উদারতা থাকে, তাদের হৃদয় যদি থাকে বিশাল ও পরিচ্ছন্ন, তাহলে এই জাতীয় নারীর ছোঁয়ায় পরিবারও জান্নাতে রূপান্তরিত হয়। পক্ষান্তরে যদি তাদের মধ্যে এই জাতীয় উৎকৃষ্ট গুণাবলী না থাকে, তাহলে তারা যতই ইবাদতগুজার হোক তাদের দ্বারা পরিবার প্রভাবিত হবে না, তাদের সংস্পর্শে এসে উত্তম আদর্শে গড়ে ওঠবে না আগামী দিনের কাণ্ডারী।

আমরা ইটের ভাটা চিনি। সেখানে সারি সারি ইট সাজিয়ে রাখা থাকে। তাই বলে তাকে বিল্ডিং বলা হয় না। বিল্ডিং বানাতে হলে ইটের সাথে ইট জোড়া দিতে হয়। আর সে জোড়া দিতে গেলে প্রয়োজন হয় সিমেন্টের। ইবাদত, তাকওয়, তাওয়াক্কুল, দুনিয়াবিমুখতা, যিকির, তিলাওয়াত, সততা, সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা এ সবকিছুর সাথে সংযোগ ও সমন্বয় সৃষ্টি করার যে মেটারিয়াল বা সিমেন্ট সেটাই হলো আখলাক। কাজেই যেভাবে সিমেন্টের সংযোগ ব্যতীত ইটের পর ইট সাজিয়ে রাখলে সেটাকে প্রাসাদ বলা যায় না এবং সিমেন্টের সংযোগ ছাড়া ইটের পর ইট দাঁড় করানো যায় না। দাঁড় করালেও বেশিক্ষণ টিকে থাকে না- উত্তম চরিত্রের বিষয়টি তদ্রূপ। যদি কোন সমাজে উত্তম চরিত্রের ঘাটতি থাকে তাহলে সে সমাজ কখনও উদ্ভাসিত হয়ে ফুটে উঠতে পারে না, সে সমাজে কখনও বিশ্বস্ততা, সততা, সত্যবাদিতাসহ অন্যান্য কাঙ্ক্ষিত সদগুণাবলী সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। আর যদি উত্তম চরিত্র থাকে তাহলে সে সমাজ সহজেই সুন্দর ও আলোকিত সমাজ হিসেবে সবার নজরে ধরা পড়ে।

উত্তম চরিত্রের পুরস্কার

উত্তম চরিত্র খুবই কঠিন একটি গুণ। নামাযের চেয়ে কঠিন। হজ্জের চাইতে কঠিন। যাকাত প্রদানের চাইতে কঠিন। যেহেতু উত্তম চরিত্র অত্যন্ত দূর্লভ একটি গুণ সেজন্য আল্লাহ পাকের কাছে এর মূল্যও অনেক। দুনিয়াতে যেমন কঠিন ও দুঃসাধ্য শ্রমের মূল্য বেশি হয় অনুরূপভাবে আল্লাহ পাকের দরবারেও কঠিন ও দুঃসাধ্য গুণের মূল্য বেশি। তাই কেউ

www.BANGLAKITAB.com

কেউ আবার এই অতিরিক্ত মূল্য ও পুরস্কার পাওয়ার নেশায় এই দুঃসাধ্য কাজটিও মাথায় তুলে নেয়। আল্লাহ পাকও উত্তম চরিত্রের বিনিময় ঘোষণা করেছেন চড়া। বলেছেন, তোমার চরিত্রকে উন্নত কর আর জান্নাতুল ফিরদাউসের চাবি নিয়ে নাও।

এই অঙ্গীকার নামাযের বিনিময়ে নয়, তাহাজ্জুদের বিনিময়ে নয়।

এই অঙ্গীকার রোযার বিনিময়ে নয়, যিকিরের বিনিময়ে নয়।

এই অঙ্গীকার তিলাওয়াতের বিনিময়ে নয়, রোনাজারির বিনিময়ে নয়। এই অঙ্গীকার কেবল উত্তম চরিত্রের বিনিময়ে।

কাজটি যেহেতু দুঃসাধ্য তাই আল্লাহ পাক এর বিনিময়ও ঘোষণা করেছেন সুউচ্চ। আল্লাহ পাকের এই অঙ্গীকারে যাদের বিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছে তারা তো জীবন দিয়ে হলেও তা অর্জনে সচেষ্ট হয়েছে। আর যাদের বিশ্বাস জন্মেনি তারা নানা ছুতোয় তা উপেক্ষা কারার চেষ্টা করেছে।

তাছাড়া সকল বদ-আখলাকী ও দুশ্চরিত্রের শেকড় হলো মুখ। সে এই বলেছে, আমি এই বলেছি– এ থেকে শুরু হয় তর্ক। আর এই তর্ক এক সময় এত দূর পর্যন্ত গড়িয়ে যায় যে, নামায রোযা সবকিছু বরবাদ করে ছাড়ে। সুতরাং অন্যের কথার প্রেক্ষিতে ধৈর্যের সাথে চুপ থাকা নিজের চরিত্রের জোরে অন্যের অন্যায় আক্রমণকে হজম করা খুব একটা সহজ কথা নয়। এজন্যেই চরিত্রের এত কদর। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তম চরিত্রবানের মর্যাদা তাহাজ্জুদগুজার অবিরাম সিয়াম সাধনাকারীর চাইতেও অধিক বলেছেন। অথচ জীবনভর রোযা রাখা, রাতের পর রাত তাহাজ্জুদ পড়া কত কঠিন। কিন্তু তার চাইতেও অধিক কঠিন উত্তম চরিত্র অর্জন করা। এ কারণেই আল্লাহ পাক এর মর্যাদা এত অধিক করেছেন যে, এটা অনেকের কাছেই অবিশ্বাস্য মনে হয়। কিন্তু অবিশ্বাস্য হলেও নিরেট সত্য। আমি যদি বলি, আমার হাতের এই তসবীহটি আমি এক লক্ষ রুপী দিয়ে খরিদ করেছি তাহলে আপনারা সবাই হয়তো মিথ্যা মিথ্যা বলে চিৎকার করে উঠবেন। কিন্তু আল্লাহ পাকের কোন কথাকে তো মিথ্যা বলবার অবকাশ নেই। কারণ, তাঁর কোন কথাকে অস্বীকার করা মানেই কুফরী। কাজেই অবিশ্বাস্য হলেও উত্তম চরিত্রের যে পুরস্কার তিনি ঘোষণা করেছেন তা আমাদেরকে অবশ্যই মেনে নিতে হবে এবং মেনে নিয়ে উত্তম চরিত্র সাধনে সচেষ্ট হতে হবে। আমাদেরকে

www.BANGLAKITAB.com

অনুশীলন করতে হবে ক্ষমার, ধৈর্যের। যদি আমরা এসবের অনুশীলন করতে পারি তাহলে এই পৃথিবীতেও আমাদের মাথা উঁচু হবে, উঁচু হবে আখিরাতেও।

মানুষ তো আল্লাহকেও ছাড়েনি

আমি ক'দিন আগে পাতোকি গিয়েছিলাম। সেখানে আমার বয়ান ছিল। সেখানে উপস্থিত হওয়ার পর জনৈক জজ সাহেবের কামরায় গিয়ে বসলাম। সেখানে আরও দু'তিনজন জজ বসে পড়লেন। হঠাৎ করে ক্ষুব্ধ এক জজ সাহেব ভেতরে প্রবেশ করলেন। প্রবেশ করেই বলতে লাগলেন, আমি আমার বাড়ি থেকে পয়সা এনে খরচ করি। তারপরও সে আমার প্রতি অভিযোগ করছে, আমি নাকি ত্রিশ হাজার রুপী ঘুষ নিয়েছি। বেচারা জজ সাহেব ক্রোধের বশে বেসামাল ছিল। আরেকজন জজ তাকে বুঝাবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু কোনভাবেই তার রাগ পড়ছিল না। শেষমেষ আমি মাঝখানে ঢুকে পড়লাম। বললাম, একটি কথা বলি শুনুন। আল্লাহর নবী হযরত ইয়াহইয়া (আ)-কে মানুষ গালমন্দ করতো। একদিন তিনি আল্লাহ পাককে বললেন, হে আল্লাহ! আমি তো তোমার নবী। এরা আমাকে পর্যন্ত রেহাই দিচ্ছে না। দয়া করে তুমি আমাকে এদের মুখ থেকে রক্ষা কর। তখন আল্লাহ পাক হযরত ইয়াহইয়া (আ)-কে বললেন, তুমি তো আমার নবী মাত্র। আর আমি তো হলাম তোমার রব। অথচ তারা তো আমাকে পর্যন্ত ছাড়েনি। আমার পর্যন্ত তারা একজন পুত্র দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। কাজেই তোমাকে ছাড়বে কীভাবে! আমার কথা শুনে জজ সাহেব হেসে উঠলেন। সাথে সাথে তার রাগ নেমে পড়লো। অত:পর তিনি আমার বয়ানে অংশগ্রহণ করলেন।

এ হলো মানুষের চরিত্র। তারা যুগে যুগে নবীগণকে পর্যন্ত আক্রমণ করতে রেহাই দেয়নি। কিন্তু এর জবাবে নবীগণ লাঠি হাতে তাদের প্রতিরোধ করেননি। তাদের কথার পিঠে তাদের মতো করেই জবাবও দেননি বরং নীরব থেকেছেন। কিন্তু আপনি একজন সত্যবাদী মানুষকে যখন মিথ্যাবাদী বলবেন তখন তার অন্তর ভেঙ্গে খান খান হয়ে যাবে। একজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে যখন অপরাধী বলবেন তখন তার অন্তরটা ভেঙ্গে টুকরা টুকরা হয়ে যাবে। তাই যখন কোন সত্যবাদীকে মিথ্যাবাদী বলা হয় এবং কোন নিরপরাধীকে অপরাধী বলা হয় তখন সেটা সহ্য করা সহজ কথা

www.BANGLAKITAB.com

নয়। আর সয়ে যেতে পারেও খুব কম জনই। এ জন্যই আল্লাহ পাক এর মূল্যও ঘোষণা করেছেন অবিশ্বাস্য। বলে দিয়েছেন, এখানে তুমি চুপ করে থেক। এর বিনিময় তুমি আমার কাছ থেকে গ্রহণ করো। এখানে তুমি হয়তো বা অপবাদের আঘাতে অশ্রু বিসর্জন দিবে, বেদনায় হয়তো তোমার হৃদয় ভেঙ্গে যাবে। কিন্তু তোমার সময় তো আর থেমে থাকবে না। দিন চলে যাবে, রাত কেটে যাবে। কিন্তু সামনে এমন দিন ও রাত অপেক্ষা করছে যার আদি আছে, অন্ত নেই। সেদিন তুমি তোমার এই বেদনাহত হৃদয়ের পুরস্কার আমার কাছ থেকে গ্রহণ করো। যেদিন তুমি প্রকৃত অর্থেই মুখাপেক্ষী হয়ে পড়বে সেদিন আমি অবশ্যই পাই পাই করে তোমাকে তোমার সাধনার মূল্য পরিশোধ করবো। বরং আমি তোমাকে বে-হিসাব দিব। সেদিন আমি তোমাকে তোমার মাপ মুতাবিক দেব না, দেব আমার শান মুতাবিক। আল্লাহর শান যেহেতু অসীম তাই তাঁর প্রতিদানও হবে অসীম।

বেদনায় স্মরণ করো তাঁকে একজন নিরপরাধকে যখন অপরাধী বলা হয়, একজন সৎ ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে যখন ঘুষখোর বলা হয় তখন তার অন্তর কতটা বেদনাহত হয় সে কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। এ থেকে আমরা সহজেই ধারনা করতে পারি, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যখন তাঁর সময়কার লোকেরা মিথ্যাবাদী বলেছিল তখন তাঁর অন্তরে কতটা আঘাত লেগেছিল। আমি যখন জজ সাহেবের রাগ ও ক্রোধ দেখছিলাম তখন আমার স্মরণ পড়ল হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা। আমি ভাবছিলাম, একজন সাধারণ মুসলমান যখন মিথ্যাবাদী ও ঘুষখোর বলার অপবাদে এতটা আহত- তাহলে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যখন মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল তখন তিনি কতটা ব্যথিত হয়েছিলেন? তাছাড়া তাঁকে তো সরাসরি আল্লাহ পাক সত্যবাদী বলে সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন। এই দুনিয়াতে তাঁর চাইতে বড় সত্যবাদী আর কে ছিল? এ কারণেই হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

'তুমি যদি কখনও কোন অপবাদের মুখোমুখি হও তাহলে আমার অপবাদের কথা স্মরণ করো। তোমার সকল বেদনা হালকা হয়ে যাবে। আমার কষ্টের কথা স্মরণ করো, তোমার সকল কষ্ট উড়ে যাবে।' কাজেই

www.BANGLAKITAB.com

আমাদের উচিত, আমাদের জীবনের প্রতিটি বেদনায় প্রতিটি আঘাতের মুহূর্তে তাঁকে স্মরণ করা।

তাবলীগ জামাত হলো প্রতিনিধি মাত্র

তাবলীগ জামাতের সকল চেষ্টা সাধনার মূল লক্ষ্যই হলো আল্লাহ পাক ও হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা। যেহেতু হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আখেরি নবী, তাঁরপর আর কোন নবীর আবির্ভাব ঘটবে না তাই আমাদেরকে তাঁর পয়গাম বয়ে নিয়ে যেতে হবে অন্যদের কাছে। পুরুষরা নিয়ে যাবে পুরুষদের কাছে। নারীরা বয়ে নিয়ে যাবে নারীদের কাছে। স্মরণ রাখতে হবে, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আখেরি নবী– এ কারণেই তাঁর পয়গাম অন্যদের কাছে পৌঁছে দেয়ার এ দায়িত্ব আমরা পেয়েছি। এই দায়িত্ব কর্তব্য আমাদেরকে তাবলীগ জামাত দেয়নি। যদি এটা তাবলীগ জামাতের দেয়া দায়িত্ব কর্তব্য হতো তাহলে তা হযরত মাওলানা ইলিয়াস (র)-এর মুরীদ ছাড়া আর কেউ পালন করতো না। এটা সত্য তিনি অনেক বড় পীর ছিলেন। কাজেই তাঁর মুরীদের সংখ্যাও বেশি ছিল। তাঁর মুরীদগণ হয়তো মনে প্রাণে এ কাজ করতেন। কিন্তু দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে যারা হযরত মাওলানা ইলিয়াস (র.) -কে দেখেনি, জানে না তারা হয়তো এ কাজে অংশগ্রহণ করতো না। তারা তাবলীগের টানে নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে কাজ কাম বাদ দিয়ে, স্ত্রী-সন্তানদেরকে ছেড়ে বিশ্বময় ঘুরে বেড়াতো না। মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে ধাক্কা খেতো না।

তাবলীগের এই কাজ মূলত হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেয়া হাদিয়া। তিনি এ পয়গাম রেখে গেছেন। তাবলীগ জামাতের হৃদয়বান কর্মীগণ কেবলমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে মানুষের দ্বারে দ্বারে এই পয়গাম পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব পালন করছে। ডাক পিয়ন যেভাবে মানুষের ঘরে ঘরে চিঠি পৌঁছে দেয় তাবলীগ জামাতের কর্মীদের উপমাও তদ্রূপ। সুতরাং তাদেরকে বিশেষ কোন মানদণ্ডে বিচার করার অবকাশ নেই। কারণ, তারা তো চিঠি পৌঁছে দেয়ার বাহক মাত্র। কাজেই চিঠির প্রাপক যেভাবে ডাক পিয়নের দিকে তাকিয়ে দেখে না, তার শরীরের কাপড় দামী না সস্তা, পরিচ্ছন্ন না অপরিচ্ছন্ন; বরং সে তার চিঠি বুঝে নিয়ে তাকে বিদায় জানায়। কোন প্রাপক এ কথা বলে ডাক পিয়নকে ফিরিয়ে

www.BANGLAKITAB.com

দেয় না, তুমি কালো, তোমার পোশাক অপরিচ্ছন্ন। সুতরাং আমি তোমার হাত থেকে পার্সেল গ্রহণ করবো না। পিয়নের রঙ সাদা কী কালো তা দিয়ে আপনি কী করবেন? তার ড্রেস পরিচ্ছন্ন না নোংরা সেটা তো আপনার দেখার বিষয় নয়। আপনার দেখার বিষয় হলো তার দেয়া পার্সেলটি আপনার কি না। যদি আপনার নিজের হয়ে থাকে তাহলে স্বাক্ষর করে বুঝে নিন। অনুরূপভাবে আমিও বলবো, আমি আপনাদের সামনে যে কথাগুলো বলছি সে কথাগুলো আপনাদের কথা কি না। যদি আপনাদের কথা হয়ে থাকে তাহলে কথাগুলো গ্রহণ করুন। আমি কালো কী সাদা, ছোট কি বড়, যোগ্য কী অযোগ্য এটা দেখার প্রয়োজন পড়ে না। আমি যে পয়গাম আপনাদের সামনে পেশ করছি সে পয়গামটি যদি আপনাদের পয়গাম হয় তাহলে তা আপনারা অবশ্যই গ্রহণ করবেন। আমি তো এই পয়গামের তুচ্ছ বাহক মাত্র।

এটা শয়তানের একটা ফাঁদ। শয়তান আমাদের পথে এভাবেই ফাঁদ পেতে রাখে। যখন কোন নারী বা পুরুষ কাউকে আল্লাহর পথে ডাকে, আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, স্মরণ করিয়ে দেয় পারকালের কথা তখন সে তাকে কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে বরং পাল্টা বলে– তুমি নিজেই তো এ কথা মানছো না তাহলে আমাকে বলছো কেন? আমি বলি, যে আল্লাহকে স্মরণ করা আমার অপরিহার্য ছিল, যে পরকালকে তোয়াক্কা না করে আমার কোন উপায় নেই, সে আল্লাহ ও আখিরাতকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে সে তো আমার উপকার করেছে। আমাকে আমার পথের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। কাজেই সে আমার কাছ থেকে কৃতজ্ঞতা পাওয়ার হকদার। কারণ, সে আমার প্রতি কল্যাণকামিতার পরিচয় দিয়েছে। তাই আমি বলি, আমরা যখন কারও কাছ থেকে দীনের পয়গাম পাবো তখন তাকে আমরা মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করবো না। কারণ, সে তো একজন মানুষ। মানুষ ভুল করে, ভালো করে, মন্দও করে। তবে হিসাবের কলম আল্লাহ পাকের হাতে। তার ভালো-মন্দ আল্লাহর দরবারে রীতিমত লিপিবদ্ধ হচ্ছে। আমরা দেখব আমাদের কাছে সে যে কথাগুলো বলছে সে কথাগুলো যথার্থ কি না। যদি যথার্থ ও যুক্তিগ্রাহ্য হয় তাহলে অবশ্যই আমরা তার কথাগুলো গ্রহণ করবো, অন্যথায় নয়। এ ব্যাপারে হযরত আলী (রা.)-এর উপদেশটি সোনার হরফে লিখে রাখার মতো। তিনি বলেছেন–

www.BANGLAKITAB.com

خذ ما صفا ودع ما كدر

যা ভালো তা গ্রহণ করো। আর যা মন্দ তা উপেক্ষা করো।

তাই আমি বলবো, বিশ্বব্যাপী এখন যারা দ্বীনি দাওয়াতের পয়গাম নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা দ্বীনি দাওয়াতের বাহক মাত্র। স্মরণ রাখতে হবে বাহক কখনও মানদণ্ড হয় না। আমাদের কাজ হলো বাহকের কাছ থেকে আমাদের চিঠিপত্র বুঝে নেয়া। আমাদের পয়গাম বুঝে নেয়া। অতঃপর সে পয়গাম ও পত্রকে অনুসরণ করা। এটাই আমাদের দায়িত্ব কর্তব্য।

আমাদের মানদণ্ড

জীবন চলার পথে আমাদের মানদণ্ড হলেন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর সম্মানিত সাহাবীগণ এবং তাঁর সম্মানিত পরিবারবর্গ রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন। সাহাবায়ে কিরামের সম্মানিত জামাত আমাদের জীবন চলার সর্বক্ষেত্রে সত্য-মিথ্যার, হক– বাতিলের চিরন্তন মানদণ্ড। তাঁরা নিষ্পাপ নন, তবে ক্ষমাপ্রাপ্ত অবশ্যই। একবার জনৈক ব্যক্তি এসে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-কে বললো, এই উসমান (রা.) তো তিনিই, যিনি উহুদের যুদ্ধ থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বললেন, তাঁকে তো আল্লাহ পাক ক্ষমা করে দিয়েছেন। সুতরাং তুমি যদি এখন তাঁকে ক্ষমা না করো তাতে তাঁর কিছু আসে যায় না। যিনি হিসেব নিবেন তিনি তো পরিষ্কারভাবে ঘোষণা দিয়েছেন–

وَلَقَدْ عَفَا اللّٰهُ عَنْكُمْ

আল্লাহ পাক তোমাদেরকে (যারা উহুদ যুদ্ধ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন) ক্ষমা করে দিয়েছেন। সুতরাং এখন কার কী বলার আছে?

সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা

সাহাবায়ে কিরামের সুউচ্চ মর্যাদা নিঃসন্দেহে প্রশ্নাতীত। তবে তাঁদের মধ্যেও শ্রেণী বিন্যাস রয়েছে। আল্লাহ পাক কোরআনে কারীমে ইরশাদ করেছেন–

www.BANGLAKITAB.com

لَا يَسْتَوِىْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ اُولٰئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوْا

তোমাদের মধ্যে যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে তারা এবং পরবর্তীরা সমান নয়। তারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ তাদের চেয়ে যারা পরবর্তীকালে ব্যয় করেছে, যুদ্ধ করেছে। [হাদীদ : ১০]

সুতরাং মক্কা বিজয়ের পূর্বে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন, ইসলামের সেবায় আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করেছেন, ইসলামের ঝাণ্ডা উঁচু করার জন্যে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছেন তাঁদের মর্যাদা আর পরবর্তীদের মর্যাদা সমান নয়। তবে এও সত্য, তাঁরা উভয় শ্রেণিই আল্লাহ পাকের দরবারে মহান মর্যাদার অধিকারী। ইরশাদ হয়েছে–

وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى

তবে আল্লাহ পাক উভয় শ্রেণিকেই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। [হাদীদ : ১০]

উপরিউক্ত আয়াতে 'হুসনা' বা কল্যাণের যে প্রতিশ্রুতির কথা বলা হয়েছে সে প্রতিশ্রুতি ও কল্যাণের মর্ম কি– তা আমরা জানতে পারি অন্য আয়াত থেকে। ইরশাদ হয়েছে–

اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰى اُولٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ - لَا يَسْمَعُوْنَ حَسِيْسَهَا وَهُمْ فِىْ مَا اشْتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ خٰلِدُوْنَ . لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ وَتَتَلَقّٰهُمُ الْمَلٰئِكَةُ هٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ -

তাদের জন্যে আমার নিকট থেকে পূর্ব থেকেই কল্যাণ নির্ধারিত রয়েছে। তাদেরকে তা থেকে দূরে রাখা হবে, তারা তার ক্ষীণতম শব্দও শুনবে না এবং সেথায় তারা তাদের মন যা চায় অনন্তকাল তা ভোগ করবে। মহাভীতি তাদেরকে বিষাদক্লিষ্ট করবে না এবং ফেরেশতাগণ তাদেরকে অভ্যর্থনা করবে এই বলে–এই তোমাদের সেই দিন যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল। [আম্বিয়া : ১০১-১০৩]

www.BANGLAKITAB.com

এই আয়াতে হুসনা বা কল্যাণের ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে এই যে, তাদেরকে দোযখ থেকে এতটা দূরে রাখা হবে যে, তারা তার ক্ষীণতম আওয়াজও শুনতে পাবে না। তাদের জীবন হবে আনন্দ স্বপ্নে ভরপুর। সেখানে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাবে সম্মানিত ফেরেশতাগণ। তাছাড়া তাদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যাদেরকে এই দুনিয়াতে থাকতেই হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জান্নাতের সুসংবাদ শুনিয়েছেন। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–এই পৃথিবীতে কেউ যদি জান্নাতি হুর দেখতে চায় তাহলে সে যেন উম্মে রুমানকে দেখে। এই উম্মে রুমান কে? এই উম্মে রুমান হলেন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর সম্মানিত মা এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এর জীবনসঙ্গিনী। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাসী হযরত উম্মে আয়মান (রা.) সম্পর্কে তিনি ইরশাদ করেছেন– কেউ যদি কোন জান্নাতি নারীকে বিয়ে করতে চায় তাহলে সে যেন উম্মে আইমানকে বিয়ে করে। এ হলো সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা। এই পৃথিবীতে বসেই যাঁরা জান্নাতের সুসংবাদ লাভ করছেন। কাজেই জীবন চলার পথে তাঁরাই আমাদের আদর্শ। তাঁরাই আমাদের কাছে সত্য-মিথ্যার মাপকাঠি। এর বাইরে আমরা যা কিছু বলছি তা হতে যে কথাগুলো যথার্থ সেগুলো আপনারা গ্রহণ করবেন আর যেগুলো ভুল সেগুলো প্রত্যাখ্যান করবেন। এজন্য, তাবলীগ জামাতের কর্মীরা মূলত হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রেখে যাওয়া পয়গামের বাহক মাত্র, আদর্শ নয়। তবে এতটুকু বলতে পারি, তাদের মাধ্যমে আমরা পবিত্র ইসলামের পয়গামকে আমাদের ঘরে বসে পাচ্ছি। এ কারণে দুনিয়ার দেশে দেশে এখন আমরা ইসলামের আলোকময় গতি ও উপস্থিতি লক্ষ্য করছি।

আমীন।